প্রথম অন্নপূর্ণা সংস্করণ
জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক
নন্দদুলাল মণ্ডল
এ ১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

নিবেদন

বিশ্ব বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এবং "শারলক্ হোম্‌স্" গল্প-রচয়িতা সার্ আর্থার কনান্ ডয়েল্, মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের বাংলা-অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়া যান। দুঃখের বিষয় অনুমতি-পত্র আমার হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরলোক গমন করেন। আমার এই প্রথম পুস্তক—অজ্ঞাত জগৎ—সার্ আর্থারের প্রসিদ্ধ পুস্তক "The Lost World"-এর অনুবাদ।

"The Lost World" পুস্তক লেখা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইতিহাস আছে, এ স্থানে তাহার উল্লেখ, আশা করি, অসঙ্গত হইবে না। সার্ আর্থারের কোন বিশেষ বন্ধু একদিন কথায় কথায় তাঁহাকে বলেন—"কল্পনার পুঁজি ত তোমার ফুরিয়েছে, এখন তোমার লেখাও তাহলে শেষ হ'লো।" সার্ আর্থার বলিলেন—"লেখা শেষ হবে কেন? এখন কল্পনা এবং বাস্তব মিলিয়ে কিছু লিখ্‌ব।" বন্ধু বলিলেন—"সেটা কি আর তেমন কিছু হবে?" সার্ আর্থার বলিলেন—"বটে। আমি বাজি রাখ্‌ছি, কল্পনা এবং বাস্তবের সংমিশ্রণে এমন বই লিখ্‌ব, যে, একেবারে হুলস্থুল পড়ে যাবে।"—সেই চেষ্টার ফলই "The Lost World"। ১৯১২ সনে যখন সার্ আর্থার Standard Magazine-এ এই গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বাস্তবিকই হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত আমার জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অজ্ঞাত জগতের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন এবং লেখার ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে অজ্ঞাত জগতের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে,

তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র শেখর বসু; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—ইঁহারাও নানা প্রকারে এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কৃতজ্ঞ-অন্তরে স্বীকার করিতেছি। এতদ্ভিন্ন আমার পরম স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রমোহন বসুও পুস্তক লিখিবার সময় আমাকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন—ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত রাখুন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

সূচনা

এড্‌ওয়ার্ড ম্যালোন্ "ডেলি গেজেট" পত্রিকার একজন সংবাদদাতা। ম্যালোন্ তেইশ বৎসরের যুবক, সুশিক্ষিত, সুস্থ সবল এবং কার্য্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহ—ইতি মধ্যেই তিনি নিপুণ রিপোর্টার (সংবাদদাতা) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিযাছেন।

ম্যালোন্ একটি মেয়েকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই গুণবতী—তাঁহার নাম ছিল গ্ল্যাডিস্ হাঙ্গারটন্। তাঁহার পিতা মিষ্টার হাঙ্গারটন্ ষ্ট্রেথামে একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। ম্যালোন্ একদিন গ্ল্যাডিসের নিকট বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন—অসম সাহসের কোন কাজ করিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইযাছে, এমন লোককেই আমি বিবাহ করিতে পারি।

এই ঘটনার পর ম্যালোন্ ভাবিলেন—রিপোর্টারের উপার্জ্জন সামান্য। এই সামান্য উপার্জ্জন লইয়া গ্ল্যাডিস্‌কে বিবাহ করিবার আশা করা দুরাশা মাত্র। সুতরাং, যেরূপেই হউক আমাকে নাম কিনিতে হইবে, এবং তাহার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না, সুযোগ চেষ্টা করিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। ক্লাইভও সামান্য একজন কেরাণি ছিলেন, কিন্তু তিনিই শেষে ভারতবর্ষ জয় করেন। ভগবানের ইচ্ছায়, আমিও একটা কিছু করিয়া আমিও যশ উপার্জ্জন করিব—গ্ল্যাডিসের আদর্শ মত মানুষ আমাকে হইতেই হইবে।

পাঠক মনে করিতে পারেন, যে, ম্যালোন্ ও গ্ল্যাডিসের ব্যাপারের সঙ্গে পুস্তক-বর্ণিত ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু, ইহাও সত্য, যে, এই ব্যাপার না হইলে গল্পটির সৃষ্টিই হইত না। যে কারণে ম্যালোন্ জীবনের মায়া ছাড়িয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেই কারণটি সূচনায় বলা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পরে ম্যালোন্ কি করিলেন, তাহা এখন আমরা ম্যালোনের মুখেই শুনিব—এবং তাহাতেই পুস্তকের এই গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

———

অজ্ঞাত জগৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডেলি গেজেটের সংবাদ বিভাগের এডিটার ছিলেন বৃদ্ধ ম্যাক্ আর্ডল্ সাহেব। তাঁহাকে আমার বেশ ভাল লাগিত, এবং মনে হইত, তিনিও আমাকে পছন্দ করেন। অবশ্য আমাদের বড় সাহেব ছিলেন সার্ বোমণ্ট্, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না—তিনি আফিসে আসিয়াই কাহারও দিকে না চাহিয়া, সটান তাঁহার ঘরে চলিয়া যাইতেন। ম্যাক্ আর্ডল্ই ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত—আমরা ম্যাক্ আর্ডল্কেই বিশেষ ভাবে জানিতাম।

একদিন আমি আফিসে আসিয়াই, ম্যাক্ আর্ডল্-এর ঘরে ঢুকিলাম, তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর চশমা জোড়া কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন—"মিষ্টার ম্যালোন্, আপনি বেশ কাজকর্ম্ম কর্‌ছেন শুন্‌ছি। কয়লার খনির এক্‌স্‌প্লোসন্‌টার যে সংবাদ লিখে-ছিলেন, সেটা চমৎকার হয়েছিল। সাউথ্ আর্কের অগ্নিকাণ্ডের খবরটাও হয়েছিল খাসা। ঘটনা বর্ণনায় আপনার বেশ হাত আছে দেখ্‌ছি। আজ আমার সঙ্গে কি দরকার আছে, বলুন ত?"

"একটু অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।"

অনুগ্রহের কথা শুনিয়াই যেন তিনি একটু ভয় পাইয়া আমার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

"বলুন, বলেই ফেলুন না কি রকম অনুগ্রহ।"

"আমাকে পত্রিকার জন্য কোন বিশেষ কাজে পাঠাতে পারেন কি ? আমি খুব ভাল ক'রে সংবাদ লিখে পাঠাব।"

"কি রকম কাজ বলুন ত ?"

"খুব সাহসের কাজ এবং বিপদপূর্ণ কাজ। কাজটাতে যত বেশী বিপদের সম্ভাবনা থাকে, আমার পক্ষে ততই ভাল।"

"তাইত! প্রাণটা হারাবার জন্য আপনি খুবই ব্যস্ত হয়েছেন দেখ্‌ছি।"

"হারাবার জন্য নয় সার্—প্রাণটাকে সার্থক কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।"

"তাইত, মিষ্টার ম্যালোন্, এ যে দেখ্‌ছি আপনার অতি উঁচুদরের আকাজ্ক্ষা। কিন্তু, আমার মনে হয়, এ সবের দিন চলে গিয়েছে। আজকাল এ রকম 'বিশেষ' কাজের খরচ পোষায় না। আর, তেমন উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ লোক ছাড়া, এরূপ কাজের ভার দেওয়াও মুস্কিল। তা ছাড়া, উপস্থিত এমন কোন কাজও হাতে নাই।" এই বলিয়া ম্যাক্ আর্ডল্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, আবার বলিলেন—"আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমার একটা খেয়াল হয়েছে—একজন ভারি ফাঁকিবাজ লোক আছে, তার চালাকি ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে হাস্যাস্পদ কর্‌তে পার্‌লে অতি উত্তম হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি চেষ্টা কর্‌লে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন। তাহলে ভারি চমৎকার হয়। কেমন—এ কাজটা আপনার পছন্দ হয় কি ?"

ইহার পর, আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"লোকটিকে ঠিক বাগিয়ে নিয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে পার্‌বেন কি না, তা বুঝ্‌তে পারছি না। তবে, লোকের সঙ্গে চট্ ক'রে ভাব ক'রে নেবার আপনার

একটু বিশেষ রকম ক্ষমতা আছে, সেটা আমিও বুঝ্‌তে পারি। একবার গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখুন। লোকটি হচ্ছে প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, এন্‌মোর পার্ক-এ থাকেন।"

নাম শুনিয়াই আমি চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলাম—"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার! সেই প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত? ইনিই না টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্টার ব্লান্‌ডেলের মাথা ফাটিয়ে ছিলেন?"

ম্যাক্ আর্ডল মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—"তা হলোই বা। আপনি ত এ রকম বিপদজনক কাজই পছন্দ করেন বলেছেন। কিন্তু সব সময়ই যে লোকটি ও রকম রেগে থাকে, সেটা আমার মনে হয় না। ব্লান্‌ডেল্ বোধ করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খারাপ সময়েই গিয়েছিল এবং একটা বেখাপ্পা কিছু করেছিল। আপনার হয়ত বরাৎ ভাল হতে পারে এবং বেশ কায়দা ক'রে তাঁকে বাগিয়ে নিতে পারবেন। এ কাজে সংবাদ ঢেরই সংগ্রহ কর্‌তে পারবেন, তারপর আমাদের পত্রিকা ত আছেই।"

আমি বলিলাম—"লোকটির সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। ব্লাণ্ডেল্‌কে মারার দরুন যখন পুলিসকোর্টে মোকদ্দমা হয়েছিল, তখন তাঁর নাম শুনেছিলাম মাত্র।"

ম্যাক্ আর্ডল্ বলিলেন—"কিছুকাল থেকেই এই প্রফেসারের উপর আমার নজর ছিল। তাঁর জন্ম কোথায়, কোথায় শিক্ষা পেয়েছেন, কি কি কাজ করেছেন, কোথায় থাকেন, কি কি বই লিখেছেন ইত্যাদি সব আমি এক টুক্‌রা কাগজে লিখে রেখেছিলাম। আপনি সেটা নিয়ে যান, আপনার কাজে লাগ্‌বে।" এই বলিয়া তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, আমার হাতে দিয়া

বলিলেন—"এই নিন্ কাগজটুকু। আজ তাহলে এই পর্য্যন্ত—নমস্কার।"

আমি কাগজটি পকেটে রাখিয়া বলিলাম—"আমি কিন্তু এখনও ঠিক বুঝ্তে পারছি না, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কেন আমাকে দেখা করতে বল্ছেন—ইনি কি করেছেন?"

ম্যাক্ আর্ডল্ বলিলেন—"দুই বছর আগে ইনি একা সাউথ্ আমেরিকা গিয়েছিলেন, গত বৎসর ফিরে এসেছেন। সাউথ্ আমেরিকা গিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু, ঠিক কোন্‌খানটায় গিয়েছিলেন সেটা কিছুতেই বলেন না। তারপর সেখানে যা যা ঘটনা হয়েছিল, সে সব বল্তে আরম্ভ কর্লেন, কিন্তু তেমন পরিষ্কার ক'রে কিছু বলেন না। যা-ও বলেন, তাতে আবার কেউ কেউ গলদ ব'ার করতে আরম্ভ কর্লে—তখন তিনি একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। আশ্চর্য্য কোন ঘটনা নিশ্চয়ই হয়েছিল—তা না হলে লোকটি দারুণ মিথ্যাবাদী, আর সেটাই বোধ করি ঠিক। কতকগুলো নষ্ট ফটোগ্রাফও সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, কিন্তু সেগুলো নাকি সবই ফাঁকি—একেবারে মনগড়া। তারপর থেকে প্রফেসার এম্‌নি বদ্‌মেজাজি হয়েছেন, যে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলেই তাকে ধ'রে মারেন, আর, কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার কেউ গেলে, তাকে সিঁড়ির উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। আমার মনে হয়, লোকটির বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক আছে খুবই, কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কারে উন্মাদ—একেবারে খুনী! এই লোকের কাছেই আপনাকে যেতে বল্ছি, মিষ্টার ম্যালোন্। এখন তাহলে যান, দেখুন গিয়ে কিছু করতে পারেন কিনা। ভয় কি? আপনার জোয়ান বয়স, শরীরে বল আছে—নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।"

ডেলি গেজেটের আফিস হইতে বাহির হইয়া, রাস্তা পার হইয়া সেভেজ্ ক্লাবে যাইলাম কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলাম না, আডেলফি টেরেসের রেলিং-এর উপর ভর দিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। মুক্ত বায়ুতে থাকিয়াই আমি পরিষ্কার চিন্তা করিতে পারি। প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ক্ষুদ্র জীবনীর লিষ্টটুকু বাহির করিয়া, ইলেক্ট্রিক্ লাইটের নীচে দাঁড়াইয়া আবার পড়িলাম। তখন হঠাৎ আমার একটা খেয়াল হইল—যেন ভগবান্ মনে একটা প্রেরণা দিলেন। যতদূর শুনিয়াছি, সংবাদপত্রের রিপোর্টার রূপে এই ঝগ্ড়াটে প্রফেসারের চতুঃসীমায়ও যাইতে পারিব না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবনীর লিষ্টের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক মতভেদ লইয়া তাঁহার ঝগ্ড়া বাদানুবাদের উল্লেখ আছে—সুতরাং, তিনি যে একজন উৎকট বৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে, এই বাদানুবাদের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় কি-না, যাহা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়? সেটাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমি ক্লাবে প্রবেশ করিলাম। তখন এগারটা বাজিয়াছে, ক্লাবের ঘর প্রায় পূর্ণ। দেখিলাম, আমার বন্ধু "নেচার" পত্রিকার টার্প হেন্‌রী আগুনের কাছে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট গিয়া আমিও একটা চেয়ারে বসিলাম, এবং তখনই আমার ব্যাপারের আলোচনা আরম্ভ করিলাম।

"প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে তুমি কি জান, হেন্‌রী?"

"চ্যালেঞ্জার?" অবজ্ঞার সহিত তিনি কপাল কোঁচ্কাইলেন, তারপর বলিলেন—"এই চ্যালেঞ্জারই সাউথ্ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে যা তা গাঁজাখুরী গল্প রটনা করেছিলেন!"

"কি গল্প ?"

"কি যেন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জানোয়ার আবিষ্কার ক'রে এসেছেন—একেবারে গুলিখুরি গল্প। আমার বোধহয়, সে সব কথা তিনি পরে প্রত্যাহারও করেছিলেন। রয়টারের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, তারপর এম্‌নি একটা হৈ চৈ পড়ে গেল, যে, তিনি বুঝ্‌তে পারলেন—ও রকম গাঁজাখুরী গল্পে চল্‌বে না। জন দুই লোক তাঁর কথা বিশ্বাস করবারও উপক্রম করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।"

"কি ক'রে মুখ বন্ধ করেছেন ?"

"আর কি ক'রে—তাঁর বেয়াদবি এবং অভদ্র ব্যবহারে। জুওলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বৃদ্ধ ওয়াড্‌লি সাহেব, ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্টের নামে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—'ইন্‌ষ্টিটিউটের আগামী মিটিং-এ প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যদি অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট্ বিশেষ বাধিত হইবেন।' এর উত্তরে নাকি চ্যালেঞ্জার লিখে পাঠিয়েছিলেন—ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট্‌কে নমস্কার পূর্ব্বক জানাইতেছি, যে, তিনি যদি গোল্লায় যান তাহা হইলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব।"

"কি সর্ব্বনাশ ! বল কি !!"

"হাঁ, ঠিকই বলেছি, বুড়ো ওয়াড্‌লি ঠিক এই কথাই তখন বলেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ওয়াড্‌লি মিটিং-এ দুঃখ ক'রে সবে আরম্ভ করেছিলেন—'বিজ্ঞানালোচনা সভার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যে'—আর কিছু তিনি বল্‌তেই পারলেন না, একেবারে ভেঙে পড়লেন।"

"চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌তে পার, হেন্‌রী ?"

"তুমি ত জান, আমি জীবাণুপরীক্ষক—আমার অনুবীক্ষণ নিয়ে সব সময় প'ড়ে থাকি, আর, লোকের নিন্দাবাদের বড় ধার ধারি না। তবে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় আমি চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, কারণ, একেবারে উড়িয়ে দেবার মত লোক তিনি নন। লোকটি খুবই চতুর, তেজীয়ান আর জীবনীশক্তিতে একেবারে ভরপুর, কিন্তু বেজায় ঝগ্‌ড়াটে আর বড় বাতিকগ্রস্ত গোছের লোক—ন্যায় অন্যায় বোধ পর্য্যন্ত অনেক সময় থাকে না। সাউথ্‌ আমেরিকার ব্যাপারে নাকি কতকগুলো মেকী ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলে এনেছিলেন।"

"তুমি বলছ, তিনি বাতিকগ্রস্ত লোক—কিসের বাতিক তাঁর ?"

"বাতিক ত তাঁর হাজার রকমের আছে, কিন্তু আজকাল নাকি ভাইস্‌ম্যান্‌ আর ইভোলিউসন্‌ (ক্রমবিকাশ) প্রসঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে বড্ড ঝুঁকে পড়েছেন। সেদিন [illegible] তা নিয়ে, অন্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁর ভীষণ ঝগড়া তর্কাতর্কি হয়েছিল।"

"ঠিক বিষয়টা কি আমাকে বল্‌তে পার ?"

"আমাদের আফিসে সেই সভার কার্য্যবিবরণের একটা অনুবাদ ফাইল করা আছে—যদি দেখ্‌তে চাও ত চল আমার সঙ্গে।"

বন্ধু হেন্‌রীর সঙ্গে আধ ঘণ্টা পরে তাঁহাদের আফিসে গিয়া সেই ফাইল দেখিতে লাগিলাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কমই, সুতরাং যুক্তিতর্কগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা স্পষ্টই দেখা গেল, যে, এই ইংরেজ প্রফেসারটি প্রতিপক্ষকে অতিশয় [illegible] ভাবে আক্রমণ করিয়া নিজের প্রসঙ্গটি আলোচনা করিয়াছেন, [illegible]

তাহাতেই বিদেশী প্রফেসারগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সেই কার্য্যবিবরণের মধ্যে একটা বিষয় খুঁজিয়া পাইলাম, এবং সেটা আমি কতকটা বুঝিতেও পারিলাম। বন্ধুকে বলিলাম—"এই কথাটা আমি লিখে নেব—এটা উপলক্ষ্য করেই এই সাংঘাতিক লোকটির কাছে যাওয়া যাবে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কোন রকমে তোমাকে সাহায্য কর্‌তে পারি কি?"

"হাঁ, পার বৈ কি। আমি প্রফেসারকে একটা চিঠি লিখ্‌তে চাই। তোমার এখানেই বসে লিখ্‌ব, আর ঠিকানাটাও দেব তোমারই।"

"তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, তিনি এখানে এসে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাবেন—আস্‌বাবপত্র সব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবেন!"

"না, না, তা কেন হবে। চিঠিটা তোমাকে দেখাব, ওতে ঝগ্‌ড়ার নাম গন্ধও থাক্‌বে না।"

"তাহলে, ঐ আমার চেয়ার টেবিল রয়েছে, কাগজপত্রও আছে—চিঠি লেখ ব'সে। কিন্তু আমি একবার চিঠিটা বিচার ক'রে দেখে দেব।"

চিঠিখানা লিখিতে একটু সময় লাগিল। শেষ করিয়া, বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলাম:—

"প্রিয় প্রফেসার চ্যালেঞ্জার,

আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানের একজন নগণ্য সেবক। ডারউইন্ এবং ভাইস্‌ম্যান্ প্রসঙ্গে, আপনার কল্পনা-প্রসূত মতগুলি আমি সর্ব্বদাই অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। সম্প্রতি আমি আপনার ভিয়েনার নিপুণ এবং সারগর্ভ বক্তৃতাটিও পাঠ করিয়াছি। এরূপ প্রাঞ্জল এবং অদ্ভুততম উক্তির পর, এ সম্বন্ধে আর বলিবার কিছুই নাই।

তবে, একস্থানে আপনি বলিয়াছেন—'যাঁহারা মনে করেন, যে, ভিন্ন ভিন্ন কণিকাগুলির প্রত্যেকটি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ এবং তাহার গঠন-কৌশল, জন্মে জন্মে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের মত অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত অসহনীয় গর্ব্বোক্তি মাত্র; আমি দৃঢ়তার সহিত এই মতের প্রতিবাদ করিতেছি।'—কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া, আপনার এই উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা বোধ করেন না কি? আপনার অনুমতি পাইলে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে আপনাকে বলিতে চাই। আপনি সম্মত হইলে, আগামী পরশ্ব দিবস (বুধবার) প্রাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রদ্ধাবনত

এড্ওয়ার্ড ডি ম্যালোন্"

"চিঠিটা কেমন হয়েছে, হেন্‌রী?"

"হুঁ, তোমার বিবেকবুদ্ধি যদি এটা বরদাস্ত কর্‌তে পারে—"

"চিরকালই ত বরদাস্ত ক'রে এসেছে।"

"কিন্তু, তুমি কর্‌তে চাও কি বল দেখি?"

"প্রফেসারের কাছে যেতে চাই। একবার তাঁর কাছে যেতে পার্‌লে, প্রসঙ্গ উত্থাপনের হয়ত একটা সুযোগ পেতে পারি। অগত্যা, না হয়, খোলাখুলি ভাবে সব স্বীকার ক'রে ফেল্‌ব। তিনি যদি স্পোর্টস্‌ম্যান্* হন, তাহলে হয়ত খুসীও হতে পারেন।"

* যে ব্যক্তি জয় পরাজয়ে বিচলিত হয় না এবং প্রতিপক্ষের উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে না।

"তা হবেন বৈ কি! তোমাকেই খুসী ক'রে দেবেন এখন। তখন হয়ত ভাব্‌বে, যে, একটা ষ্টিল চেনের জামা প'রে এলে ভাল হতো। যাক্, তাহলে এখন যেতে পার। তাঁর কাছ থেকে বুধবার সকালে কোন উত্তর এলে আমি রেখে দেব—অবশ্যি, যদি কোন উত্তর দেন। লোকটা সাংঘাতিক বদ্‌রাগী এবং অত্যন্ত ঝগ্‌ড়াটে প্রকৃতির—তাঁর সংস্রবে যে আসে, সে-ই তাঁকে ঘৃণা করে। এ রকম লোকের কাছে তোমার না গেলেই ভাল ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার বন্ধুর ভয় কিংবা ভাবনা—কোনটারই কারণ উপস্থিত হইল না। বুধবার সকালে তাঁহার আপিসে গিয়া দেখিলাম—আমার নামে, ওয়েষ্ট কেন্‌সিংটন্ পোষ্টাফিসের ছাপমারা, একখানা চিঠি আসিয়াছে। খামের উপরে আমার নামের লেখাটি দেখিয়া, মনে হইল, যেন, কাঁটা তারের রেলিং আঁকিয়া রাখিয়াছে। চিঠিতে লেখা আছে—

এন্‌মোর পার্ক, ডাব্লিউ

মহাশয়,—

"আপনার পত্র পাইয়াছি; তাহাতে আপনি আমার মতের সমর্থন করিয়াছেন, যদিও আমি মনে করি না, যে, আমার মত আপনার কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির সমর্থনের অপেক্ষা রাখে। ডারউইনের মত প্রসঙ্গে আমার উক্তি সম্বন্ধে, আপনি 'কল্পনা-প্রসূত' মতবাদ কথাটি

সাহস করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কথা এরূপ সংস্রবে ব্যবহার করা অত্যন্ত অপমানজনক। উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, আপনার অপরাধ অজ্ঞতা-মূলক, ইহাতে বিদ্বেষের ভাব নাই। সুতরাং সে অপরাধ উপেক্ষা করিলাম। আমার বক্তৃতা হইতে বাছিয়া আপনি একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হইল, যেন উহার অর্থ বুঝিতে আপনাকে শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু সত্যই যদি উহা সবিস্তারে জানিবার ইচ্ছা থাকে, তবে, যদিচ কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাটা আমার নিকট অত্যন্ত বিরক্তিজনক, তবু, আপনার লিখিত সময়ে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি সম্মত আছি। আমার মতের পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে আপনি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু, আপনি জানিয়া রাখুন—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক একবার আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তন করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া, অনুগ্রহ করিয়া পত্রের খামখানি আমার চাকর 'অষ্টিন্‌কে' দেখাইবেন। হতভাগা সংবাদদাতাগুলার উৎপাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য, অষ্টিন্‌কে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

আপনার বিশ্বস্ত

জর্জ্জ এড্‌ওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার"

বন্ধু হেন্‌রী ইতিপূর্ব্বেই আফিসে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি শুধু এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"কিউটিকুরা না কি—একটা নূতন ওষুধ বেরিয়েছে, সেটা আর্নিকার চেয়েও ভাল।" কোন কোন লোকের হাস্য রসিকতার ধারণাই এরূপ অদ্ভুদ!

আমি প্রফেসারের চিঠি পাইলাম প্রায় সাড়ে দশটার সময়, কিন্তু ট্যাক্‌সিতে গিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়েই তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। বেশ জম্‌কালো বাড়ীটি, সম্মুখেই গাড়ী-বারান্দা। দরজা জানালায় মূল্যবান্ পর্দ্দা ঝুলান দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, প্রফেসারটি সঙ্গতিপন্ন। শুষ্ক, মলিন চেহারার একটি লোক আসিয়া দরজা খুলিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, লোকটি প্রফেসারের সোফার—একে একে অনেকগুলি খানসামা বাবুর্চ্চি পলায়ন করিলে পর, এই লোকটি আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছে। লোকটি আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একবার দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি আস্‌বার কথা ছিল?"

আমি প্রফেসারের চিঠির খামখানা বাহির করিয়া দেখাইলাম।

"ঠিক আছে!" বোধ হইল চাকরটির কথা বলিবার অভ্যাস কম। তাহার পশ্চাতে ভিতরে খানিক দূর গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটি খর্ব্ব-কায় স্ত্রীলোক, পাশের খাবার ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চেহারাটি উজ্জ্বল, স্ফূর্তিযুক্ত, চক্ষুদুটি কাল—ইংরেজ অপেক্ষা ফরাসী মহিলা বলিয়াই বেশী মনে হয়।

তিনি বলিলেন—"একটু সবুর করুন। অষ্টিন্, তুমি একটু দাঁড়াও। আপনি একটু এদিকে আসুন ত। আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কি পূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎ হয়েছে?"

"আজ্ঞে না, আমার সে সৌভাগ্য ঘটেনি।"

"তাহলে, আগে থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার স্বামীটি ভীষণ বেখাপ্পা লোক, তাঁর ব্যবহার বরদাস্ত ক'রে চলা

একেবারে অসম্ভব। আপনাকে প্রথমেই সাবধান ক'রে দিলাম, এখন আপনি অনেকটা বাঁচিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারবেন।"

"পরের জন্য আপনার এতটা বিবেচনা দেখে সুখী হলাম।"

"তাঁর রাগ যখন ক্রমে বেড়ে উঠ্‌বে, তখন আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক কর্‌বেন না। এই তর্ক করতে গিয়েই অনেককে আঘাত পেতে হয়েছে। তারপর একটা কেলেঙ্কারী ত হয়ই, আমাদেরও লজ্জার সীমা থাকে না। আপনি সাউথ্ আমেরিকার ব্যাপার নিয়ে দেখা করতে আসেন নি ত?"

ভদ্র মহিলার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে পারিলাম না।

"সর্ব্বনাশ! ওটাই ত হচ্ছে তাঁর কাছে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়। উনি যা বলেন, তার একটা কথাও আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন না জানি, আর, না করাটা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নয়। কিন্তু তাঁর কাছে ও রকম কিছু বল্‌বেন না, কারণ, অবিশ্বাসের কথা বল্‌লেই তিনি রাগে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়েন। আপনি দেখাবেন, যেন তাঁর কথা বিশ্বাস করেছেন, তাহলে আর কোন গোল হবে না। মনে রাখ্‌বেন —তিনি নিজে এসব কথা সমস্তই বিশ্বাস করেন। কিন্তু, মশায়, তাঁর মত সাধু সৎলোক খুব কমই আছে। যাক্, তাহলে আর অপেক্ষা কর্‌বেন না, তিনি সন্দেহ কর্‌তে পারেন। যদি দেখেন তিনি বেজায় রেগে গিয়েছেন—একেবারে মার্‌তে উদ্যত—তখনি ঘণ্টাটি বাজিয়ে দেবেন, এবং আমি না আসা পর্য্যন্ত তাঁকে কোন রকমে থামিয়ে রাখ্‌বেন। তাঁর সাংঘাতিক রাগের অবস্থাতেও, আমি তাঁকে শান্ত কর্‌তে পারি।"

এইরূপে আমাকে ভরসা দিয়া তিনি আমাকে অষ্টিনের জিম্মা

করিয়া দিলেন। তাহার সঙ্গে পথের শেষ পর্য্যন্ত গেলে পর, সে একটা দরজায় টোকা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে ষাঁড়ের গর্জ্জনের মত গুরু গম্ভীর আওয়াজ—তাহার পরেই প্রফেসারের সঙ্গে একেবারে মুখামুখি হইয়া গিয়া দাঁড়াইলাম।

বড় একটা টেবিলের পিছনে একটা ঘোরা চেয়ারে তিনি বসিয়া আছেন। পুস্তক, ম্যাপ, নক্‌সা প্রভৃতিতে টেবিলের উপরটি ঢাকা। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার আসন ঘুরিয়া আমার দিকে ফিরিল। তাঁহার চেহারাখানি দেখিয়া আমার ত চক্ষু স্থির! আমি প্রস্তুতই ছিলাম, যে, একটা অদ্ভুত কিছু দেখিব, কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখিব, সেটা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তাঁহার শরীরের আয়তন দেখিলেই নিশ্বাস বন্ধ হইবার যোগাড় হয়! প্রকাণ্ড মাথাটি, এত বড় মাথা আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহার টুপিটি মাথায় দিলে, আমার মাথাটা গিলিয়া সেটা আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিত। মুখে এক রাশ কাল মিশ্‌মিশে দাড়ি, কোদালের মত তার ছাঁদ—একেবারে বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কোঁকড়ান গোছা গোছা চুলে কপালটি প্রায় ঢাকা। মোটা ভুরুর নীচে ধূম্র-নীল রংএর দুটি চক্ষু—পরিষ্কার টল্‌টলে এবং অতিশয় দৃপ্ত। বিশাল চওড়া দুটি কাঁধ এবং কাল লোমে ঢাকা বলিষ্ঠ দুইটি হাতও টেবিলের উপর দিয়া দেখিতে পাইলাম। এই নামজাদা প্রফেসারটিকে দেখিয়া আমার মনে প্রথম যেরূপ ছাপ পড়িয়াছিল, তাহারই আভাস দিলাম।

ঔদ্ধত্য-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—“কি, আপনার কি দরকার?”

বুঝিতে পারিলাম, প্রতারণার অভিনয়টা আরও ক্ষণকাল বজায় রাখিতে হইবে, নতুবা এখানেই সাক্ষাতের শেষ।

তাঁহার চিঠির সেই খামটি বাহির করিয়া, অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলাম—"আপনি অনুগ্রহ ক'রে, এসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।"

তিনি আমার চিঠিখানা বাহির করিয়া, সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন। তারপর বলিলেন—"ও, তাহলে আপনিই বুঝি সেই যুবক, যিনি সাধারণ ইংরেজী ভাষাটাও বুঝতে পারেন না? আমার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলিকে আপনি সমর্থন করেছেন—না?"

আমি একটু জোর দিয়া বলিলাম—"নিশ্চয়ই, খুবই সমর্থন করি।"

"বটে! তা বেশ, বেশ। আপনি সমর্থন করাতে আমার অবস্থাটা আরও জোরাল হলো—না? আপনার যা বয়স এবং চেহারা, তাতে আপনার সমর্থনের মূল্য দ্বিগুণ হয়েছে। তবে, ভিয়েনার সেই শূয়রের পালের চেয়ে আপনি ভাল। যাহোক্, তাদের দলবদ্ধ ঘেঁৎঘেতানি একটা ইংরেজ শূয়রের চেঁচানির চাইতে বেশী তিক্ত নয়।" এই বলিয়া তিনি এমনই কট্‌মট্‌ করিয়া আমার দিকে তাকাইলেন, যেন তিনি নিজেই সেই জাতীয় একটি জীব।

আমি বলিলাম—"তাঁরা আপনার সঙ্গে অতি অভদ্র ব্যবহার করেছেন।"

"এটা বেশ জান্‌বেন, যে, আমার লড়াই আমি নিজেই লড়্‌তে পারি, আপনার সহানুভূতির কোন আবশ্যকতা নাই। দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে আমাকে একলাটি রেখে দিন, তবেই আমি সব চেয়ে

সুখী। তাহলে মশায়, এই সাক্ষাৎটা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করে ফেলা যাক—এটা আপনার কাছে যেমন রুচিকর হবে না, আমার কাছে তেমনি অত্যন্ত বিরক্তিজনক হবে। আমার বক্তৃতায় যে মত প্রকাশ করেছি, সে সম্বন্ধে আপনার নাকি কি বক্তব্য আছে ?"

লোকটির ধবন-ধারণ নিতান্ত বর্ব্বরের মত, এড়াইয়া চলা মুস্কিল। কিছু সুবিধা না পাওয়া পর্য্যন্ত, ইহার সঙ্গে চালাকি খেলিতে হইবে। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আমাকে একেবারে যেন ভেদ করিয়া রাখিয়াছেন। গুরুগম্ভীর শব্দে বলিলেন—"বলুন, বলুন—বক্তব্যটা বলেই ফেলুন !"

আমি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"দেখুন, আমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র, শুধু অনুসন্ধিৎসু—তার চেয়ে বেশী কিছু নই। তবু, আমার মনে হয়—ভাইস্‌ম্যানেব উপর আপনি একটু কর্কশ ব্যবহার করেছেন। সেই ঘটনার পর যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে তাঁর দিক্‌টা একটু—এই মনে করুন, একটু জোরাল হয় নাই কি ?"

"কি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ?" শান্ত ভাবেই তিনি এই কথাটি বলিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম—এটি দারুণ ঝড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শান্ত ভাব।

আমি বলিলাম—"ঠিক প্রমাণ বল্‌তে পারা যায়, এমন অবশ্য আমার কিছু জানা নাই। আধুনিক চিন্তার ধারা এবং বৈজ্ঞানিক মত সম্বন্ধেই আমি বলছিলাম।"

যেন খুব ব্যগ্রতার সহিত তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অঙ্গুলের ডগায় হিসাব রাখিতে রাখিতে বলিলেন—"হয় ত-

আপনি জানেন, যে, করোটির (মাথার খুলি) অস্থ সব জায়গায় সমান থাকে ?”

আমি বলিলাম—“তা ত থাকবেই।”

“এটাও হয়ত জানেন, যে, বৈপিত্র সংস্কার (Telegony)* এখনও বিচারাধীন ?”

“সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”

“আর বীজ বস্তু (Germ plasm) যে অপুংজাত (Partheno-genetic) + ডিম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ?”

“হ্যাঁ, তা ত ঠিকই।” এই কথা বলিয়া, নিজের ধৃষ্টতায় নিজেই অবাক হইলাম।

তখন তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন—“তাতে কি প্রমাণ হয় ?”

“হাঁ, তাইত ? এতে কি প্রমাণ হয় ?”

“বল্‌ব কি প্রমাণ হয় ?”

“অনুগ্রহ ক’রে বলুন !”

“এতে প্রমাণ হয়”, বলিয়াই তিনি হঠাৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, “যে তুমি লণ্ডন শহরে সব চেয়ে বড় ভণ্ড—তুমি একটি নীচ, জঘন্য সংবাদদাতা। যেমন তোমার বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, তেমনি তোমার ব্যবহারে ভদ্রতার অভাব !”

তিনি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষুতে উন্মত্ত রাগের

* পিতার ঔরসজাত সন্তানের উপর পূর্ব্ববর্ত্তী বিপিতার (মাতার পূর্ব্ব-পতির) ছাপ পড়ে—এই মত।

+ পুংসম্পর্ক বিনা যাহা জন্মে—যেমন কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই দারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে, তিনি নিতান্ত খর্ব্বকায়, তাঁহার মাথাটি আমার কাঁধের উপরে উঠিবে না—একটি বামনাকৃতি হারকিউলিস্ বিশেষ, কিন্তু বিপুল জীবনীশক্তি যেন তাঁহার মস্তিষ্কে, শরীরের বিশালতা এবং প্রশস্ততার মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে।

"আবোল-তাবোল বকুনি—প্রলাপ!" টেবিলের উপর আঙ্গুলের ভর দিয়া, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, আমার দিকে মুখ বাড়াইয়া, তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। "সত্যি তাই, বাপু, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ আমি শুধু বৈজ্ঞানিক প্রলাপ বকেছি! আমার সঙ্গে চালাকি খেল্‌তে চেয়েছিলে ঐ এক রত্তি মগজটুকু নিয়ে? হতভাগা রিপোর্টার! মনে কর বুঝি, তোমরা সর্ব্বশক্তিমান্—না? তোমাদের নিন্দা প্রশংসাতেই বুঝি মানুষ ভাঙ্গে গড়ে? তোমাদের একটু প্রশংসা পাবার জন্য, তোমাদের কাছে বুঝি মাথা নীচু কর্‌তে হবে? হতভাগা ইতর! তোমাদের চিন্‌তে আর বাকি নাই! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে তোমাদের—একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছ তোমরা! যত সব বায়ু-স্ফীত বেলুনের দল! তোমাদের আমি জব্দ ক'রে ছাড়্‌ব। সত্যি বল্‌ছি, বাপু, জি. ই. সি-কে এখনও হারাতে পারনি। এই একজন লোকই এখনও তোমাদের উপরে আছে। সে তোমাদের হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু, তবু যদি তোমরা তাকে বিরক্ত করতে আস, তবে, ভগবানের দিব্য,—তার ফল ভোগ কর্‌তে হবে। মিষ্টার ম্যালোন্, সব খোয়ালে তুমি! একেবারে হেরে গিয়েছ। বড় বিপদপূর্ণ খেলা খেলেছ, কিন্তু, দেখ্‌ছি, তুমি জিতজে পার্‌লে না।"

পিছনের দিকে ছুটিয়া গিয়া, ঘরের দরজা খুলিয়া বলিলাম—

"দেখুন মশায়, আপনি যত খুসী বকাবকি করুন, কিন্তু সবটারই একটা সীমা আছে—আমাকে আক্রমণ করতে পার্‌বেন না।"

"বটে, তা পার্‌ব না?" তিনি আক্রমণের ভাবেই ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ থামিয়া, কোটের পকেটে হাত রাখিয়া বললেন—"তোমার মত অনেককে বাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তোমাকে নিয়ে চার জন কি পাঁচ জন হবে। জন পিছু তিন পাউণ্ড পনর শিলিং প্রায় খরচ হয়েছে। খরচটা বড্ড বেশী, কিন্তু কর্‌তেই হয়। তাহলে, বাপু, তুমিই বা কেন তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের পদানুসরণ কর্‌বে না? আমি মনে করি, তোমাকে তা কর্‌তেই হবে।" এই বলিয়া তিনি আক্রমণের উদ্দেশ্যে পুনরায় আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আমি হলের দরজার দিকে চম্পট দিতে পারিতাম, কিন্তু সেটা বড় লজ্জাজনক হইত। তাহা ভিন্ন, আমারও তখন মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। লোকটির পুনরায় আক্রমণের অভিপ্রায় দেখিয়া বলিলাম—"সাবধান মশায়! আমার গায়ে হাত দেবেন না, আমি কিছুতেই বরদাস্ত কর্‌ব না।"

"তাই নাকি!" তাঁহার কাল গোঁফ জোড়াটি উপরের দিকে উঠিয়া পড়িল, মুখ বিকৃত হইল। "বটে! তুমি বরদাস্ত কর্‌বে না?"

আমিও গর্জ্জিয়া উঠিলাম—"বোকার মত কাজ কর্‌বেন না, প্রফেসার! কিসের ভরসা করছেন? আমার ওজন দুই মণ পঁচিশ সের, শরীর লোহার মত শক্ত, রাগ্‌বি টিম্‌এ সেন্টার থি-কোয়ার্টার খেলি। আমি তোমার লোক নই, যে,—"

ঠিক এই সময়ে তিনি আমার উপরে আসিয়া পড়িলেন। বড় ভাগ্য যে, ঘরের দরজাটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, নতুবা আমরা দরজা ভেদ করিয়া নির্গত হইতাম! দুইজনে জড়াজড়ি করিয়া চর্‌কি-বাজির মত বারান্দা দিয়া চলিলাম। পথে হঠাৎ একটা চেয়ার আমাদের সঙ্গে জড়াইয়া গেল—সেটা শুদ্ধ আমরা রাস্তার দিকে গড়াইয়া চলিলাম। প্রফেসারের দাড়িতে আমার মুখ ভর্ত্তি, উভয়ে উভয়কে হাত দিয়া জড়াইয়াছি—তাহার উপরে আবার সেই লক্ষ্মীছাড়া চেয়ারও আমাদের চারিদিকে পা ছড়াইয়া আছে। সতর্ক অষ্টিন্ ব্যাপার দেখিয়া, হলের দরজাটি খুলিয়া রাখিয়াছিল। আমরা ডিগ্‌বাজি খাইয়া সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিলাম। সিঁড়ির তলায় গিয়া চেয়ারটি চুরমার হইল, আমরাও পরস্পর আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া, একেবারে নর্দ্দমার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। প্রফেসার তখনই লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই ঘুষি বাগাইয়া হাঁপানী রোগীর মত নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তারপর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"তৃপ্তি হয়েছে ত?"

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াই বলিলাম—"হতভাগা, ইতর, গুণ্ডা!"

তখনই এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, কারণ, প্রফেসার তখনও যুদ্ধের পিপাসায় উন্মত্ত। কিন্তু, সৌভাগ্য বশতঃ, এই জঘন্য অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। ঠিক সেই সময়ে একজন পুলিস্, হাতে নোটবুক লইয়া আসিয়া উপস্থিত।

"এসব কি হচ্ছে? আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত" এই কথা প্রফেসারকে বলিয়া, সে আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি, মশায়?"

আমি বলিলাম—"ইনি আমাকে আক্রমণ করেছিলেন।"

"আপনি এঁকে আক্রমণ করেছিলেন কি?" প্রফেসার পুলিসের কথার উত্তর দিলেন না, শুধু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তখন পুলিস একটু গরম হইয়া বলিল—"এরূপ ঘটনা এই প্রথম হয়নি, কিছুদিন আগেই ত আপনি এ রকম অপরাধ ক'রে মুস্কিলে পড়েছিলেন। দেখুন দেখি, বেচারির চোখটায় একেবারে কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছেন! এঁকে কি আপনি পুলিসে দিতে চান, মশায়?"

আমার রাগ দূর হইল, বলিলাম—"না, আমি পুলিসে দেব না।"

পাহারাওয়ালা বলিল—"পুলিসে দেবেন না কি রকম?"

"না, আমারই দোষ। আমিই গায়ে পড়ে তাঁকে বিরক্ত করতে গিয়েছিলাম—তিনি আমাকে সাবধানও করেছিলেন।"

পুলিস্‌ম্যান্ বিরক্ত হইয়া নোটবুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। প্রফেসার তখন আমার দিকে তাকাইলেন, সে দৃষ্টি যেন প্রসন্ন বলিয়া মনে হইল।

তখন তিনি বলিলেন—"ভিতরে এস। তোমার সঙ্গে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।"

তাঁহার কথাগুলি তেমন সুবিধার বোধ হইল না, কিন্তু, তবু আমি তাঁহার সঙ্গে ভিতরে গেলাম। তাঁহার চাকর অষ্টিন্, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল, আমরা ভিতরে ঢুকিবামাত্র, সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরজা বন্ধ হইবামাত্র, মিসেস্ চ্যালেঞ্জার, ডাইনিংরুম হইতে তীরের মত বেগে বাহির হইয়া আসিলেন। ছোট্ট মানুষটি, রাগিয়া আগুন হইয়াছেন—স্বামীর পথ আগুলিয়া, ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দাঁড়াইলেন। বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমার বহির্গমন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু, আবার যে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেটা দেখিতে পান নাই।

তিনি চীৎকার করিয়া স্বামীকে বলিলেন—"জর্জ্জ, তুমি একটি আস্ত নরপশু! বেচারি ছেলেটিকে গুরুতর আঘাত করেছ।"

চ্যালেঞ্জার পিছনের দিকে বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ ত সে আমার পিছনে—কিচ্ছু হয়নি ওর।"

মহিলাটি থতমত খাইয়া বলিলেন—"আমি বড় দুঃখিত হয়েছি, আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি।"

"আজ্ঞে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার কিচ্ছু হয়নি।"

"আপনার মুখখানাকে দাগী ক'রে ফেলেছে দেখ্‌ছি। ওঃ, জর্জ্জ, কি যে জানোয়ারের মত কাজ করো! সপ্তাহ পার হতে না হতেই, একটা কিছু কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে বস্‌বে। সবাই তোমাকে ঘৃণা করে, তোমাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে—আর আমার সহ্য হয় না, ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি।"

গুরুগম্ভীর স্বরে প্রফেসার বলিলেন—"ঘরের কুৎসা বাইরে কেন গো?"

"এটা আর গোপন কথা কি। তুমি কি মনে কর, আশে পাশে

সর্ব্বত্র—এমন কি লণ্ডন সহরময়—চলে যাও অষ্টিন, এখানে তোমার কিছু দরকার নাই—তোমার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে না? তোমার মান সম্ভ্রম কোথায় রইল, তা হলে? তোমার মত লোক—প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটির নামজাদা প্রফেসার হওয়া উচিত তোমার—হাজার হাজার ছাত্র তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে। কিন্তু তোমার মান সম্ভ্রম একেবারে হারিয়েছে।"

"তোমার মান সম্ভ্রমই বা কোথায় রাখ্‌লে?"

"কি করব, তোমার জ্বালায় অস্থির হয়েছি। গুণ্ডা—একেবারে ঝগ্‌ড়াটে গুণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

"দোহাই তোমার, জেসি! শান্ত হও।"

"বদ্‌রাগী গুণ্ডা তুমি! কেবল দাঙ্গা আর হল্লা করতেই জান!"

"তবে আর পারা গেল না—এবারে প্রায়শ্চিত্তের আসন!"

এই কথা বলার পর, কি সর্ব্বনাশ! প্রফেসার নীচু হইয়া স্ত্রীকে তুলিয়া লইলেন, এবং হলের এক কোণে যে কাল মার্বেল পাথরের একটা স্তম্ভ ছিল, তাহার উপর বসাইয়া দিলেন। প্রায় ৭ ফুট উঁচু স্তম্ভটি এবং এতই সরু, যে, ইহার উপর স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর। ভদ্রমহিলার রাগে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, পা দুটি ঝুলান, সমস্ত শরীর আড়ষ্ট—পাছে উল্টাইয়া পড়িয়া যান। এরূপ দৃশ্য কল্পনার অতীত!

তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"শীগ্‌গির আমাকে নামিয়ে দাও।"

"তা হলে, বল—প্লিজ্ (অনুগ্রহ ক'রে)!"

"তুমি একটি জানোয়ার বিশেষ, জর্জ্জ! এই মুহূর্ত্তে আমাকে নামাও।"

"আমার পাঠাগারে চল, মিষ্টার ম্যালোন্।"

"কি বিপদ! আচ্ছা—প্লিজ্, প্লিজ্!"

তখনই স্ত্রীকে নামাইয়া দিলেন, যেন তিনি তূলার মত হাল্কা। নামাইয়া দিয়া বলিলেন—"ওগো, বুঝে শুনে কাজ কর্তে হয়। মিষ্টার ম্যালোন্ সংবাদপত্রের লোক। তিনি এই সমস্ত ব্যাপার কালই তাঁর কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। 'বড় ঘরের কাণ্ড', 'অদ্ভুত গৃহস্থালীর আভাস'—কত কিছু হেডিং দিয়ে। পরের কুৎসা গেয়ে বেড়ানই মিষ্টার ম্যালোনের কাজ, এঁরা নোংরা পূতিগন্ধময় খাদ্যই বেশী পছন্দ করেন। তাই নয় কি, ম্যালোন্—ঠিক বলিনি?"

আমি খুব গরম হইয়াই বলিলাম—"সত্যি, আপনার ব্যবহার একেবারে অসহ্য রকমের।"

তিনি ত হাসিয়াই ঘর ফাটাইয়া দিলেন।

তারপর বিশাল বুকটি ফুলাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন—"এইত, এক্ষণি আবার ভাব টাব হয়ে যাবে।" ইহার পর হঠাৎ গলার স্বর বদ্লাইয়া বলিলেন—"এসব পারিবারিক হাল্কা পরিহাস দেখে, কিছু মনে কোরোনা, মিষ্টার ম্যালোন্—এর জন্য তোমাকে ডেকে আনিনি—তোমার সঙ্গে গুরুতর প্রয়োজন আছে। ওগো! তুমি তাহলে এখন যাও, আর দুঃখ করোনা।" তারপর স্ত্রীর কাঁধে বিশাল হাত দুইখানি রাখিয়া বলিলেন—"তুমি যা যা বলেছ, সবই ঠিক কথা। তোমায় উপদেশ মেনে চল্লে, আমি আরো ভাল হতে পারি, কিন্তু ঠিক জর্জ্জ এড্ওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার হতে পার্ব না।

আমার চেয়ে ভাল লোক ঢের আছে, কিন্তু জেনো জি. ই. সি. কেবল একজন মাত্র আছে। অতএব, তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।” এই বলিয়াই, হঠাৎ স্ত্রীকে সশব্দে চুম্বন করিলেন—আমি ত একেবারে মহা অপ্রস্তুত। তখন আমাকে বলিলেন—“তাহলে, মিষ্টার ম্যালোন্ এখন অনুগ্রহ ক'রে এদিকে এস।”

দশ মিনিট পূর্ব্বে, দারুণ কোলাহল করিয়া যে ঘর ছাড়িয়া আসিয়া ছিলাম, সেই ঘরেই আবার গেলাম। প্রফেসার যত্নের সহিত ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া, আমাকে একটা চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং আমার দিকে চুরুটের বাক্সটি ঠেলিয়া দিলেন। “খাঁটি স্যান্ জুয়ান্ কলরেডো—অতি উৎকৃষ্ট চুরুট। খাও, তোমার মত যারা সহজে উত্তেজিত হয়, তাদের পক্ষে খুব উপকারী। কর কি, কামড়ো না, কাট—চুরুটের মুখটা যত্ন ক'রে কেটে নাও। বেশ, তাহলে এখন আরাম ক'রে ব'সে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে যাও। যদি কিছু বক্তব্য মনে জাগে, পরে সুবিধামত বল্‌বে।

“সর্ব্বপ্রথমে বলি—তোমার বহিষ্করণটা ন্যায্যই হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে যে আবার বাড়ীতে ডেকে এনেছি, তার কারণ,—সেই গায়েপড়া পাহারাওয়ালাকে যে জবাব দিয়েছিলে, সেটি। তাতেই তোমার সাধুতার একটু আভাস পেয়েছি। অবশ্য, এই দুর্ঘটনায় তোমারই দোষ, তবু, তুমি যেটুকু উদারতা দেখিয়েছ, তাতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর লোক আমার দৃষ্টিতে বড়ই নীচ। কিন্তু তোমার ঐ কথাটা, হঠাৎ তোমাকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে—সে জন্যই তোমাকে আবার ডেকে এনেছি। তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচয়

হওয়া দরকার। তোমার বাঁ হাতের পাশে বাঁশের টেবিলটার উপরে যে ছোট্ট জাপানী ট্রে খানা আছে, অনুগ্রহ ক'রে তাতেই চুরুটের ছাই ফেল্‌বে।"

এই কথাগুলি তিনি এরূপভাবে বলিয়া গেলেন, যেন একজন প্রফেসার ক্লাসে ছাত্রদের নিকট কিছু বলিতেছেন। মাথাটি পিছনের দিকে হেলান, দৃষ্টি চক্ষের পাতায় অর্দ্ধেক ঢাকা। হঠাৎ পাশ ফিরিয়ে তিনি ডেস্কের উপরের স্তূপাকার কাগজপত্র ঘাঁটিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই একটি ছেঁড়া নোট্‌বুক হাতে লইয়া আমার দিকে ফিরিলেন।

"সাউথ আমেরিকা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব, অনুগ্রহ ক'রে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বে না। সর্ব্বপ্রথম—তোমাকে যা বল্‌ব, সে সব কথা আমার অনুমতি ভিন্ন সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বে না। অবশ্য, সেরূপ অনুমতি দেবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বুঝ্‌তে পেরেছ ত ?"

আমি বলিলাম—"এটা বড় কড়া সর্ত্ত কর্‌ছেন। বিশেষ বিবেচনা ক'রে যদি একটা—"

তিনি নোট্‌ বুক খানা টেবিলের উপর রাখিয়া, বলিলেন—"তাহ'লে, এখানেই শেষ—নমস্কার।"

আমি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"না, না! আপনি যে সর্ত্ত কর্‌বেন তাতেই আমি রাজি আছি। এ সম্বন্ধে দেখ্‌ছি, আমার ইচ্ছামত কিছুই হবে না।"

"এক বিন্দুও না।"

"তাহ'লে, আমার কথা দিলাম।"

"সত্যি সত্যি কথা দিলে ?"

"হাঁ, সত্যি কথা দিলাম।"

তিনি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন।

"কিন্তু তোমার কথার উপর ভরসা কি ?"

আমি রাগিয়া বলিলাম—"সত্যি মশায়, আপনি সাধারণ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন কর্‌ছেন, আমি জীবনে কখন এমন অপমানিত হই নি।"

একথায় তিনি বিরক্ত হইলেন না, আরও যেন তাঁহার কৌতূহল হইল।

তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মাথাটি গোল, কটা চক্ষু, চুল কাল—তুমি কি তাহলে প্রাচীন ব্রিটন, না ওয়েল্‌সের লোক (celtic) ?"

"না মশায়, আমি আইরিস্।"

"ও, আইরিস্ ? তবে ত সব পরিষ্কারই হয়ে গেল। তাহলে, দেখ্‌তে পাচ্ছি—তুমি কথা দিয়েছ, তোমার উপর আমার বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ কর্‌বে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার এখন বল্‌তে পার্‌ব না—তবু, তোমাকে যা আভাস দেব, তাতেই তোমার কৌতূহল হবে। তুমি বোধ করি শুনেছ, আমি দু বছর আগে সাউথ আমেরিকা গিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—ওয়ালেস্ এবং বেট্‌স্-এর কতগুলি সিদ্ধান্তের সত্য প্রমাণ করা। সুতরাং, ঘটনাস্থলে গিয়ে ঠিক তাঁদের মত ক'রে দেখা ভিন্ন প্রমাণের অন্য উপায় ছিল না। আমার এই অভিযান যদি সফল নাও হতো, তবু একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হয়, এবং তাতেই অনুসন্ধানের একটা নূতন পথ খুলে যায়।

"তুমি বোধ করি জান—কিংবা এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুগে তুমি হয়ত কোন সংবাদই রাখনা, যে, আমাজন নদীর কোন কোন স্থানের আশ-পাশের দেশগুলির খবর আংশিক ভাবে জানা আছে এবং সেখানকার অনেকগুলি উপনদীর সম্বন্ধে ম্যাপে কোন উল্লেখ নাই, অথচ সব গুলিই আদি নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই অজ্ঞাত, ক্ষুদ্র দেশটিতে গিয়ে সেখানকার জীবজন্তুর তথ্য সংগ্রহ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল—সেই তথ্য দ্বারা, প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যে একখানা বিরাট বই লিখ্‌ছি—যে বই আমার জীবন সার্থক কর্‌বে—সেই বইএর অনেকগুলি পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে। কাজ শেষ ক'রে ফির্‌বার পথে একটা শাখানদীর ধারে—সেটার নামধাম সব গোপন রাখ্‌লাম—সে নদীর ধারে, রেড্‌-ইণ্ডিয়ানদের একটা ছোট্ট গ্রামে আমাকে এক রাত কাটাতে হয়েছিল। গ্রামবাসীরা ছিল 'কুকামা ইণ্ডিয়ান্‌'—বেশ শান্ত শিষ্ট কিন্তু অবনত জাতি। তাদের মানসিক শক্তি সাধারণ লণ্ডন-বাসীদের চাইতে বেশী হবে না। নদী-পথে ভিতরে যাবার সময়, ওষুধ পত্র দিয়ে কয়েক জনের ব্যারাম ভাল করেছিলাম, এবং তাতে আমার প্রতি তারা খুব আকৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং, ফিরে এসে যখন দেখ্‌লাম, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তারা এসে জড় হয়েছে, তখন একটুও বিস্মিত হইনি। তাদের আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌তে পারলাম, যে, একজন রোগীর জন্য আমার ডাক্তারির দরকার। আমি তাদের দলপতির সঙ্গে একটা কুটীরে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম, রোগী ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগীটি দেখ্‌লাম ইণ্ডিয়ান্‌ নয়, একজন সাহেব। তার পরনে ছেঁড়া, ময়লা পোষাক, চেহারা অস্থিচর্ম্ম-সার, আর অনেক দিন ধ'রে যেন দারুণ

কষ্ট ভোগ করেছে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে যতটা জানতে পারা গেল, তাতে বুঝ্তে পারলাম, লোকটি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বনের ভিতর দিয়ে তাদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল—অবসন্ন দেহে এবং প্রায় শেষ অবস্থায়।

"তার ব্যাগ্‌টি খাটিয়ার পাশেই পড়েছিল, আমি খুঁজে দেখ্‌লাম তার মধ্যে কি আছে। ব্যাগের ভিতরে একটা কার্ডে তার নাম লেখা ছিল—'ম্যাপল্‌ হোয়াইট্‌, লেক্‌ আভিনিউ, ডিট্রয়ট্‌, মিচিঘান।' এই নামের কাছে আমি আজীবন মাথা নীচু করতে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য হবে না, যে, এই ব্যাপারের বাহাদুরীর অংশ-ভাগীদের মধ্যে এই বক্তির নাম এবং আমার নাম পাশাপাশি থাক্‌বে।

"ব্যাগের জিনিষপত্র দেখে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা গেল, লোকটি চিত্রকর এবং কবি—সাধনার সন্ধানে বেরিয়েছিল। টুক্‌রো টুক্‌রো কতগুলি কবিতাও লেখা ছিল। এ বিষয়ের বিচারক আমি নই, তবু বুঝ্‌তে পারলাম, যা-তা লিখে রেখেছে। নদীর দৃশ্যের কতগুলি ছবিও ছিল, একটা রঙের বাক্স, কতগুলো নানা রংএর চক্‌, কতগুলি তুলি, ঐ আমার দোয়াতের উপরে যে বাঁকা হাড়খানা দেখ্‌তে পাচ্ছ—সেটাও ছিল, বেক্‌ষ্টারের লিখিত একখানা মথস্‌ এণ্ড বাটারফ্লাইজ্‌, সস্তাদামের একটা পিস্তল, আর কতগুলি কার্ত্তুজ। নিজের ব্যবহারের জিনিষপত্র হয় কিছু ছিলই না, না হয় দেশ ভ্রমণের সময় হারিয়ে গিয়েছিল। এই হলো সেই অদ্ভুত আমেরিকান্‌ চিত্রকরের জিনিষের পূর্ণ লিষ্ট।

"আমি তার কাছ থেকে চলে আস্‌ছিলাম, এমন সময় দেখ্‌তে পেলাম—তার ছেঁড়া কোটের সাম্‌নের দিক্‌ থেকে একটা কি

বেরিয়ে আছে। সেটা তার এই 'স্কেচ্-বুক্'টা। এটা এখন যেমন দেখ্ছ তখনও ঠিক এরকমই জীর্ণাবস্থায় ছিল। এই স্মৃতিচিহ্নটুকু আমার হাতে আসবার পর থেকে, এটাকে আমি যতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখ্ছি, নিশ্চয় বল্‌ছি—সেকস্‌পিয়ারের প্রথম পুস্তকখানিকেও তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার চোখে দেখ্তাম না। এখন এটা তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি প্রত্যেকটি পাতা উল্টে এতে যা আছে পরীক্ষা করে দেখ।"

প্রফেসার চুরুট ধরাইয়া হেলান দিয়া বসিলেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপরে রহিল—স্কেচ্-বুক দেখিয়া আমার মনে কিরূপ ধারণা জন্মে, সেটা দেখিবার জন্য।

অদ্ভুত একটা কিছু দেখিতে পাইবার আশা লইয়া বইখানি খুলিলাম। প্রথম পাতাটি উল্টাইয়া নিরাশ হইতে হইল, তাহাতে খুব মোটা একটি লোকের ছবি আঁকা ছিল, ছবির নীচে লেখা —'ডাক-জাহাজে জিম্মি কল্‌ভার'। ইহার পর কতগুলি পাতায় রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের ছবি। তারপর, হাসিখুসী, হৃষ্টপুষ্ট এক পাদ্রির ছবি, একটি অস্থি-চর্ম্ম সার সাহেবের ছবি, নীচে লেখা—"রোজারিওতে ক্রিষ্টোফারের সহিত জলযোগ"। পর পর অনেকগুলি পাতায় দেখিলাম স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকার ছবি। ইহার পর কতগুলি জন্তুর ছবি, নীচে লেখা—'বালির পারে ম্যানটি', 'কচ্ছপ ও তাহার ডিম', 'মিরিটি গাছের নীচে কাল আগুটি'—এটা একটা শূকরের মত জন্তু। তাহার পর দেখিলাম দুইটি পাতা জুড়িয়া, লম্বা ঠোঁট-ওয়ালা দারুণ চেহারার কতগুলি জলচর জন্তুর ছবি। প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এগুলো নিশ্চয় সাধারণ মেছো কুমীর ?"

"মেছো কুমীর !! সাউথ্ আমেরিকায় খাঁটি মেছো-কুমীর নাই বল্‌লেই চলে। কুমীরের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে—".

"কিন্তু কৈ ? অদ্ভুত কিছু ত দেখ্‌তে পেলাম না ? এতে আপনার উক্তির প্রমাণ ত পাওয়া গেল না ?"

তিনি চিন্তাপূর্ণ মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন—"দেখ, পরের পাতা উল্টাও।"

পরের পাতাটিতে দেখিলাম, পাতাটি জুড়িয়া রং দিয়া আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঠিক ছবি বলা যায় না—আদ্‌রা (Sketch), ইহার সাহায্যে পরে ভাল করিয়া আঁকা হইবে। হাল্‌কা সবুজ বর্ণের গাছপালা ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া, ঘোর লাল রং এর উঁচু, খাড়া পাহাড়ের লাইনের সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। পাহাড়গুলির গায়ে খাঁজ-কাটা; যেমন আগ্নেয় প্রস্তরে থাকে। পাহাড় প্রাচীরের মত হইয়া আড়াআড়ি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। একস্থানে পিরামিডের মত একটি স্বতন্ত্র পাহাড়, তাহার চূড়ায় প্রকাণ্ড একটা গাছ। একটা গভীর ফাটল এই পাহাড়টিকে মূল পাহাড় হইতে পৃথক্ করিয়াছে। এই সমস্তের পশ্চাতে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অনন্ত নীল আকাশ। পিরামিডাকৃতি পাহাড়টির উপরেও একেবারে কিনারা পর্য্যন্ত সবুজ গাছপালা রহিয়াছে। পরের পৃষ্ঠায় দেখিলাম, এই দৃশ্যটিই আরও নিকট হইতে আঁকা—যাহাতে সূক্ষ্মভাবে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রফেসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখ্‌লে ?"

আমি বলিলাম—"দৃশ্যটি কৌতূহল-প্রদ, কিন্তু ভূবিদ্যা সম্বন্ধে আমার তেমন জ্ঞান নাই, যে, এটাকে অত্যদ্ভুত কিছু বল্‌তে পারি।"

তিনি বলিলেন—"বাস্তবিকই ভারি অদ্ভুত ! এটার তুলনা নাই,

এটা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। এরূপ একটা কিছু যে সম্ভব হতে পারে, তা স্বপ্নেও কেউ ভাব্‌তে পারে না। এখন পরের ছবিটা দেখ।"

আমি পাতা উল্টাইবামাত্র, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পাতাটি ভরা একটা অসাধারণ জানোয়ারের ছবি—এরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এটা যেন গুলিখোরের উৎকট স্বপ্ন—বিকৃত মস্তিষ্কের কাল্পনিক দৃশ্য! জন্তুর মাথাটি মোরগের মাথার আকৃতি, শরীরটা অতিকায় টিক্‌টিকির মত, পিছনে লেজটির উপরে খাড়া খাড়া, ডগা-বাঁকান গোঁজ এবং বাঁকা পিঠটির উপরে করাতের দাঁতের মত ঝালর দেওয়া—যেন এক ডজন মোরগের ঝুঁটি পর পর বসাইয়া দিয়াছে। জন্তুটার সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের ছবি আঁকা—মানুষটি জন্তুটার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

জয়োল্লাসে হাত দুইখানি ঘষিতে ঘষিতে, প্রফেসার উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"এবারে?—এটা দেখে কি মনে হয়?"

"ভীষণ সৃষ্টিছাড়া লুপ্ত জন্তু।"

"এরূপ জানোয়ার চিত্রকর কি ক'রে আঁক্‌লে?"

"আমার ত মনে হয়—গুলিখুরী কল্পনা!"

"বটে, এটাই কি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কৈফিয়ৎ?"

"তাহলে সার্, আপনার মত কি?"

"সুস্পষ্ট যা, তাই আমার মত—জন্তুটি এখনও জীবিত। জীবন্ত জন্তুটি দেখেই চিত্রকর এঁকেছে।"

আমি ত হাসিয়াই ফেলিতাম, কিন্তু, হঠাৎ সেই প্রথম আলাপের ধস্তাধস্তির ব্যাপারটা যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—"তা ত বটেই।" ঠিক যেন একটি জড়-বুদ্ধি

লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, এই কথা বলিলাম। ইহার পরই বলিলাম—"কিন্তু, এই ছোট্ট মানুষের ছবিটা দেখে, আমার মাথায় গোল লেগেছে। এটা যদি ইণ্ডিয়ানের ছবি হ'তো, তবে, ধ'রে নিতাম —আমেরিকার বামন জাতীয় কোন মানুষের ছবি। কিন্তু এটা মনে হচ্ছে সাহেবের ছবি—মাথায় সান্-হ্যাট্।"

প্রফেসার ক্রুদ্ধ মহিষের মত নাসিকাধ্বনি করিলেন—"সত্যি, বাপু, তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না। মানুষ যে এমন স্থূল-বুদ্ধি হতে পারে তা অসম্ভব ব'লে মনে করতাম, এখন তুমি তা সম্ভব ক'রে দিলে।"

এরূপ বেখাপ্পা লোকের উপর রাগিয়া আর লাভ কি? শুধু বৃথা শক্তি ক্ষয়। তাহা হইলে সমস্ত ক্ষণই রাগিয়া থাকিতে হইবে। আমি শুধু বিরক্তির হাসি হাসিয়া বলিলাম—"লোকটিকে নিতান্ত ছোট ব'লে মনে হয়েছিল।"

সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, লোমশ অঙ্গুলি দিয়া ছবিতে মৃদু আঘাত করিয়া প্রফেসার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"শোন! জন্তুটার পিছনে ঐ গাছটা দেখ্তে পাচ্ছ ত? তুমি বোধ করি ভেবেছিলে, ওটা ড্যান্ডিলিয়ন্ ফুলের গাছ টাছ হবে—না? কিন্তু ওটা হচ্ছে 'আইভরি পাম,' প্রায় ৫০।৬০ ফুট উঁচু হয়। বুঝ্তে পারছ না— লোকটিকে একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এঁকেছে? ঐ ভীষণ জন্তুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আর বাঁচ্তে হ'তো না—উচ্চতার একটা আভাস দেবার জন্য, চিত্রকর তার নিজের ছবিই ওখানে বসিয়ে দিয়েছে। ধ'রে নেওয়া যাক্, যে, চিত্রকর পাঁচ ফুটের বেশী উঁচু ছিল —গাছটা তার চাইতে দশ গুণ উঁচু।"

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"বলেন কি? তাহলে আপনি মনে ক'রেন, যে, জন্তুটা ছিল—বাপ্‌রে বাপ্! চেয়ারিং ক্রস্ ষ্টেসনেও ত বোধ হয় তার থাক্‌বার জায়গা কুলাতো না!!"

প্রফেসার সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ, বেশ বড় গোছেরই ছিল, এটা ঠিক, আর এটা একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না।"

স্কেচ্ বুকে আর কোন ছবি ছিল না। তখন আমি বলিলাম—"কিন্তু, মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা একটা ছবি দেখে উড়িয়ে দেওয়া চলে না—হয়ত বা সেই আমেরিকান্ চিত্রকর নেশা ক'রে কিংবা জ্বরবিকারের ঝোঁকে, অথবা খেয়াল-প্রসূত কল্পনার তৃপ্তির জন্য ঐ ছবি এঁকেছিল। আপনি নিজে এত বড় বৈজ্ঞানিক, আপনি কখনও এরূপ ব্যাপার মান্‌তে পারেন না।"

ইহার উত্তরে প্রফেসার্ শেল্‌ফ্ হইতে একখানা পুস্তক টানিয়া বাহির করিলেন।

"আমার গুণবান্ বন্ধু 'রে ল্যাঙ্কেষ্টার' এই সুন্দর প্রবন্ধটি লিখেছেন। এতে একটা ছবি আছে, যাতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌বে। এই যে পেয়েছি। ছবিটার তলায় বর্ণনা আছে—সেকালের অতিকায় জন্তু 'ষ্টিগোসরাস্'। এর পিছনের পা খানাই পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমান উঁচু। এখন, এসম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি?"

তিনি খোলা পুস্তকখানা আমার হাতে দিলেন। ছবিটার দিকে চাহিয়াই আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। অজ্ঞাত-জগতের এই পুনর্গঠিত জন্তুটির সঙ্গে, সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল চিত্রকরের আঁকা ছবিটির অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। তখন আমি বলিলাম—"এটা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্যের বিষয়।"

"কিন্তু, তবু তুমি মান্‌তে চাও না, যে, এটাই শেষ প্রমাণ ?"

"এটা ত ঘটনার ঐক্য বলেও ধরা যেতে পারে ? কিংবা সেই আমেরিকান্‌ চিত্রকর হয়ত, ঠিক এই রকম একটা ছবি দেখে, মনে করে রেখেছিল। বিকারের অবস্থায় মানুষের মনে সেটা জেগে উঠা বিচিত্র নয়।"

প্রফেসার যেন আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন—"আচ্ছা, বেশ। তাহলে, এটা না হয় এখানেই চাপা থাক্‌। তাহলে, এই হাড়খানা একবার ভাল ক'রে দেখ।" এই বলিয়া, মৃত চিত্রকরের জিনিসের মধ্যে যে হাড়খানা পাওয়া গিয়াছিল, বলিয়াছিলেন—তাহা আমার হাতে দিলেন। হাড় খানা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং প্রায় আমার বুড়া আঙ্গুলের মত মোটা। তাহার একটা মাথায় একটু উপাস্থিরও (cartilage) চিহ্ন ছিল।

প্রফেসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা তোমার জানা কোন্‌ জন্তুর হাড় ব'লে মনে হয় ?"

আমি বলিলাম—"এটা ত মানুষেরই মোটা কণ্ঠাস্থি (collar bone) ব'লে মনে হয়।"

বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন—"মানুষের কণ্ঠাস্থি বাঁকা। এটা হচ্ছে সোজা। এটার গায়ে খাঁজ কাটা রয়েছে, তাতে মনে হয়—ওখানে একটা শিরা (tendon) খেল্‌ত। কণ্ঠাস্থি হলে, ও খাঁজটা থাকৃত না।"

"তাহলে, আমি স্বীকার করছি, যে, এটা কি তা জানিনা।"

"তাতে তোমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নাই। কারণ, আমার মনে হয় না, যে সাউথ্‌ কেন্‌সিংটনের কোন পণ্ডিত এটার নাম বল্‌তে

পার্‌বেন।” তিনি আর একখানা ছোট হাড় বাহির করিয়া বলিলেন—“আমার মতে মানুষের ছোট্ট হাড়খানা, তোমার হাতের ঐ হাড়টির অনুরূপ। তাতেই তুমি কতকটা ধারণা কর্‌তে পার্‌বে, ঐ জন্তুটা কত বড় ছিল। ঐ উপাস্থিটুকু দেখে এটাও বুঝ্‌তে পার্‌বে, যে, তোমার হাতের হাড়খানা সে কালের শিলীভূত (fossilized) হাড়ের নমুনা নয়—একালের নূতন হাড়। এখন তোমার বক্তব্য কি আছে।”

“আমার মনে হয়, হাতীর মধ্যে—”

“থাক্ থাক্—ও কথা বলোনা—সাউথ আমেরিকার ব্যাপারে হাতীর কথা বলো না। আজ কালকার স্কুলের কোন ছাত্রও——”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—“সাউথ আমেরিকার কোন বড় জন্তু —যেমন টেপির।”

“আমার কাজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যথেষ্ট আছে, সেটা জেনে রেখো, বাপু! টেপির কিংবা জীবতত্ত্বের জ্ঞাত অন্য কোন জন্তুর হাড় ব’লে এটাকে ধারণা করা যায় না। এটা হচ্ছে, কোন অতিকায়, অতিবল, ভীষণ জন্তুর হাড়—যার বংশ এখনও জীবিত কিন্তু সন্ধান অজ্ঞাত—যার আকার কেবল অন্য জীবের সঙ্গে তুলনা দ্বারাই অনুমান করা যায়। এখনও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?”

“অন্ততঃ এ কথা বল্‌তে পারি, যে, আমার মনে খুবই কৌতূহল হয়েছে।”

“তাহলে তোমার সম্বন্ধে এখনও আশা আছে। আমি অনুভব কর্‌ছি, তোমার মধ্যে কোথাও বুদ্ধি বিবেচনা লুকিয়ে আছে—একটু হাতড়ে খুঁজে বা’র কর্‌তে হবে। এখন তাহলে, মৃত আমেরিকানের

কথা রেখে, আমার কাহিনী বলছি। এই বিষয়টা ভাল ক'রে তলিয়ে না দেখে, আমি কিছুতেই চ'লে আসতে পারতাম না—এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পার। ঐ পর্য্যটক চিত্রকর যে দিক্ থেকে এসেছিল, তার চিহ্ন পাওয়া গেল। এ বিষয় ইণ্ডিয়ানদের কিংবদন্তিই শুধু আমার পক্ষে যথেষ্ট পথপ্রদর্শক হ'তো, কারণ, আমি জানতে পেরেছিলাম—নদীর উপকূল-বাসী সমস্ত জাতির মধ্যেই একটা অজানা এবং অদ্ভুত দেশের সম্বন্ধে গুজব আছে। নিশ্চয়ই তুমি 'কুরুপুরি' সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?"

"কখনও শুনিনি।"

"কুরুপুরি হচ্ছে বনের ভূত। অতি সাংঘাতিক এবং অনিষ্টকারী অপদেবতা—একে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর স্বভাব সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, কিন্তু, এর নাম শুনলেই আমাজন নদীর তীরবাসী সকলে দারুণ ভয় পায়। এখন, এই কুরুপুরি কোন্ দিকে বাস করে, সে সম্বন্ধে সকল জাতিরই এক মত—সেই দিক্ থেকেই আমেরিকান্ চিত্রকর এসেছিল। ঐ পথে ভীষণ মারাত্মক একটা কিছু আছে—সেটার সন্ধান করাই হলো তখন আমার কাজ।"

"আপনি তখন কি করলেন?" ততক্ষণে আমার মনের চপলতা সব দূর হইয়াছে। এই বিশাল মানুষটি আমার মনোযোগ, শ্রদ্ধাভক্তি সমস্তই আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

"আমি সেই লোকদের ভয়, অনিচ্ছা সব দূর করে ফেললাম—সহজ অনিচ্ছা নয়, ও বিষয় নিয়ে আলাপ করতেও তাদের দারুণ অনিচ্ছা। কত রকমে বুঝিয়ে, বক্‌সিস্ কবুল ক'রে, কতকটা আবার জবরদস্তি ক'রে নিয়ে যাব ব'লে ভয় দেখিয়ে—তবে দুজন লোক

পেলাম, তারা পথ দেখিয়ে দিতে রাজি হলো। পথে নানা রকম ঘটনাদির পর—সে সব বল্‌বার কিছু দরকার নাই—এবং কতদূর পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল কিংবা কোন্ দিকে গিয়েছিলাম, সে সব কথাও এখন স্থগিত রইল—অবশেষে আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম, যার কথা কোন দিন শোনা যায়নি, যেখানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই হতভাগ্য চিত্রকরটি ভিন্ন, অন্য কেউ কোন দিন পদার্পণও করে নাই। তুমি এটা একবার দেখ্‌বে?"

একখানা ক্যাবিনেট্ সাইজের ফটোগ্রাফ্ তিনি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"ছবিটা তেমন সন্তোষজনক হয় নি, কারণ, নদী দিয়ে ফিরে আস্‌বার সময়, নৌকাটা উল্টে গিয়ে ছবির প্লেটের বাক্সটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যে কটা প্লেট বাঁচাতে পেরেছিলাম, তারই একটা থেকে এই ছবিটি ছাপান হয়েছে। ফটোখানা খারাপ হওয়ার কৈফিয়ৎ দিলাম, আশা করি তুমি বিশ্বাস কর্‌বে। এটা জাল ফটো ব'লে কথা উঠেছিল—এ বিষয় নিয়ে আমি তর্ক কর্‌তে ইচ্ছুক নই।"

ফটোগ্রাফ্‌টা বাস্তবিকই অত্যন্ত অস্পষ্ট! বিরোধী সমালোচক সহজেই ইচ্ছানুযায়ী অর্থ করিবে। ময়লা ধূসর রংএর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য! ক্রমে যখন আমি ইহার সূক্ষ্ম অংশগুলি দেখিতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারিলাম—লম্বা এবং ভীষণ উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের লাইন চলিয়াছে—ঠিক দেখায়, যেন, বহু দূরস্থ প্রকাণ্ড বড় একটা জলপ্রপাতের মত তাহার সম্মুখে ঢালু, বৃক্ষপূর্ণ জমি।

আমি বলিলাম—"আমার বিশ্বাস, চিত্রকর তার ছবিতে যে জায়গাটি এঁকেছে, এটা ঠিক সেই জায়গা।"

প্রফেসার উত্তর করিলেন—"হাঁ, এটা সেই জায়গাই বটে। আমি

এখানে সেই লোকটির বাসের চিহ্নও দেখ্‌তে পেয়েছিলাম! এখন, তাহলে, এই ফটোটা দেখ।"

এটাও সেই দৃশ্যেরই ফটোগ্রাফ—আরো নিকট হইতে তোলা। অবশ্য এটাতেও অনেক দোষ ছিল, তবু, ঐ স্বতন্ত্র এবং বৃক্ষপূর্ণ পর্ব্বত শৃঙ্গটি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম।

তখন বলিলাম—"এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

প্রফেসার বলিলেন—"বেশ, বেশ—এতে অনেকটা লাভ হলো। আমরা বেশ অগ্রসর হচ্ছি—না? এখন, তাহলে, পর্ব্বত শৃঙ্গটির দিকে তাকাও। ওখানে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

"প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"কিন্তু গাছের উপরে কি দেখ্‌ছ?"

আমি বললাম—"খুব বড় একটা পাখী।"

প্রফেসার আমার হাতে একটা লেন্স্‌ দিলেন, তাহার ভিতর দিয়া দেখিয়া বলিলাম—"হাঁ, প্রকাণ্ড একটা পাখী গাছের উপরে ব'সে রয়েছে। এটার ঠোঁটটা যেন খুব লম্বা। বোধ করি একটা 'পেলিকান্‌'।"

প্রফেসার বলিলেন—"আমি তোমার দৃষ্টির সুখ্যাতি করতে পারি না। এটা পেলিকান্‌ নয়; সত্যি কথা বলতে গেলে, এটা পাখীই নয়। শুন্‌লে তোমার কৌতূহল হবে—আমি এটাকে গুলি ক'রে মেরেও ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতার এই একটি মাত্র অকাট্য প্রমাণ, আমি আন্‌তে পেরেছিলাম।"

"তাহলে, সেটা আপনার কাছে আছে?" ভাবিলাম, অবশেষে একটা স্পষ্ট প্রত্যয়-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রফেসার বলিলেন—"আমার কাছে ছিল, কিন্তু, সেই নৌকার দুর্ঘটনায় আমার জিনিসপত্র এবং ফটোগ্রাফগুলি নষ্ট হবার সঙ্গে—দুর্ভাগ্যবশতঃ ওটাও হারিয়ে গিয়েছিল। জলের পাকে প'ড়ে ওটা যখন ডুবে যাচ্ছিল, তখন আমি সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, তার পাখার একটু অংশ শুধু আমার হাতে রয়ে যায়। স্রোতের টানে যখন আমাকে তীরে এনে ফেল্‌লে, তখন আমার জ্ঞান ছিল না, সেই বহুমূল্য নমুনার সামান্য একটু টুক্‌রো তখনও আমার হাতে ছিল—সেটাই তোমাকে এখন দেখাব !"

টেবিলের একটা ড্রয়ার হইতে তিনি যে জিনিস বাহির করিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হইল—প্রকাণ্ড বাদুড়ের ডানার উপর দিকের খানিক অংশ। অন্ততঃ দুই ফুট লম্বা, বাঁকা একখানা হাড়, তাহার নীচে ঝিল্লীর (membrane) পর্দ্দা।

আমার ধারণানুযায়ী বলিলাম—"এটা একটা বিশাল বাদুড় !"

প্রফেসার রুক্ষ ভাবে বলিলেন—"মোটেই না। শিক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিক বেষ্টনের মধ্যে বাস কর্‌ছি, আমি ত ধারণাই কর্‌তে পারি না, যে, প্রাণিবিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত লোকে জানেনা ! এটা কি সম্ভব, যে, তুলনা-মূলক অস্থিবিদ্যার মৌলিক সত্যটি পর্য্যন্ত তুমি জাননা—পাখীর পাখাটা যে প্রকৃতপক্ষে তার সাম্‌নের হাত, আর বাদুড়ের পাখায় যে ফাঁক ফাঁক তিনটা আঙ্গুলের মত আর তার মাঝে ঝিল্লী দেওয়া—তাও জাননা ? উপস্থিত ক্ষেত্রে এই হাড়খানা সাম্‌নের হাত হতে পারে না। তুমি নিজেই দেখ, এতে একখানা ঝিল্লী একটি মাত্র হাড়ের উপর ঝুল্‌ছে—সুতরাং, এটা কিছুতেই

বাদুড়ের হতে পারে না। কিন্তু, এটা যদি পাখীও নয় বাদুড়ও নয়—তবে এটা কি ?"

আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্র পুঁজি নিঃশেষ হইয়াছে, বলিলাম—"আমি সত্যি জানি না।"

তিনি তখন বে ল্যাঙ্কেষ্টারের সেই পুস্তকখানা খুলিয়া, একটা উড্ডীয়মান অসাধারণ জন্তুর ছবি দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখ, সেকালের জুরাসিক্ যুগের উড্ডীয়মান সরীসৃপ-জাতীয় জন্তু "টেরোড্যাক্টিলের" একটা অতি সুন্দর পুনর্গঠিত নমুনা। পরের পাতাটিতে দেখ—এটার পাখার কল কৌশলের একটা নক্সা দেওয়া আছে। তোমার হাতের নমুনাটার সঙ্গে ওটা একবার মিলিয়ে দেখ।"

দেখিবামাত্র আমার সমস্ত শরীরের উপর দিয়া যেন মহা বিস্ময়ের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই পুঞ্জীভূত প্রমাণ আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ঐ ফটোগ্রাফগুলি, প্রফেসারের কাহিনী এবং বাস্তব নিদর্শনটি—প্রমাণ একেবারে পূর্ণ। আমি সে কথা বলিলাম এবং খুবই আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম। কারণ, আমার মনে হইল, যে, বাস্তবিকই প্রফেসারের উপরে নিতান্ত অবিচার করা হইয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে, তিনি এই আকস্মিক সমর্থনের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আমার প্রবল উৎসাহ জাগিয়া উঠিল, যদিও সেটা বৈজ্ঞানিকের উৎসাহ নহে—সাংবাদিকের। তখন বলিলাম—"এত বড় একটা

ব্যাপারের কথা পূর্ব্বে কখন শুনিনি! একেবারে বিরাট ব্যাপার। আপনি বিজ্ঞান জগতের কলাম্বাস্—আপনি একটি অজ্ঞাত জগৎ আবিষ্কার করেছেন। পূর্ব্বে আপনাকে যে একটু সন্দেহ করেছিলাম, সেজন্য নিতান্ত দুঃখিত আছি। বিষয়টা আগাগোড়াই অভাবনীয়। কিন্তু, প্রকৃত প্রমাণটি আমি দেখলেই বুঝ্‌তে পারি—এ প্রমাণ যে কোন লোকের পক্ষে যথেষ্ট।"

প্রফেসারের মুখে পূর্ণ তৃপ্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল।

"তারপর, সার্, আপনি তারপর কি কর্‌লেন?"

"সেটা ছিল বর্ষাকাল, মিষ্টার ম্যালোন্, আমার খাদ্য-সামগ্রীও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এই বিরাট পর্ব্বতশ্রেণীর কোথাও এমন একটি স্থান দেখ্‌তে পেলাম না, যেখান দিয়ে উপরে উঠা যায়। ঐ পিরামিডের মত স্বতন্ত্র পাহাড়টি—যেটার উপরে টেরোড্যাক্‌টিল্‌টাকে দেখ্‌তে পেয়ে গুলি ক'রে মেরেছিলাম—দেখে মনে হলো, যেন, তার উপরে উঠ্‌তে পারা যাবে। পাহাড়ে-চড়া আমার একটু অভ্যাস ছিল, আমি কোন রকমে সেটার অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারলাম। সেখান থেকে পাহাড়ের চূড়ার অধিত্যকা (plateau) আরো ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাওয়া গেল। অধিত্যকাটি খুব বড় বলেই মনে হ'লো। পূব, পশ্চিম কোন দিকেই সবুজ চূড়া বিশিষ্ট পাহাড়ের অন্ত নাই। নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, জলাভূমি এবং বন জঙ্গলপূর্ণ স্থান—নানা রকমের কীট পতঙ্গ, সাপ এবং ম্যালেরিয়ার আড্ডা। এটাই হলো সেই অদ্ভুত দেশের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ব্যবস্থা।"

"আর কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্ন দেখ্‌তে পেয়েছিলেন কি?"

"না, তা পাইনি, কিন্তু, পাহাড়ের নীচে তাঁবু খাটিয়ে যখন আমরা

সপ্তাহ খানেক ছিলাম, তখন উপরে, অদ্ভুত রকম কোলাহল শুন্‌তে পাওয়া গিয়েছিল।”

“কিন্তু, আমেরিকান্‌ যে সেই জন্তুটা এঁকেছিল, সেটা কি ক’রে আঁক্‌ল ?”

“এ সম্বন্ধে আমরা শুধু এই ভেবে নিতে পারি, যে, সে ব্যক্তি চূড়া পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পেরেছিল। তা হলেই জানা গেল, উপরে উঠ্‌বার একটা পথ আছে। আর এটাও জান্‌তে পারা যায়, যে, সে পথ ভারি দুর্গম ; তা না হ’লে, পাহাড়ের জীব জন্তু সব এসে চার্‌দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ত। এটা ত বেশ পরিষ্কারই বুঝ্‌তে পারা যায় ?”

“কিন্তু, ঐ সব জানোয়ার সেখানে এলো কোথা থেকে ?”

প্রফেসার বলিলেন—“এ সমস্যাটা যে খুবই জটিল, তা মনে হয় না। এ সম্বন্ধে কেবল একটি কৈফিয়ৎ আছে। আমেরিকা গ্রেনাইট পাথরের দেশ, এটা বোধ করি শুনে থাক্‌বে। ভিতরের এই স্থানটি বহু-পূর্ব্ব-যুগে, অগ্ন্যুৎপাতিক বিপর্য্যয়ে বোধ করি হঠাৎ ফুলে উঠেছিল। এই পর্ব্বত-ব্যাসল্‌টিক্‌ (কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয় পাথর) সুতরাং প্লুটনিক্‌ যুগের সমস্ত সাসেক্স্‌ দেশের মত বড় একটা স্থানকে, তার জীবজন্তু গাছপালা সমস্ত শুদ্ধ উপরের দিকে ঠেলে তুলেছে এবং তার চার্‌দিকে একেবারে খাড়া পর্ব্বতের সৃষ্টি করেছে। এই সকল পাহাড়ের গা এম্‌নি শক্ত, যে, এই মহাদেশের অন্য অংশের মত ইহার ক্ষয় হয় না। তার ফল কি হয়েছে ? ফল এই হয়েছে, যে, এখানে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের কার্য্যগুলি থেমে গিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে বেঁচে থাক্‌বার যে একটা প্রাণপণ চেষ্টা বর্ত্তমান রয়েছে, নানা রকম বাঁধা বিঘ্ন এসে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এখানে সে প্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে

কিংবা তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অন্য অবস্থায় যে সব জন্তু লোপ পেয়ে যেতো, সে সব জন্তু এখানে জীবিত। খেয়াল করো—টৈরোড্যাক্‌টিল এবং ষ্টিগোসরাস্‌, দুটোই জুরাসিক যুগের—বহু কালের জানোয়ার। এই অদ্ভুত আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলেই তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে।”

“আপনার এই প্রমাণ একেবারে চূড়ান্ত। এখন এগুলি কর্ত্তৃপক্ষদের সাম্‌নে উপস্থিত কর্‌লেই হয়।”

প্রফেসার কর্কশ ভাবে বলিলেন—“আমার বেকুবি, আমিও তাই ভেবেছিলাম। তোমাকে এই মাত্র বল্‌তে পারি, যে, কার্য্যতঃ তা হয়নি। প্রতি পদে আমি অজ্ঞানতা এবং ঈর্ষা-প্রসূত অবিশ্বাস দ্বারাই অভিনন্দিত হয়েছিলাম। আমার কথায় বিশ্বাস না কর্‌লে, কাউকে খোসামোদ করা কিংবা ধ্রুব-সত্য বিষয় প্রমাণ কর্‌বার কোন রকম চেষ্টা করা—আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। প্রথম চেষ্টার পর, এই সব স্পষ্ট প্রমাণ আর কাউকে দেখাতে রাজি হইনি। এই বিষয়টাই আমার কাছে দারুণ ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল—এ সম্বন্ধে আর আমি কোন কথাও বল্‌তাম না। তোমার মত রিপোর্টারের দল যখন আমাকে বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ত তখন আমি পদোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রে, সংযতভাবে তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌তাম না। আমি স্বীকার কর্‌ছি, স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি একটু উগ্র, এবং উত্তেজনা বশে আমি বীভৎস কাণ্ডও ক'রে ফেলি। তুমিও সেটা লক্ষ্য করেছ।”

আমি চক্ষুতে হাত বুলাইতে লাগিলাম, কোন কথা বলিলাম না।

আমার স্ত্রী ঐসব বিষয় নিয়ে কত সময় আমাকে তিরস্কার করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, যার একটু আত্মসম্মান বোধ আছে,

সে-ই ঠিক আমার মত অনুভব কর্‌বে। আজ রাত্রে, আমি ঠিক করেছি, মনোবৃত্তির উপর ইচ্ছাশক্তির চরম প্রাধান্যের দৃষ্টান্ত দেখাব। তোমাকে সেখানে উপস্থিত থাকবার জন্য, নিমন্ত্রণ কর্‌ছি।" দেরাজের ভিতর হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া, তিনি আমার হাতে দিলেন। তারপর বলিলেন—"এতে দেখ্‌তে পাবে, প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ মিষ্টার পার্সিভাল্ ওয়াল্‌ড্রন্, আজ রাত্রে সাড়ে আটটার সময়, জুওলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে 'যুগইতিহাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত থাক্‌বার জন্য এবং বক্তাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য, আমাকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভেবেছি, এই প্রসঙ্গে, খুব কৌশলে এবং মোলায়েম ক'রে, কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ব। তাতে শ্রোতাদের কৌতূহল হতে পারে এবং হয়ত কেউ কেউ এ বিষয়টা আরো গভীর ভাবে তলিয়ে দেখ্‌বার জন্য ইচ্ছুক হবে। এর মধ্যে ঝগ্‌ড়া ঝাটির নাম গন্ধও থাক্‌বে না—বুঝলে? শুধু একটু আভাস থাক্‌বে, যে, এ ছাড়া গভীরতর সমস্যা আছে। আমি খুব সংযত হয়েই থাক্‌ব—দেখ্‌ব, এই আত্মসংযমের দ্বারা সুফল পাওয়া যায় কি-না।"

আমি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞসা করিলাম—"আমিও এ মিটিংএ আসতে পারি কি?"

তিনি অন্তরের সহিত বলিলেন—"হাঁ, নিশ্চয় পার।" তাঁহার আচরণ বিরাট এবং উদারতাপূর্ণ, তাঁহার উগ্রতার মতই ইহা অভিভূত করে। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হাসি একটা অদ্ভুত জিনিস—তখন তাঁহার চক্ষুদুটি প্রায় বুজিয়া যায়, গালদুটি হঠাৎ টক্‌টকে লাল হইয়া উঠে।—"হাঁ, নিশ্চয় তুমি আস্‌বে। বক্তৃতাগৃহে আমার একজন বন্ধু আছে,

এটা জেনেও আমার মনে সুখ হবে—সে লোক এ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ হলেও, তাতে কিছু আসে যায় না। শ্রোতার সংখ্যার সীমা থাক্‌বেনা সেটা বেশ ধারণা কর্‌তে পারি, কারণ ওয়ালড্রন্ দারুণ ভণ্ড হলেও, তাঁর অনুরক্ত ভক্ত আছে বিস্তর। তাহলে, মিষ্টার ম্যালোন্, তোমাকে আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার চাইতে বেশী সময় দিয়েছি। যে সময় জগতের কাজে নিযুক্ত, সেটাকে একজনে নিজস্ব ক'রে নিলে চলবে কেন? আজ রাত্রে তোমাকে বক্তৃতায় দেখ্‌তে পেলে খুসী হব। মনে রেখো, তোমাকে যেসব মাল মশলা দিলাম, তা কিন্তু সর্ব্বসাধারণে প্রচার কর্‌তে পার্‌বেনা।"

"তাত বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমাদের পত্রিকার সম্পাদক মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল যে গেলেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন—আমি কি কর্‌লাম।"

"তাঁকে তুমি যা ভাল বোঝ, বলো। তবে এটাও বলো, যে তিনি যদি আর কাউকে পাঠিয়ে আমাকে জ্বালাতন করেন, তবে চাবুক নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব। কিন্তু আমাদের আসল কথাবার্ত্তা যেন কাগজে কলমে না বেরোয়—এ বিষয়ে তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর কর্‌লাম। তাহলে, মনে রেখো—রাত্রে সাড়ে আটটার সময়, জুওল-জিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বাড়ী।" এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য সঙ্কেত করিলেন—বিদায় কালে আবার চক্ষে পড়িল, তাঁহার লাল গাল, ঢেউ খেলান কাল দাড়ি এবং সেই অসহ্য দৃষ্টি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সহিত প্রথম সাক্ষাতের শারীরিক উত্তেজনা এবং দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের মানসিক উত্তেজনা—উভয় ব্যাপারে বিচলিত হইয়া, এন্‌মোর পার্কে পুনরায় আসিলাম। আমার অবসন্ন মস্তিষ্কে একটি মাত্র চিন্তা ধুক্ ধুক্ করিতেছিল—লোকটির কাহিনীর মধ্যে সত্য আছে, ইহার পরিণাম বিরাট এবং অনুমতি পাইলে পর, আমাদের পত্রিকার জন্য খোরাকও হইবে অপর্য্যাপ্ত। একটা ট্যাক্সি করিয়া আমি অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম, ম্যাক্ আর্ডল যথাস্থানে বসিয়া রহিয়াছেন।

মহা উৎসুক হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কিহে, ব্যাপার কি? আমার মনে হচ্ছে, বাপু, তুমি যেন যুদ্ধ ক'রে এসেছ—ধস্তাধস্তি ব্যাপার কিছু হয়নি ত?"

"প্রথমে আমাদের মধ্যে একটু মতভেদ হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল—অনেক কথাবার্ত্তা হলো। কিন্তু বিশেষ কিছু জান্‌তে পারলাম না—কাগজে ছাপ্‌বার মত কিছু নাই।"

"তা ঠিক বল্‌তে পারি না। অন্ততঃ চোখে কাল্‌শিরা নিয়ে ফিরেছ দেখ্‌ছি—সেটাই ত ছাপ্‌বার মত। না, মিষ্টার ম্যালোন্, এরকম গুণ্ডামি ত আর বরদাস্ত হয় না। লোকটাকে শায়েস্তা কর্‌তে হবে। কালই তার সম্বন্ধে এমন কিছু লিখ্‌বে যাতে জ্বলে পুড়ে মরে। একটু মাল্ মশলা দাও, বেটাকে জন্মের মত দাগী ক'রে ছেড়ে দেব। 'প্রফেসার মংকাউজেন্'—এ শিরোনামটা কেমন হবে?

সার্ জন্ ম্যান্‌ডেভিলি রেডিভাইভাস্—ক্যাগ্‌লিয়স্‌ট্রো—এই সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভণ্ড গুণ্ডাদের কারো নাম দিলেও হয়। বেটা কত বড় ভণ্ড আমি সেটা প্রকাশ না ক'রে ছাড়্‌ব না।"

"কিন্তু, সার্, আমি হ'লে তা করি না।"

"কেন কর না?"

"কারণ, তিনি মোটেই ভণ্ড নন্।"

ম্যাক্ আর্ডল্ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি, তুমিও তাহলে বল্‌তে চাও, যে, তার এই গুলিখুরী ম্যামথ্, ম্যাস্‌টোডন্ আর বিশাল সামুদ্রিক সাপের কথা বিশ্বাস কর?"

"তা, সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারিনা। আমার মনে হয় না, তিনি ও রকম কিছু দাবী করেন। কিন্তু, এটা বেশ জানি, তাঁর নূতন বিষয় কিছু বল্‌বার আছে।"

"তাহলে, দোহাই ভগবানের, তাই লিখে দাও, বাপু।"

"আমার ত খুবই ইচ্ছা, কিন্তু আমি যা জানি, সে সব তিনি আমাকে গোপনে বলেছেন, এবং সর্ত্ত ক'রে নিয়েছেন, যে, আমি তা প্রকাশ কর্‌ব না।" এই বলিয়া, অতি সংক্ষেপে আমি প্রফেসারের কাহিনী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলাম।—"এই ত হলো ব্যাপার।"

মনে হইল, যেন, তিনি কিছুই বিশ্বাস করিলেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন—"তাহলে, মিষ্টার ম্যালোন্, আজ রাত্রের এই বৈজ্ঞানিক সভা সম্বন্ধে, ওটা ত আর গোপন নয়? আমার মনে হয়না, যে, কোন কাগজে ওটার রিপোর্ট বেরোবে, কারণ, ইতিপূর্ব্বেই ওয়াল্‌ড্রন সম্বন্ধে ডজন খানেক রিপোর্ট বেরিয়েছে, এবং চ্যালেঞ্জার যে এ সভায় কিছু বল্‌বেন, সে কথাও কেউ জানে না।

বরাতে থাক্‌লে, পত্রিকার জন্য হয়ত একটা খবরের মত খবরও পেয়ে যেতে পারি। তুমি ত সেখানে যাচ্ছই, একটা সুন্দর রিপোর্ট লিখে দিও। আমি সেটার জন্য রাত বারটা পর্য্যন্ত পত্রিকায় জায়গা রাখ্‌ব।”

সারাদিন মহা ব্যস্ত ছিলাম, রাত্রে স্যাভেজ্‌ ক্লাবে বন্ধু হেন্‌রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। তাঁহাকে প্রফেসারের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলাম। শুষ্ক মুখে অবিশ্বাসের হাসি লইয়া তিনি শুনিলেন। প্রফেসার প্রমাণ দ্বারা আমার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন শুনিয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

“আরে ভাই, এ রকম ঘটনা বাস্তব জীবনে প্রায় হয়না! লোকে হঠাৎ একটা কিছু বিরাট আবিষ্কার ক’রে, তার প্রমাণ হারিয়ে ফেলে না। এ সব ঔপন্যাসিকের পক্ষেই শোভা পায়। চিড়িয়াখানার বানরের মত, লোকটার চালাকির অন্ত নাই। এ সব একেবারে ফাঁকি।”

“কিন্তু, আমেরিকান চিত্রকর?”

“তার অস্তিত্বই কোন দিন ছিল না।”

“আমি তার স্কেচ্‌ বুক্‌ দেখেছি।”

“ওটা চ্যালেঞ্জারের স্কেচ্‌ বুক্‌।”

“তুমি মনে কর, তিনিই ঐ জন্তুটা এঁকেছিলেন?”

“নিশ্চয় তিনি এঁকেছিলেন। আর কে আঁক্‌বে?”

“আচ্ছা, তাহলে, সেই ফটোগুলো?”

“ফটোগ্রাফে ত কিছু ছিল না। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ, যে, একটা পাখী শুধু দেখেছ।”

"একটা টেরোড্যাক্‌টিল।"

"এটা ত তিনি বলেছেন। তিনিই তোমার মাথায় টেরোড্যাক্‌টিল্ ঢুকিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তাহলে, সেই হাড়গুলো?"

"প্রথমখানা আইরিস্-ষ্টু থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, পরের খানা আবশ্যক মত তৈরি করা। তুমি যদি চালাক হও, এবং তোমার কাজের উপযুক্ত জ্ঞান থাকে, তাহলে ঠিক ফটোগ্রাফের মতই অনায়াসে একখানা হাড় তৈরি ক'রে নিতে পার।"

আমি অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। হয়ত বা আমি একটু তাড়াতাড়িই সব স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি। তখন হঠাৎ আমার মনে সুন্দর একটা খেয়াল হইল।'

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এই মিটিংএ আস্‌বে?"

বন্ধু হেন্‌রি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"চ্যালেঞ্জারকে কেউ পছন্দ করে না। তাঁর সঙ্গে অনেকের অনেক বিষয়ে বোঝা-পড়া কর্‌বার আছে। তাঁকে বোধ হয় লোকে লণ্ডন সহরের মধ্যে সকলের চাইতে ঘৃণা করে। মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট্‌রা যদি মিটিংএ যায়, তবে তো গোলমালের সীমাই থাক্‌বে না। এরূপ ভীমরুলের আড্ডায় আমার যেতে প্রবৃত্তি হয় না।"

"তাঁর বিষয়ে তিনি কি বলেন—অন্ততঃ সেটা শুনেও তাঁর প্রতি সুবিচার কর্‌তে পার।"

"মন্দ বলনি, এটা ন্যায্য কাজই হবে। আচ্ছা, বেশ—আমি তাহলে, তোমার সঙ্গে যাব।"

আমরা মিটিংএ উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যেরূপ মনে করিয়াছিলাম তাহার চাইতে অনেক বেশী জনতা হইয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ ইলেক্‌ট্রিক্ ব্রুহাম্ একে একে আসিয়া, শ্বেত-শ্মশ্রু প্রফেসারের দলকে নামাইয়া দিল। সাধারণ শ্রোতার দল পদব্রজেই আসিয়াছে; সভাগৃহ একদিকে যেমন শ্রোতায় পরিপূর্ণ, অন্য দিকে তেমনই বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ। আমরা বসিবামাত্র দেখিলাম, হলের পশ্চাৎ দিকে এবং গ্যালারিতে যুবক, এমন কি বালকেরাও, দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পিছনের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মেডিকেল্ ষ্টুডেণ্টেরও অভাব নাই। শ্রোতৃবর্গ খোস-মেজাজেই আছে, কিন্তু তাহাতে দুষ্ট বুদ্ধিরও ছিট্ দেখা গেল। উৎসাহের সহিত সমস্বরে মৃদু সঙ্গীতও আরম্ভ হইল—বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার মুখবন্ধটা হইল অদ্ভুত! ব্যক্তিগত ঠাট্টা তামাসারও ঝোঁক দেখা গেল; তামাসার পাত্রের পক্ষে সেটা বিরক্তিজনক হইলেও, অন্যদের পক্ষে সময়টা আমোদেই কাটিবে।

বৃদ্ধ প্রফেসার ডাক্তার মেল্‌ড্রাম্ আসিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাথায় সেই চিরপরিচিত চ্যাটাল টুপিটি; তাঁহাকে দেখিয়াই, চারিদিক্ হইতে যুগপৎ প্রশ্ন উঠিল—"আপনার মাথার এই টালি' খানা কোথা থেকে আমদানী কর্‌লেন সার্?" তিনি তাড়াতাড়ি টুপিটা খুলিয়া, চেয়ারের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর যখন বাতক্লিষ্ট প্রফেসার ওয়াড্‌লি, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তখন চারিদিক্ হইতে অনেকে জানিতে চাহিল, তাঁহার পায়ের অবস্থা কিরূপ—তাহাতে তিনি একটু অপ্রস্তুত হইলেন। সকলের চাইতে বেশী হৈ চৈ পড়িয়া গেল, যখন আমার

সন্থ-পরিচিত বন্ধু প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আসিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের প্রথম লাইনের এক প্রান্তে বসিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাল দাড়ি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের কোণে উঁকিমারা মাত্র, এমনি উচ্চ অভ্যর্থনা ধ্বনি আরম্ভ হইল, যে, তখনই আমার মনে হইল—বন্ধু হেন্‌রী সত্যই অনুমান করিয়াছিলেন, এই জনতা শুধু বক্তৃতা শুনিতে এখানে আসে নাই, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে ইহাতে যোগ দিবেন—সে সংবাদও রাষ্ট্র হইয়াছে।

সম্মুখস্থ আসনে ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও এই সংক্রামক হাসি শুনিতে পাওয়া গেল—যেন ছাত্রদিগের এই আবেগ-প্রকাশ তাঁহাদিগের নিকট অপ্রীতিকর হয় নাই। এই অভ্যর্থনা বাস্তবিক দারুণ কোলাহলের মতই হইয়াছিল—মাংসাশী জন্তুর খাঁচার সম্মুখে রক্ষক খাদ্যের বাল্‌তি লইয়া উপস্থিত হইলে, যেমন একটা ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হইয়াছিল। এই কোলাহলের মধ্যে হয়ত একটা অপ্রীতিকর সুর ছিল, কিন্তু মূলতঃ, আমার মনে হইল, এটা অসংযত কোলাহল মাত্র। তাঁহার আগমনে তাহারা আমোদ পাইয়াছে এবং তাহাদের কৌতূহল হইয়াছে—সেজন্যই কোলাহল-পূর্ণ অভ্যর্থনা, তাঁহাকে ঘৃণা করে বলিয়া নহে। দলবদ্ধ কুকুর ছানা খেউ খেউ করিতে থাকিলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই যেমন সেটাকে আমল দেন না, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারও তেমনি এই কোলাহল শুনিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন, বুকটি ফুলাইয়া নিশ্বাস টানিয়া, দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার সগর্ব্ব-দৃষ্টি জনতা পূর্ণ হলটিকে একবার দেখিয়া লইল। তাঁহার আগমনের কোলাহল তখনও থামে নাই—এমন সময়,

সভাপতি প্রফেসার রোলাণ্ড মারে এবং বক্তা মিষ্টার ওয়ালড্রন্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সাধারণ ইংরেজ বক্তাদের মত প্রফেসার মারেরও একটা দোষ ছিল—তাঁহার বক্তৃতা শুনা যাইত না। শুনাইবার মত যাঁহাদের কিছু আছে, তাঁহারা, বক্তব্য বিষয় যাহাতে শুনা যায়, সে বিষয়ে কেন যে কিছু মাত্র যত্ন নেন না, সেটা আধুনিক সভ্যতার একটা অদ্ভুত রহস্য। প্রফেসার মারে তাঁহার গলার টাইটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, টেবিলের উপরের জলপাত্রটির দিকে চাহিয়া, আবার কখন কখন চোখ টিপিয়া তাঁহার ডান দিকের রৌপ্যনির্ম্মিত দীপাধারটিকে দেখিতে দেখিতে, কতগুলি গভীর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তারপর তিনি বসিলেন এবং জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ বক্তা মিঃ ওয়ালড্রন্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—চারিদিক হইতে মৃদু আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল। লোকটি ক্ষীণকায়, রুক্ষ, তাঁহার স্বর কর্কশ এবং প্রকৃতি কলহ-প্রিয় কিন্তু তাঁহার একটি গুণ ছিল তিনি অন্যের ধারণা ও সংস্কারকে বাগাইয়া লইয়া, এমন গুছাইয়া উপস্থিত করিতেন, যে, সাধারণ অজ্ঞ লোকেরাও তাহা বুঝিতে পারিত এবং তাহাতে তাহাদের বেশ কৌতূহল জাগিত। গুরুতর বিষয় লইয়াও হাসি তামাসা করিবার কায়দাটি তাঁহার জানা ছিল। অতি দুরূহ বিষয়ও তাঁহার হাতে পড়িয়া, বেশ সরস হইয়া দাঁড়াইত।

বিজ্ঞান-সম্মত সৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার, অতি সুন্দর এবং সরল ভাষায় তিনি আমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করিলেন।—পৃথিবী একটি বিশাল জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড, আকাশ-পথে জ্বলিতে ছিল। তারপর ক্রমে উহা জমাট বাঁধিল, ঠাণ্ডা হইল, তাহার গা কোঁচ্‌কাইয়া পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি

হইল, বাষ্প জলে পরিণত হইল, ক্রমে ধীরে ধীরে পৃথিবী সেই অবস্থায় উপস্থিত হইল—যাহার উপরে দুরূহ জীবন-নাট্যের অভিনয় হইবে। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি সতর্ক হইলেন, পরিষ্কার কিছু বলিলেন না। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অবস্থায় জীবাণু যে বাঁচিতে পারিত না ভস্ম হইয়া যাইত, সেটা তিনি প্রায় নিশ্চিত রূপেই বলিলেন। অতএব, এই জীবাণু পরে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি পৃথিবীর শীতল জড়-উপাদান হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে? খুব সম্ভবতঃ তাহাই। বাহির হইতে উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে এই জীবাণু আসিয়াছিল কি? না, সেরূপ অনুমান করা চলে না। মোটের উপর, এ সম্বন্ধে যিনি যত বড় পণ্ডিত তিনিই তত কম কথা বলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে জড় উপাদান হইতে চেতনের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই নাই। মৃত এবং জীবিতের মধ্যে এই যে ব্যবধান, তাহার উপর আমাদিগের রসায়নবিদ্যা আজ পর্যন্ত সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। কিন্তু, আমাদের রসায়ন-কলা অপেক্ষা প্রকৃতির রসায়ন-কলা অনেক উচ্চ, অনেক কৌশলী; ইহা বহু যুগ যাবৎ বিরাট শক্তিতে কাজ করিয়া সুফল লাভ করিয়াছে—যাহা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। এ প্রসঙ্গ এই খানেই শেষ করিলাম।

ইহার পর বক্তা প্রাণিজগতের বিপুল বিকাশের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন—অতি নিম্ন স্তরের শামুক ঝিনুক এবং দুর্ব্বল সামুদ্রিক জীব হইতে আরম্ভ করিয়া, স্তরে স্তরে মাছের পালা শেষ করিয়া, ক্রমে ক্রমে 'ক্যাঙ্গারু-মূষিক'-এ আসিয়া বলিলেন—এই জন্তু জীবিত সন্তান প্রসব করে, স্তন্যপায়ী জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদিপুরুষ, এবং তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায়, যে উপস্থিত শ্রোতাদের

সকলেরই আদিপুরুষ। ("না, না,"—পিছনের লাইন হইতে একজন অবিশ্বাসী ছাত্র বলিয়া উঠিল)। এই যে লাল-টাই-ওয়ালা যুবকটি "না, না" বলিলে, বোধ হয় সে মনে করে—সে ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—সে যদি বক্তৃতার পর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তবে, এই কৌতূহলের বস্তুটিকে দেখিলে তিনি খুসী হইবেন (হাস্যধ্বনি)। বড়ই বিস্ময়ের কথা, যে প্রকৃতির বহু যুগের ক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল—এই লাল-টাই-ওয়ালা ভদ্রলোকটির সৃষ্টি! কিন্তু সে ক্রিয়া কি বন্ধ হইয়া গিয়াছে? এই ভদ্রলোকটিকেই তবে বিকাশের শেষ নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? লাল-টাই-ওয়ালা ভদ্রলোকটি যতই গুণবান্ হউন না কেন, তাঁহার উৎপত্তিতেই যদি জগতের সৃষ্টি-প্রবাহ একেবারে শেষ হইয়া যাইত, তবে, সৃষ্টি-প্রবাহের পক্ষে সেটা বড় ন্যায্য কাজ হইত না—এই মত যদি তাঁহার থাকে, তবে তিনি আশা করেন, যে, ভদ্রলোকটির মনে তাহাতে কষ্ট দেওয়া হইবে না। ক্রমবিকাশ নষ্ট-শক্তি নহে, এখনও তাহার কাজ চলিতেছে। এমন কি, তাহার বৃহত্তর কীর্ত্তিসকল সঞ্চিত রহিয়াছে।

এইরূপে বাধা প্রদানকারীকে লইয়া তামাসা করিয়া, সকলের খিল্ খিল্ হাসির মধ্যে বক্তা অতীত যুগের ইতিহাসের কথা আরম্ভ করিলেন—সমুদ্র শুকাইয়া গেল, বালির পাড় দেখা দিল, তাহার তীরে মন্দগতি লালাময় জীবের কথা, রাশী রাশী জীবপূর্ণ হ্রদের কথা, এই সমতল বালিতে সামুদ্রিক জীবজন্তুর আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি এবং সেখানে প্রচুর খাদ্য পাইয়া তাহাদের অসম্ভব বৃদ্ধির কথা। তিনি আরও বলিলেন—"এইরূপে, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ, সেই ভয়ঙ্কর জলচর জীবের গোষ্ঠী জন্মগ্রহণ করে—উইল্‌ডেন্ এবং

সলেন্‌হাফেন্‌ শ্লেট্‌ পাথরে যাহাদের কঙ্কাল দেখিলে, এখনও বিস্ময়ে চক্ষু বড় হইয়া যায়। কিন্তু, সৌভাগ্য-বশতঃ পৃথিবীতে মানবের আগমনের বহু পূর্ব্বে তাহারা লোপ পাইয়াছে।"

"প্রমাণ!" প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে এই ধ্বনি হইল।

মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌ কড়া নিয়মের পক্ষপাতী, আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসি তামাসা করিবারও শক্তি আছে—তাহার পরিচয় আমরা লাল-টাইওয়ালা ভদ্রলোকের ব্যাপারেই পাইয়াছি—তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় বিপদ খুব। কিন্তু, সহসা উচ্চারিত ঐ শব্দটি তাঁহার নিকট এমনই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল, যে, কি ভাবে এটিকে গ্রহণ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। সেক্‌পিয়ার-ভক্ত কোন লোক উৎকট বেকন-ভক্তের সম্মুখে পড়িলে কিংবা কোন জ্যোতির্ব্বিদ সমতল-পৃথ্বী-বাদী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে—তাহাদিগেরও এইরূপ অবস্থা হয়। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, উচ্চতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করিলেন—"মানবের আগমনের বহু পূর্ব্বে লোপ হইয়াছে।"

"প্রমাণ!" আবার সেই স্বর গর্জ্জিয়া উঠিল।

ওয়াল্‌ড্রন্‌ বিস্মিত হইয়া, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপবিষ্ট প্রফেসার মণ্ডলীর দিকে তাকাইলেন, ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি চ্যালেঞ্জারের উপর পড়িল—তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া রহিয়াছেন, চক্ষু মুদ্রিত, হাসি হাসি মুখ—যেন, ঘুমের মধ্যে হাসিতেছেন।

ওয়াল্‌ড্রন্‌ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—"বুঝেছি! এটা আমার বন্ধু প্রফেসার চ্যালেঞ্জারেরই কাজ।" এই বলিয়া হাস্য কলরবের মধ্যে আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—যেন এটাই শেষ কৈফিয়ৎ, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ হইল না। অতীতের গহনে পড়িয়া ওয়াল্‌ড্রন্ যে পথই ধরিতেছিলেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাঁহাকে সেই লুপ্ত প্রাণীর কোন না কোন উল্লেখে উপস্থিত করিতেছিল— সেই মুহূর্ত্তে প্রফেসারের কণ্ঠ হইতেও সেই বজ্র গম্ভীর ধ্বনি! ক্রমে শ্রোতৃবর্গ ইহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং ধ্বনি উঠিলেই আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ছাত্রের দল ইহাতে যোগ দিল এবং প্রত্যেক বার কথাটি চ্যালেঞ্জারের মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই শত কণ্ঠে চীৎকার উঠিতে লাগল "প্রমাণ!" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর স্বরূপ বিরুদ্ধ চীৎকারও আরম্ভ হইল "অর্ডার!" "শেম্!" ওয়ালড্রন্ দৃঢ়চিত্ত ঝানু বক্তা ছিলেন—তিনিও বিচলিত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কথা আট্‌কাইতে লাগিল, এক কথা দুইবার বলিলেন, একটি লম্বা কথা বলিতে গিয়া জড়াইয়া গেল— অবশেষে তিনি এই সব গোলমালের কারণটির দিকে রাগে পাগল হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

চ্যালেঞ্জারের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন—"এ একেবারে অসহ্য ব্যাপার! প্রফেসার চ্যালেঞ্জার! আপনি এরূপ অভদ্র ভাবে এবং না বুঝে শুনে বাধা দেওয়া বন্ধ করুন।"

সমস্ত হল্‌টি নীরব। ওলিম্‌পাস্ পর্ব্বতের দুইটি দেবতা পরস্পর বিবাদ করিতেছেন—এই ব্যাপার দেখিয়া ছাত্রমণ্ডলীর আনন্দের সীমা রহিল না। চ্যালেঞ্জার ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন—"আমিও পাল্টা আপনাকে বল্‌ছি, মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্! বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত সত্য কথা ভিন্ন, আপনিও কোন কথা প্রমাণ রূপে বল্‌বেন না।"

এই কথায় তুমুল ঝড় বহিল। “শেম্”! “শেম্”! “উনি কি বলেন শোন!” “ওঁকে বা’র করে দাও!” “ওঁকে প্ল্যাট্‌ফরম্ থেকে ঠেলে ফেলে দাও!” “ন্যায্য বিচার হোক্!” সমবেত ধিক্‌কার এবং আনন্দ কোলাহলের মধ্যে এই সকল উক্তি শুনা গেল। সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে যেন কি বলিতে লাগিলেন। “প্রফেসার চ্যালেঞ্জার—ব্যক্তিগত—মন্তব্য—পরে হবে”—তাঁহার অস্পষ্ট কথাগুলির মধ্যে, এই কয়টি মাত্র কথা শুনিতে পাওয়া গেল। বাধাদাতা মাথা নত করিলেন, মুচ্‌কি হাসিলেন, দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তারপর চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আরক্ত-বদন, রণোন্মত্ত ওয়াল্‌ড্রন্, তাঁহার বক্তৃতা আবার আরম্ভ করিলেন। কোন উক্তি দৃঢ়তার সহিত বলিবার সময়, বিদ্বেষ-পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দীর দিকে তাকাইতে লাগিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী যেন নিদ্রিত, তাঁহার মুখে পূর্ব্বের মত মধুর হাসি।

অবশেষে বক্তৃতা শেষ হইল। আমার মনে হইল, যেন, হঠাৎ শেষ হইল, কারণ, উপসংহারটি করা হইল খুবই তাড়াতাড়ি, এবং উহা অসংযত হইল। বক্তা যেন যুক্তির সূত্রটি জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। উৎসুক শ্রোতার দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওয়াল্‌ড্রন্ বসিয়া পড়িলেন, এবং সভাপতির ইঙ্গিতে প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উঠিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারে আসিলেন। আমার পত্রিকার জন্য তাঁহার বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে লিখিতে লাগিলাম।

পিছন হইতে বাধার পর বাধা চলিয়াছে, তাহার মধ্যেই প্রফেসার আরম্ভ করিলেন—“ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ! (দারুণ কোলাহল) না, না, ভদ্রমহোদয় এবং শিশুর দল—আমার ভুল

হয়েছিল, সেইজন্য দুঃখিত; শিশু-শ্রোতার দলের কথা খেয়াল ছিল না" (দারুণ হৈ চৈ, তাহার মধ্যে প্রফেসার দণ্ডায়মান—একখানা হাত তুলিয়া এবং চারিদিকে প্রসন্নভাবে বিশাল মাথাটি নাড়িয়া—যেন কোন পাদ্রি জনতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন), "মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রেন্‌ যে সুন্দর এবং কল্পনাময় বক্তৃতাটি দিলেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভার আমার উপর পড়েছে। তাঁর বক্তৃতার কোন কোন উক্তির সম্বন্ধে আমার ভিন্ন মত এবং সেই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেটা জানিয়ে দিতে হয়েছে: কিন্তু, তা সত্ত্বেও মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌ সুচারুরূপে তাঁর উদ্দেশ্য শেষ করেছেন, সেই উদ্দেশ্যটি ছিল—আমাদের এই গ্রহটির (পৃথিবীর) ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস-অনুযায়ী একটি সহজ এবং চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেওয়া। জনপ্রিয় বক্তৃতা শুনে যাওয়া সহজ, কিন্তু মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌ (এই স্থলে তিনি পূর্ব বক্তার দিকে চাহিয়া চক্ষু টিপিলেন) আমাকে ক্ষমা করবেন—সেরূপ বক্তৃতা, অজ্ঞ শ্রোতার বোধের উপযুক্ত ক'রে বলতে হয়, সেজন্য সেগুলি ভাসা ভাসা হয়, এবং লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়।" (বিদ্রূপ-পূর্ণ উল্লাস-ধ্বনি) "জনপ্রিয় বক্তারা প্রায়ই পরোপজীবী হন।" (মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রনের আপত্তিজ্ঞাপক ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী)। "তাঁদের অজানা গরীব সহ-কর্ম্মীরা যে কাজ ক'রে গিয়েছেন, সেটাই তাঁরা নিজেদের যশ এবং লাভের জন্য ব্যবহার ক'রে থাকেন। জীর্ণ ব্যাখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করা, যাতে কোন ফল হয় না—তার চেয়ে ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত সত্যের কণাটুকু এবং বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য নির্ম্মিত একখণ্ড ইটও অনেক বেশী মূল্যবান্‌। বিশেষভাবে মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্‌কে খেলো

কর্‌বার জন্য আমি এ কথার উল্লেখ করিনি, কিন্তু আপনারা যাতে বিচারে গোলমাল না করেন, নগণ্য সেবককে বিজ্ঞান-মন্দিরের উচ্চ পুরোহিত ব'লে ভুল না করেন—সে জন্যই একথা উল্লেখ করলাম।" (এই সময়ে মিষ্টার ওয়াল্‌ড্রন্ সভাপতির কাণে ফিস্ ফিস্ করিলেন, তিনিও অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় জলপাত্রটির দিকে চাহিয়া, যেন কঠোর ভাবে কি বলিলেন)। "যাক্, এসব কথা এখন থাক্!" (উচ্চ সুদীর্ঘ প্রশংসাধ্বনি)। "এখন আমি আরো বিস্তৃত কৌতূহলের বিষয় বল্‌ব। মৌলিক গবেষণাকারী হিসাবে বক্তার কোন কথাটির সত্য সম্বন্ধে আমি আপত্তি করেছিলাম? পৃথিবীতে কোন কোন জাতীয় জন্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। এ বিষয়ে আমি সখের বৈজ্ঞানিক হিসাবে কিংবা জনপ্রিয় বক্তা হিসাবে কিছু বল্‌ছি না; আমার বৈজ্ঞানিক বিবেকবুদ্ধি আমাকে সত্যের সঙ্গে লেগে থাক্‌তেই বাধ্য করে, এবং সেজন্যই বল্‌ছি, যে,—যে হেতু মিষ্টার ওয়ালড্রন্ নিজের চক্ষে তথাকথিত সেকেলে জন্তু দেখেননি, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব নাই —এরূপ ধারণা করা অন্যায়। তারা বক্তার কথামত সত্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, কিন্তু, আমাকে যদি এ কথাটি বল্‌তে অনুমতি দেন, তবে আমি বল্‌ছি—এরা আমাদের সমসাময়িক পূর্ব্বপুরুষ। কারও যদি তেমন উৎসাহ এবং কষ্টসহিষ্ণুতা থাকে, এবং তাদের বাসস্থান খুঁজে বা'র করতে পারেন, তবে, এই সকল বিকট এবং ভয়াবহ জন্তুকে দেখ্‌তে পারেন। এই সব জন্তু, যাদের জুরাসিক্ যুগের ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, যারা বর্ত্তমান স্তন্যপায়ী যে কোন হিংস্র জন্তুকে তাড়া ক'রে ধ'রে গিলে ফেল্‌বে—তারা এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।" ("বাজে কথা!" "এটা প্রমাণ কর!" "আপনি কি ক'রে

জান্‌লেন ?” “প্রমাণ !” “প্রমাণ !” এইরূপ চীৎকারধ্বনি উঠিল)। “আমি কি ক'রে জান্‌লাম, আপনারা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন ? আমি জানি, কারণ, আমি তাদের গুপ্ত বাসস্থানে গিয়েছি ; আমি জানি, কারণ, আমি তাদের কয়েকটাকে দেখে এসেছি।” (প্রশংসাধ্বনি, চীৎকার, এবং কে একজন বলিল, “মিথ্যাবাদী” !) “আমি মিথ্যাবাদী ?” (সম্মতি জ্ঞাপক ধ্বনি।) “আমাকে কেউ মিথ্যাবাদী বল্‌লেন—তাই কি শুন্‌লাম ? যিনি আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লেন, তিনি দয়া ক'রে উঠে দাঁড়াবেন কি, যাতে তাঁকে চিনে রাখ্‌তে পারি ?” (একজন বলিল, “এই লোকটি, সার !” দেখা গেল, ছাত্রদলের মধ্যে একটি চশমাধারী ভালমানুষ গোছের ছেলেকে, অন্যেরা তুলিয়া ধরিয়াছে—ছেলেটি ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।) “তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ ?” (“না, সার্‌, না !” চীৎকার করিয়া এই কথা বলিয়া ছেলেটি অদৃশ্য হইল।) “এই হলের কারও যদি আমার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌বার ভরসা থাকে তাহলে, বক্তৃতার পর তাঁর সঙ্গে আমি কিছু কথা বল্‌তে চাই।” (“মিথ্যাবাদী !”) “কে এ কথা বল্‌লে ?” (আবার সেই গোবেচারি ছেলেটিকে উপরে তুলিয়া ধরিল।) “আমি যদি একবার ওখানে নেমে আসি—” (সমস্বরে ধ্বনি উঠিল, “এস, যাদু, এস !”) ইহার পর কিছুক্ষণ সভার কাজ বন্ধ হইল। সভাপতি দাঁড়াইয়া, ব্যাণ্ড মাষ্টারের মত হাত দুইটি নাড়িতে লাগিলেন।

প্রফেসারের মুখ লাল, নাসিকা-রন্ধ্র বিস্ফারিত, তাঁহার দাড়ি রাগে কণ্টকিত—একেবারে রণমূর্ত্তি। এই অবস্থায় বলিলেন—“বড় আবিষ্কারক মাত্রেই এই রকম অবিশ্বাস দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে থাকেন,

এটাই মূর্খ যুগের স্পষ্ট লক্ষণ। কোন মহামূল্য সত্য তোমাদের সাম্‌নে উত্থাপন কর্‌লে, তোমাদের এমন সহজজ্ঞান বা কল্পনাশক্তি নাই, যার সাহায্যে তোমরা সেটা বুঝ্‌তে পার। যাঁরা জীবন পণ করেছেন বিজ্ঞানের নূতন পথ খুলে দিতে—তাঁদের তোমরা গালাগালি দাও। ভবিষ্যদ্বক্তা পয়গম্বরকে তোমরা নির্য্যাতন কর। গ্যালিলিও, ডারউইন্ এবং আমি—” (অবিরাম উল্লাস-ধ্বনি এবং পূর্ণ বাধা প্রদান।)

তাড়াতাড়িতে আমি যে সব নোট করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই এই বর্ণনা দিলাম—ইহাতে তখনকার দারুণ গোলমালের অবস্থা কিছুতেই ধারণা করা যাইবে না। এমনই কোলাহল হইতেছিল, যে, অনেক ভদ্রমহিলা ইতিপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। গম্ভীর-প্রকৃতি এবং মান্যগণ্য শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধেরাও ছাত্রদের মতই উত্তেজিত হইয়া গোঁয়ার-গোবিন্দ প্রফেসারকে ঘুঁসি দেখাইতে লাগিলেন। সমগ্র জনতা যেন জল-পূর্ণ ফুটন্ত কটাহের মত টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল। প্রফেসার এক পা অগ্রসর হইয়া, তুই হাত তুলিলেন। তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে, এমন কিছু আকর্ষণী শক্তি ছিল, যে তাঁহার প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী এবং দৃপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে, সেই দারুণ কোলাহল ক্রমে শান্ত হইল। বোধ হইল, যেন, তিনি কোন বিশেষ প্রত্যাদেশ প্রচার করিতে আসিয়াছেন, তাহা শুনিবার জন্যই জনতা নীরব হইল।

তখন তিনি বলিলেন—“আমি আর আপনাদের ধ’রে রাখ্‌ব না, এতে কোন লাভ নাই। সত্য যা, তা চিরকালই সত্য। একদল মূর্খ যুবকের গোলমালে—শুধু তাই বা বলি কেন, এটাও যোগ করা উচিত যে তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরও গোলমালে, বিষয়টার কোন ক্ষতি

হবে না। আমি দাবী করছি, আমি বিজ্ঞানের একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছি। আপনারা সেটা অস্বীকার করছেন।" (আনন্দধ্বনি।) "তাহলে, আপনাদের দিয়ে আমি পরীক্ষা করাতে চাই। আপনারা নিজেদের মধ্য থেকে, জন দুই খুব বিশ্বাসী লোক ঠিক করুন, আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁরা গিয়ে, আপনাদের হ'য়ে আমার উক্তি পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।"

তুলনা-মূলক শরীর-সংস্থান বিদ্যার (anatomy) প্রধান প্রফেসার মিষ্টার সামারলি শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—লোকটি লম্বা, রোগা, মেজাজটি রুক্ষ এবং দৃষ্টি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞের মত শুষ্ক। তিনি জানিতে চাহিলেন—প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি, দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে আমাজন্ নদীর উৎপত্তি স্থানে গিয়েছিলেন—সেখানে পাওয়া গিয়েছিল কি না।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উত্তর দিলেন, যে, সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল।

মিষ্টার সামারলি জানিতে চাহিলেন—ওয়ালেস্, বেট্‌স্, এবং আরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগণ ওখানে গিয়ে যা দেখতে পাননি, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার গিয়ে তা কি ক'রে আবিষ্কার করেছেন ব'লে দাবী করলেন।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উত্তর দিলেন, যে, বোধ হচ্ছে যেন, মিষ্টার সামারলি টেমস্ নদীর সঙ্গে আমাজন্ নদীর গোলমাল করেছেন; আমাজন্‌টা বাস্তবিকই একটু বড় নদী; আর মিষ্টার সামারলির শুনলে কৌতূহল হবে, যে, ওরিনকো নদী আমাজনে এসে পড়েছে

এবং তাতে ক'রে যাতায়াতের উপযুক্ত পঞ্চাশ হাজার মাইল পথ খুলে গিয়েছে ; এবং তাহলে, এত বড় বিস্তৃত জায়গার মধ্যে যে বিষয়টা একজনের চোখে পড়েনি, সেটা অন্য একজনের চোখে পড়্‌তে পারে।

মিষ্টার সামার্‌লি কটু হাস্য সহকারে বলিলেন, যে, তিনি টেম্‌স্ এবং আমাজনের প্রভেদ বেশ বুঝ্‌তে পারেন, সে প্রভেদ বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে—টেম্‌স্ নদী সম্বন্ধে কোন উক্তি পরীক্ষা কর্‌তে পারা যায়, কিন্তু আমাজনের বেলা সেটা পারা যায় না। তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যদি সে দেশের অক্ষাংশ (ল্যাটিটিউড্) এবং দেশান্তরেখা (লঙ্গিটিউড্) জানান—যেখানে সেকালের জন্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার উত্তর করিলেন, যে, ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে তিনি সে সংবাদটি মুলতুবি রেখেছেন, তবে, উচিত মত সতর্কতা অবলম্বন ক'রে তিনি সেটা শ্রোতৃবর্গ-নির্দ্দিষ্ট সমিতিতে দিতে পারেন। মিষ্টার সামার্‌লি কি এই সমিতিতে কাজ কর্‌বেন এবং আমার উক্তি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বেন ?

মিঃ সামার্‌লিঃ "হাঁ, আমি নিশ্চয়ই দেখ্‌ব।" (উচ্চ আনন্দধ্বনি)

প্রফেসার চ্যালেঞ্জারঃ "আমিও তাহলে কথা দিচ্ছি, যে, এমন সব মাল মশলা আপনার হাতে দেব, যাতে আপনি পথ চিনে নিতে পার্‌বেন। তবে, এটাও বলা উচিত, যে, যখন মিষ্টার সামার্‌লি আমার উক্তি পরীক্ষা কর্‌তে যাবেন, তখন, আমি চাই, তাঁর সঙ্গে আরো জন দুই লোক যাবে—তাঁর সংবাদটা মোকাবিলা কর্‌বার জন্য। ওকাজে কিন্তু বিপদ যথেষ্ট আছে—সেটা আমি গোপন

কর্‌তে চাই না। মিষ্টার সামার্‌লির আরো একজন কম বয়সের সঙ্গীর দরকার হবে। স্বেচ্ছা-সেবক কেউ যেতে রাজি আছেন কি ?"

এইরূপেই মানুষের জীবনে সঙ্কট-কাল উপস্থিত হয়। বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করিবার সময়, আমি কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলাম, যে, এরূপ একটি অসম সাহসের কাজে আমি ব্রতী হব, যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ? কিন্তু গ্ল্যাডিস্—এইরূপ সুযোগের কথাই না সে বলিয়াছিল ? গ্ল্যাডিস্ নিশ্চয়ই আমাকে যাইতে বলিত। আমি লাফাইয়া উঠিলাম। কথা বলিতে যাইব কিন্তু কি বলিব তাহা তখনও স্থির করি নাই। আমার বন্ধু টার্প হেন্‌রী, আমার কোটের পিছন দিক ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং শুনিলাম ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—"বসো, ম্যালোন! সকলের সাম্‌নে গাধা বন্‌তে যেয়ো না।" ঠিক সেই সময়ে দেখিলাম—আমার কয়েকটা চেয়ার সম্মুখে একজন লম্বা রোগা লোক, গাঢ় লাল্‌চে রংএর চুল—তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিছনের দিকে ফিরিয়া, কটমট করিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু আমি ছাড়িবার পাত্র নই।

"আমি যাব, সভাপতি মশায়!" বার বার এই কথা বলিতে লাগিলাম।

শ্রোতৃবর্গ চেঁচাইয়া উঠিল—"নাম ? আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম এড্‌ওয়ার্ড ডান্ ম্যালোন্, ডেলি গেজেট পত্রিকার রিপোর্টার আমি। আমি একজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সাক্ষী।"

"আপনার নাম কি, মশায় ?" আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই লম্বা লোকটিকে সভাপতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমি লর্ড জন্ রক্স্‌টন্। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাজন নদীর পথে গিয়েছি, পথঘাট সমস্তই আমি জানি এবং এই অনুসন্ধান ব্যাপারে আমার বিশেষ যোগ্যতা আছে।"

সভাপতি বলিলেন—"শিকারী এবং পর্য্যটক হিসাবে লর্ড জন্ রক্‌সটনের নাম জগদ্‌বিখ্যাত। কিন্তু, তা হলেও, এরূপ একটা অভিযানে সংবাদপত্রের একজন লোক থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"তাহলে, আমি প্রস্তাব কর্‌ছি—এই সভার প্রতিনিধি স্বরূপ, এই দুই জনকেই নির্ব্বাচিত করা হোক্। প্রফেসার সামার্‌লি যখন আমার উক্তির যথার্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে সংবাদ আন্‌তে যাবেন, তখন তাঁর সঙ্গে এঁরাও যাবেন।"

এইরূপে, কোলাহল এবং আনন্দধ্বনির মধ্যে, আমাদের ভাগ্য স্থির হইয়া গেল। জনস্রোত ঢেউ খেলিতে খেলিতে দরজার দিকে চলিয়াছিল, তাহা আমাকেও টানিয়া নিল। এই বিরাট, নূতন সংকল্পটি এরূপ অকস্মাৎ আমার মনে উদয় হইয়াছিল, যে, ইহা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, হাস্যরত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি ব্যাপার লাগিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একখানা হাত, সেই হাতে একটি ছাতা—ছাতাটি ছাত্রদের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ইহার পর, আর্ত্তনাদ ও জয়ধ্বনির মধ্যে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ইলেক্‌ট্রিক্ ব্রুহাম্ চলিয়া গেল।

আমিও রিজেণ্ট্ ষ্ট্রীটের উজ্জ্বল আলোকের নীচ দিয়া চলিয়াছি, মনে গ্ল্যাডিসের চিন্তা এবং আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ।

হঠাৎ কে একজন আমার কনুই স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখিলাম,

যিনি এই অদ্ভুত অনুসন্ধান বাপারে আমার সঙ্গী হইতে চাহিয়াছিলেন, সেই লম্বা এবং প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক-দৃষ্টি-পূর্ণ ভদ্রলোকটি।

তিনি বলিলেন—"মিষ্টার ম্যালোন্ বুঝি। আমরা পরস্পর সঙ্গী হব—না? এই রাস্তা পার হয়েই আমার বাসা—আল্‌বেনিতে। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে যদি আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারেন, তবে দুই একটা বিষয় সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বল্‌তে চাই—বড্ড দরকারী বিষয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লর্ড রক্‌স্‌টন্ এবং আমি, উভয়ে ভিগো ষ্ট্রীট ধরিয়া গিয়া, বড়লোকদিগের প্রসিদ্ধ আড্ডাটির ফটকের মধ্য দিয়া চলিলাম। একটা ধূসর রাস্তার প্রান্তে আসিয়া নবপরিচিত ব্যক্তিটি, একটা দরজা খুলিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের সুইচ্ টিপিলেন। রঙ্গীন শেড্ দেওয়া কতকগুলি বাতি, যুগপৎ জ্বলিয়া উঠিয়া আমাদের সম্মুখের প্রকাণ্ড ঘরটিকে আলোকিত করিল। ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—আরাম এবং সৌন্দর্য্যের অদ্ভুত সমাবেশ, তাহার সঙ্গে পুরুষোচিত শৌর্য্যের চিহ্নও বর্ত্তমান। চতুর্দ্দিকে সৌখীন ধনীর বিলাস-সামগ্রী এবং অবিবাহিতের বিশৃঙ্খলতা, উভয় যেন মিশ্রিত। ঘরের মেঝেতে মূল্যবান্ লোমশ চামড়া এবং প্রাচ্য দেশের নানা বর্ণের অদ্ভুত মাদুর ছড়ান রহিয়াছে। দেওয়ালে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রাশি রাশি ছবি ও ফটোগ্রাফ টাঙ্গান—আমার মত আনাড়ি

লোকেও দেখিয়া বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক ছবি মূল্যবান্ এবং দুষ্প্রাপ্য। এই সকল সাজসজ্জার মধ্যে তাঁহার শিকারের চিহ্নগুলিও (trophies) ছড়ান ছিল; তাহা দেখিয়া আমার মনে পড়িল—লর্ড রক্স্টন্ ঐ যুগে মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, তলোয়ার খেলা, শিকার প্রভৃতিতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন যাহাকে কথায় বলে—"পাক্কা স্পোর্টস্‌ম্যান্"। তাঁহার ঘরে, আগুনের চুল্লির তাকের উপর ঢেরা-কাটা ভাবে দুইখানি দাঁড় রহিয়াছে, একখানি দাঁড় ঘোর নীল রং অন্যখানি ঘোর চেরি রং; ইহাতে বুঝিতে পারিলাম, তিনি এককালে অক্স্‌ফোর্ড এবং লিএণ্ডারের লোক ছিলেন। এই দাঁড়ের উপরে ও নীচে, তলোয়ার ও বক্সিং-গ্লাভের শ্রেণী—তিনি উভয় বিদ্যাতেই যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, এগুলি তাহারই চিহ্ন। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে, ছবির লাইনের উপরে—পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে যে সব বড় বড় জন্তু শিকার করিয়াছেন, তাহাদিগের মাথাগুলি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন।

প্রকাণ্ড ঘরটির মধ্যখানে, লাল রংএর মূল্যবান্ গালিচার উপর একখানা টেবিল ছিল, প্রাচীন শিল্পের অতি সুন্দর একটি নমুনা—সেই টেবিলের এক পাশে একটি চেয়ারে আমাকে বসিতে বলিলেন। একখানা ট্রে-তে করিয়া তাঁহার চাকর, কিছু খাদ্য এবং দুই গেলাস মদ্য আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তখন, একটা হাভানা চুরুট আমার হাতে দিয়া, তিনি স্বয়ং টেবিলের অন্য পাশে ঠিক আমার সম্মুখেই বসিলেন। তারপর তাঁহার অদ্ভুত এবং বে-পরোয়া দৃষ্টি দ্বারা আমাকে দেখিতে লাগিলেন।

মুখখানার ফটোগ্রাফ পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম—নাকটি বাঁকা,

এবং টিকালো, গালদুটি ভাঙ্গা এবং মুখে ক্লান্ত ভাব, মাথার চুল ঘোর লাল রং, চিবুকের ডগায় ছোট এক গোছা দাড়ি—তাহাতে মুখখানিতে খুব সতেজ ভাব আনিয়া দিয়াছে—অনেকটা যেন তৃতীয় নেপোলিয়ন্ এবং ডন্ কুইসোট ধরণের চেহারা। তাহা হইলেও, তাঁহাকে ঠিক গ্রাম্য ভদ্রলোকটির মত দেখায় - তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চট্‌পটে—যেন ঘোড়ায় চড়িয়া, কুকুর সঙ্গে লইয়া মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন। শরীর পাৎলা হইলেও খুব বলিষ্ঠ—বাস্তবিক, এরূপও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে, ইংলণ্ডে তাঁহার তুল্য দীর্ঘশ্রমপটু লোক খুবই বিরল। শরীরটি ছয় ফুটের বেশী উঁচু, কিন্তু কাঁধ দুইটি অদ্ভুত ধরণে গোল হইয়া নামিয়াছে বলিয়া, হঠাৎ তাঁহাকে একটু বেঁটে মনে হয়। ইহাই হইল সেই প্রসিদ্ধ লর্ড রক্‌স্টনের বর্ণনা। আমার সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া, চুরুটটি চিবাইতে চিবাইতে তিনি নীরবে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে বলিলেন—"তারপর, বাবাজি, আমরা দেখ্‌ছি তাহলে কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছি। হাঁ, তুমি আমি দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কিন্তু, আমার মনে হয়, বক্তৃতা-গৃহে ঢুক্‌বার সময়, তোমার মাথায় ও রকম কোন খেয়ালই ছিল না—কেমন?"

আমি বলিলাম—"বিন্দু-বিসর্গও না।"

"আমারও ঠিক তাই, এ রকম ভাবিও নি। কিন্তু, এই দেখ, দুজনেই একেবারে গলাজলে ডুবেছি। এই দেখ না, সবে আমি তিন সপ্তাহ যাবৎ উগাণ্ডা থেকে ফিরে এসেছি, স্কট্‌ল্যাণ্ডে একটা বাড়ীও নিয়েছি—চুক্তিপত্র পর্য্যন্ত সই করা হয়ে গিয়েছে। এখন হলো ভালই—না? তোমার কেমন লাগ্‌ছে?"

"তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি হচ্ছি সংবাদপত্রের লোক—এরূপ ঘটনা আমার কাজেরই অন্তর্ভুক্ত।"

"তা ত ঠিকই, এ কাজটা গ্রহণ কর্‌বার সময়ই তা তুমি বলেছিলে। আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, তাহলে আমার সামান্য একটা কাজের কথা তোমাকে বল্‌তে চাই।"

"খুব খুসী হয়ে সাহায্য কর্‌ব।"

"একটু কিন্তু মুস্কিলের কাজ, তাতে কিছু মনে কর্‌বে না ত?"

"মুস্কিলটা কি?"

"মুস্কিলটা হচ্ছে—ব্যালিঞ্জার। তাঁর কথা নিশ্চয় শুনেছ?"

"না।"

"সে কি হে ছোক্‌রা, তুমি থাক কোথায়? সার্ জন্ ব্যালিঞ্জার হচ্ছেন উত্তর ইংলণ্ডে সব চেয়ে ভাল ভদ্রলোক-ঘোড়সোয়ার (jockey)। সমান জমিতে আমি তাঁকে হারিয়েছি, কিন্তু ঘোড়ায় চ'ড়ে লাফাবার বেলা তিনি আমার ওস্তাদ। সবাই জানে, শিক্ষার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, তিনি ভীষণ মদ্যপান করেন। গত মঙ্গলবার থেকে তিনি নেশার ঝোঁকে প্রলাপের অবস্থায় প'ড়ে আছেন। আমার ঘরের উপরেই তাঁর ঘর। ডাক্তারেরা বলেছেন—তাঁকে কিছু খাদ্য না খাওয়াতে পার্‌লে, তাঁর বাঁচ্‌বার কোন আশা নাই। কিন্তু, বিছানার চাদরের নীচে পিস্তল নিয়ে শুয়ে আছেন, আর বলেছেন—কেউ তাঁর কাছে গেলে, পিস্তলের ছ'টা গুলিই চালাবেন। চাকরেরা ভয়ে ধর্ম্মঘট করেছে—তাঁর কাছে কেউ যাবে না। উনি বড় কড়া লোক, সার্ জন্, আবার তাঁর সাংঘাতিক হাতের টিপ। কিন্তু, এত বড় একটা লোক—গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল্ উইনার

—তাঁকে ত এরূপভাবে মর্‌তে দেওয়া যেতে পারে না—তুমি কি বল ?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাহলে, কি কর্‌তে চান ?”

“আমি ঠাউরেছি, তুমি আমি তুজনায় মিলে, ধাঁ ক’রে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেল্‌ব। হয়ত তখন নেশায় ঢুল্‌তে থাকবেন, আর না হয় এক জনকে ঘায়েল করবেন, তখন অন্য জনে গিয়ে ধরে ফেল্‌ব। পাশ-বালিশের খোলটা যদি একবার তাঁর হাতে জড়িয়ে ফেলতে পারি তবে, টেলিফোন ক’রে ষ্টমাক্‌-পাম্প্‌ আনিয়ে নেব, তা দিয়ে আচ্ছা ক’রে খাওয়াব।”

অত্যন্ত বিপদপূর্ণ কাজ আসিয়া, হঠাৎ এরূপ ভাবে উপস্থিত হইল। আমি খুব সাহসী, এ কথা বলিতে পারি না। আমার কল্পনাশক্তিটা আইরিশ্‌, তাহাতে অজানা বিপদটাকে বেশী সাংঘাতিক বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, শিশুকাল হইতেই কাপুরুষতাকে আমি দারুণ ভয় করি, এ কলঙ্কের কথা ভাবিলেও আমার আতঙ্ক হয়। কোন কাজে আমার সাহসের অভাব—এরূপ কেহ মনে করিলে, আমি নিশ্চয় উঁচু পাহাড় হইতেও লাফাইয়া পড়িতে পারি। সুতরাং, উপরের ঘরে পানোন্মত্ত লোকটিকে মানস-চক্ষে কল্পনা করিয়া, আমি একটু দমিয়া গেলাম বটে, কিন্তু, যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত ভাবেই বলিয়াছিলাম—আমি যাইতে প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে লর্ড রক্‌সটন্‌ আরও কিছু বলিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি বিরক্তি বোধ করিলাম।

বলিলাম—“কথায় কোন কাজ হবে না—চলুন যাই।”

আমি চেয়ার হইতে উঠিলাম। তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন একটু মিটি মিটি হাসিয়া, তিনি আমার বুকে তুই তিনবার

মৃদু আঘাত করিয়া, আমাকে ঠেলিয়া আবার চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

তখন তিনি বলিলেন—"বেশ, বাবাজি বেশ! তোমাকে দিয়ে ঠিক কাজ হবে।"

অমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

"আজ সকালে আমি নিজেই ব্যালিঞ্জারের ব্যবস্থা করেছি। শুধু আমার কিমনোর পিছনে একটা ফুটো ক'বে দিয়েছিলেন, ভাগ্যিস্ তাঁর হাত কেঁপে গিয়েছিল! যাহোক্, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। তাহলে, বাবাজি, তুমি কিছু মনে করোনা—কেমন? দেখ, এই সাউথ আমেরিকার ব্যাপারটা গুরুতর, সুতরাং, এ কাজে এমন লোক আমার সঙ্গী হওয়া চাই, যার উপর ভরসা করতে পারি। এই জন্যই তোমাকে একটু বাজিয়ে নিলাম, এবং আমি বল্‌তে বাধ্য যে, তুমি পরীক্ষায় বেশ প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার এবং আমার উপরেই কিন্তু সব নির্ভর করে, কারণ, দেখ্‌বে এখন, এই বুড়ো সামার্‌লিকে প্রথম থেকেই সাম্‌লাবার দরকার হবে। ভাল কথা, আয়ারলণ্ডের তরফে যে ম্যালোন্‌কে রাগ্‌বি-কাপ্ দেবার কথা হয়েছে, তুমি কি সেই ম্যালোন্?"

"আমি বোধ করি, নির্ব্বাচিতদের মধ্যে অতিরিক্ত হিসাবে (reserve) আমি।"

"আমিও ভেবেছিলাম, তোমার মুখ চেনা-চেনা লাগ্‌ছে। রিচ্‌মণ্ডের বিপক্ষে তুমি যে ট্রাই-টা করেছিলে, তখন আমিও উপস্থিত ছিলাম—এমন এড়িয়ে ছোটা আমি সমস্ত ফুট্‌বল সিজনে আর দেখিনি। পারত পক্ষে আমি রাগ্‌বি ম্যাচ্ কখনও বাদ দি

না। যাক্, তোমাকে খেলার কথা বল্‌তে ডেকে আনিনি। আমাদের কাজ সম্বন্ধে একটা ঠিক ক'রে ফেল্‌তে হবে। এই যে, টাইম্‌স্ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই জাহাজ ছাড়্‌বার খবর আছে। এই ত দেখ্‌ছি, বুথ্ কোম্পানির একটা জাহাজ আস্‌ছে সপ্তাহে বুধবারে প্যারীতে যাবে; তুমি আর প্রফেসার যদি সব ঠিক ক'রে নিতে পার, তবে, এটাতেই যাওয়া উচিত—কেমন? আচ্ছা, আমিই তাঁর সঙ্গে এ বিষয় ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। তোমার সরঞ্জাম সম্বন্ধে কি কর্‌বে?"

"ওসব ব্যবস্থা আমার কাগজ কর্‌বে।"

"তুমি বন্দুক ছুঁড়্‌তে পার?"

"এই প্রায় সাধারণ টেরিটোরিয়েল্‌দের মত পারি।"

"কি সর্ব্বনাশ! এত কাঁচা হাত? আজকালকার ছোক্‌রারা দেখ্‌ছি এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। নিজেদের চাক রক্ষা করা বিষয়ে, তোমরা দেখ্‌ছি হুল-শূন্য মৌমাছির দল। কেউ যখন একদিন এসে মধুটি খেয়ে যাবে, তখন বোকা বন্‌বে। সাউথ্ আমেরিকায় কিন্তু বন্দুকের নিশানা অব্যর্থ হওয়া চাই, কারণ, আমাদের বন্ধুটি যদি পাগল কিংবা মিথ্যাবাদী না হন, তবে ফির্‌বার আগে, সেখানে অনেক কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দেখ্‌তে পাব। তোমার কোন্ বন্দুক আছে?"

তিনি একটা ওক্ কাঠের আলমারির নিকটে গিয়া দরজাটা খুলিলেন, আমি তাহার মধ্যে, সারি সারি চক্‌চকে অনেকগুলি খাড়া নল দেখিতে পাইলাম—যেন অর্‌গ্যানের চোঙ্গা।

তিনি বলিলেন—"দেখি, আমার বন্দুকগুলি থেকে কোন্‌টা তোমাকে দিতে পারি।"

এই বলিয়া তিনি এক একটা করিয়া, চমৎকার রাইফল্‌গুলি বাহির করিতে লাগিলেন ; খটাখট্‌ শব্দে খোলেন আর বন্ধ করেন। আবার সেগুলির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন—ঠিক যেমন করিয়া মা তাঁহার সন্তানকে আদর করেন।

"এ বন্দুকটা হলো ব্ল্যাণ্ডের তৈরী '৫৫৭, এক্‌সাইট্‌ এক্‌স্‌প্রেস্‌। ঐ বড় জানোয়ারটাকে এটা দিয়ে মেরেছিলাম।" দেওয়ালে যে সাদা গণ্ডারের বিশাল মাথাটি টাঙ্গান ছিল, সেটার দিকে দেখাইলেন। "আর গজ দশেক এগুতে পার্‌লে, সে-ই আমাকে সাবাড় ক'রে ফেল্‌ত।"

"এই দেখ একটা খুব কাজের বন্দুক '৪৭০ টেলিস্‌কোপিক্‌ সাইট্‌, ৩৫০ গজ পর্য্যন্ত সোজাসুজি মারা যায়। তিন বছর আগে, পেরুভিয়ান্‌ দাসব্যবসায়ীদের উপর এটা চালিয়েছিলাম। সে দেশে আমি যেন বিধাতার দণ্ডের মত বাস কর্‌তাম, যদিও এ সংবাদটি ছাপার অক্ষরে কোথাও দেখ্‌তে পাবে না। এমন সময় আসে, বাবাজি, যখন আমাদের প্রত্যেককেই মানুষের দাবী এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার বজায় রাখ্‌বার জন্য, লড়াই কর্‌তে হয়—তা না হলে, আমরা যেন অপরাধী হয়ে পড়ি। সে জন্যই আমাকে একটু লড়্‌তে হয়েছিল। আমিই লড়াইটা আরম্ভ করি, চালাই এবং শেষও আমিই করেছিলাম। এই যে খাঁজ-কাটাগুলি দেখ্‌ছ, এর প্রত্যেকটা এক একজন দাস-খুনীর নামে। ঐ বড় খাঁজটা পিড্রো লোপেজের নামে। পিড্রো লোপেজ্‌ ছিল ঐ খুনীদের সর্দ্দার—তাকেই আমি পুটোমাও নদীর ধারে ঐ বন্দুকটা দিয়ে মেরেছিলাম। এই একটা বন্দুক আছে, এটাতেই তোমার কাজ হবে।" তিনি সুন্দর একটি

ব্রাউন এবং রূপালি কাজ করা রাইফল্ লইলেন। "এটা হাতে থাক্‌লে, তোমার কোন ভাবনা থাক্‌বে না।" বন্দুকটা আমার হাতে দিয়া, তিনি আলমারি বন্ধ করিলেন। তখন চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"ভাল কথা, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের বিষয় তুমি কি জান?"

"আজই তাঁকে প্রথম দেখেছি।"

"বেশ, আমিও তাই। বড় মজার কথা—যে লোককে জানিনা, তাঁরই সিল্ করা হুকুম নিয়ে আমাদের যাত্রা কর্‌তে হবে। বুড়োকে একটু উদ্ধত বলে মনে হলো। তাঁর বৈজ্ঞানিক সহযোগীরাও যেন তাঁকে বড় পছন্দ করেন না। এ কার্য্যে তোমার উৎসাহ হলো কি ক'রে?"

আমি সকালবেলার সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে তাঁহার নিকট বলিলাম, তিনি খুব মন দিয়া সমস্ত শুনিলেন। তারপর, সাউথ্ আমেরিকার একটা ম্যাপ আনিয়া টেবিলের উপর পাতিলেন।

উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তিনি তোমাকে যা যা বলেছেন, তার প্রত্যেকটি কথা আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করি। মনে রেখো, বিশেষ কারণ থাক্‌লেই আমি ও রকম কথা ব'লে থাকি। সাউথ্ আমেরিকা আমার খুব ভাল লাগে, এবং আমার মনে হয়, ডেরিয়েন থেকে ফিউগো পর্য্যন্ত স্থানটা—পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এবং সব চেয়ে অদ্ভুত। জায়গাটাকে লোকে এখনও জান্‌তে পারেনি এবং ধারণা কর্‌তে পারে না, এ স্থানটা কি রকম হতে পারে। আমি এ জায়গার এক ধার থেকে অন্য ধার পর্য্যন্ত যাতায়াত করেছি, দুটো গ্রীষ্ম ওখানে কাটিয়েছি—তখনই দাস-ব্যবসায়ীদের

সঙ্গে আমার সেই লড়াই হয়েছিল। সেখানে থাকতে আমিও ঐ রকমের গল্প শুনেছিলাম—ইণ্ডিয়ান্‌দের কিংবদন্তী, কিন্তু ওর পশ্চাতে কিছু আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ দেশের সম্বন্ধে যত বেশী জান্‌তে পার্‌বে, বাবাজি, ততই বুঝ্‌তে পার্‌বে—ওখানকার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। সেখানে কতগুলি অপ্রশস্ত জলপথ মাত্র আছে, তাই ধ'রে লোকে যাতায়াত করে—এর বাইরে যা কিছু আছে, সবই অন্ধকার।" তারপর চুরুট দিয়া ম্যাপের একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন—"নীচে, এখানে, এই ম্যাটো গ্রসোতে, আর উপরে ঐ কোণটার কাছে, যেখানে তিনটা দেশ এসে মিশেছে—এই দুই জায়গায় অত্যদ্ভুত কিছু দেখ্‌লেও আমি বিস্মিত হব না। আজ মিটিংএ প্রফেসার যেমন বলেছেন, সত্যি, তেমনই, প্রায় সমস্ত ইউরোপের মত বড় একটা বনের মধ্য দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার মাইল জল-পথ ব'য়ে গিয়েছে। তুমি আমি হয় ত, স্কট্‌লণ্ড থেকে কনষ্টান্‌টিনোপল্ পর্য্যন্ত—এতটা দূরে রয়েছি, কিন্তু তবু আমরা আছি সেই বিশাল ব্রেজিলিয়ান বনের মধ্যেই। এই গোলক-ধাঁধার মধ্যে মানুষ এখানে সেখানে সামান্য পথ ক'রে নিয়েছে। এদিকে আবার নদীর জল বাড়ে কমে প্রায় চল্লিশ ফুট, অর্দ্ধেকটা দেশ জলাভূমি—তার উপর দিয়ে যাবার উপায় নেই। এ রকম দেশে নূতন এবং অদ্ভুত কিছু থাক্‌বেনা কেন? আর, আমরাই বা সেটাকে খুঁজে বা'র কর্‌ব না কেন? তা ছাড়া, সেখানে প্রতি মাইলের মধ্যে জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা। আমি ঠিক পুরান গল্‌ফ্ বল্‌টির মত, আমার সাদা রং মার খেয়ে খেয়ে কবে উঠে গিয়েছে! এখন আমাকে যা খুসী তা কর্‌লেও গায়ে দাগ পড়্‌বে না। কিন্তু বাবাজি, রঙ্গচ্ছলে

যে জীবন বিপন্ন করা, তাতেই ত জীবনের স্বাদ। তাহলেই, বেঁচে থাকা সার্থক। আমরা বড় সুখপ্রিয়, নির্জীব এবং ননীর পুতুলের মত হয়ে যাচ্ছি। এই রকম প্রশস্ত, পতিত জায়গা আমাকে দাও, আমার হাতে একটা বন্দুক থাক্‌বে, আর সেখানে খোঁজ্‌বার যোগ্য কোন কিছুর সন্ধান করতে হবে। আমি যুদ্ধে গিয়েছি, ষ্টিপ্‌ল্‌ চেজিং করেছি, এয়ারোপ্লেন চালিয়েছি, কিন্তু, এই জন্তু শিকার করাটা একটা সম্পূর্ণ নূতন—হুলস্থূল ব্যাপার।"—এই ভবিষ্যৎ আশায় তিনি আনন্দে টিপিটিপি হাসিলেন।

হয়ত বা, এই নূতন বন্ধুটির বিষয় লইয়া আমি অনেক সময় নষ্ট করিলাম, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত যিনি আমার সঙ্গী হইবেন, তাঁহাকে প্রথম সাক্ষাতে যেরূপ দেখিয়াছিলাম—তাঁহার অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, কথা বলিবার আশ্চর্য্য কৌশল ইত্যাদি হুবহু বর্ণন করিলাম। অবশেষে, মিটিংএর রিপোর্টের কথা মনে পড়াতে, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল। বিদায়কালে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সেই প্রিয় রাইফ্‌ল্‌টিতে তেল মাখাইতেছেন, আর তখনও আমাদের ভবিষ্যৎ বিপদপূর্ণ কার্য্যটির কথা ভাবিয়া, মিটিমিটি হাসিতেছেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম—আমাদের কাজে যদি বিপদ থাকেই, তবে, সে বিপদের ভাগী হইবার উপযুক্ত স্থিরবুদ্ধি এবং সাহসী ব্যক্তি, সমস্ত ইংলণ্ডে তাঁহার মত অন্য কেহ নাই।

দিনমানের অদ্ভুত ঘটনাবলীর ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম, তবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মিষ্টার ম্যাক্‌ আর্ডালের সঙ্গে বসিয়া, অবস্থাটা আগাগোড়া তাঁহাকে বলিলাম। সমস্ত বিষয় পরদিন প্রাতঃকালেই পত্রিকার মালিক সার্‌ জর্জ্জ বোমাণ্ট্‌কে বলাটা

তিনি অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলেন। স্থির হইল যে, এই ব্যাপারের সমস্ত ঘটনা আমি পর পর চিঠিতে লিখিয়া ম্যাক্ আর্ডলের নিকট পাঠাইব, এবং সেগুলি পৌঁছিবামাত্র, হয় পত্রিকায় ছাপান হইবে, কিংবা প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ইচ্ছামত রাখিয়া দেওয়া হইবে পরে ছাপাইবার জন্য। কারণ, সেই অজ্ঞাত-দেশে যাইবার জন্য তিনি যে উপদেশ দিবেন, তাহাতে কি-না-কি সর্ত্ত যোগ করিয়া দিবেন—সে সম্বন্ধে কিছুই এখনও জানিতে পারি নাই। তাঁহাকে টেলিফোন্ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে, প্রথমে পত্রিকার বিরুদ্ধে কতগুলি তিরস্কার শুনা গেল, তারপর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যে, আমরা কোন্ জাহাজে যাইব সেটা জানাইলে, তিনি যেরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত মনে করেন, সেই উপদেশ যাত্রার সময় আমাদিগকে দিবেন। দ্বিতীয় বার টেলিফোন্ করিয়া কোন উত্তর-ই পাওয়া গেলনা, শুধু তাঁহার স্ত্রী করুণ স্বরে বলিলেন, যে, তাঁহার স্বামী ইতিপূর্ব্বেই ভয়ানক রাগিয়া আছেন, আমরা যেন বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তাঁহার মেজাজ আরও খারাপ করিয়া না দেই। বিকালের দিকে, তৃতীয় বারের চেষ্টায়, দারুণ একটা মর্ম্মর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। পরে সেণ্ট্রাল এক্স্‌চেঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া গেল—প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের রিসিভার চুরমার হইয়া গিয়াছে। ইহার পর সংবাদ জানিবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম।

সহিষ্ণু পাঠকগণ, এখন আর আপনাদিগকে সাক্ষাৎভাবে কিছু বলিতে পারিনা। এখন হইতে (যদি এই গল্পের ধারা বাস্তবিক আপনাদের নিকট পৌঁছায়) আমার পত্রিকার মধ্য দিয়াই আমার বক্তব্য আপনাদের নিকট পৌঁছিবে। যে সকল ঘটনা হইতে এই

অপূর্ব্ব অভিযানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিবরণ পত্রিকার সম্পাদকের নিকট রাখিয়া যাইব। তাহাতে আমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া না আসিলেও, এই ব্যাপারের একটা সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিয়া যাইবে। এই শেষ কথাগুলি আমি বুথ্ কোম্পানির ফ্রান্সিস্কা জাহাজের ক্যাবিনে বসিয়া লিখিতেছি, সেগুলি পাইলট্ বোট ম্যাক্ আর্ডলের নিকট লইয়া যাইবে। আমার নোট্‌বুক বন্ধ করিবার পূর্ব্বে, আমার দেশের শেষ দৃশ্যটির বর্ণনা দিতেছি। বসন্তের শেষ—কুয়াসাপূর্ণ স্যাঁৎসেতে প্রভাতটা, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ম্যাকিণ্টস্ পরিয়া তিনটি লোক পোস্তাঘাট ধরিয়া, জাহাজে উঠিবার তক্তাখানির দিকে চলিয়াছেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে একজন মোট-বাহক, স্তূপাকার ট্রাঙ্ক, বন্দুকের বাক্স, রাগ্ প্রভৃতি বোঝাই করা ট্রলি ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। বিমর্ষ-বদন প্রফেসার সামারলি মাথাটি নীচু করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার পা যেন চলে না, যেন ইহার মধ্যেই নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত। লর্ড জন্ রক্স্টন্ বেশ তাড়াতাড়িই চলিয়াছেন, তাঁহার শিকারের টুপি এবং গলাবন্ধের মধ্যখানে তাঁহার মুখখানি উজ্জ্বল এবং উৎসুক। আর আমি—বিদায়ের কষ্ট এবং যাত্রার আয়োজনের ব্যস্ততা শেষ হইয়াছে ভাবিয়া, আমার আনন্দই হইয়াছে, এবং সেটা আমার চাল চলনেই প্রকাশ পাইতেছিল। আমরা জাহাজের নিকট পোঁছিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ পিছনের দিক্ হইতে একটা চীৎকার শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখিলাম, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার তাঁহার কথা মত যাত্রাকালে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, আরক্ত বদনে, খিট্‌খিটে মেজাজে আমাদের পিছনে ছুটিতেছেন।

তিনি বলিলেন—"না, না, অনেক ধন্যবাদ ; আমি আর জাহাজের উপরে যাব না। কয়েকটা কথা শুধু আপনাদের বল্‌বার আছে, সেটা এখানেই বেশ বলা চল্‌বে! আপনারা ভাব্‌বেন্ না, যে, এই যাত্রার জন্য আপনাদের কাছে কোন রকমে আমি ঋণী আছি--এই আমার অনুরোধ। এটাও জান্‌বেন—এতে আমার কিছুই এসে যাবে না, এবং বাধ্যবাধকতার বিন্দুমাত্র চিন্তাও মনে পোষণ কর্‌তে আমি রাজি নই। সত্য যা, তা চিরকালই সত্য, আপনাদের রিপোর্টে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—যদিও তাতে কতগুলি অকর্ম্মণ্য লোকের মানসিক বৃত্তি উত্তেজিত এবং কৌতূহল নিবারণ কর্‌তে পারে বটে। পথ-জ্ঞাপন এবং আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার উপদেশগুলি, এই সিল্ করা খামটির মধ্যে পাবেন। আমাজন্ নদীর তীরে যে মেনাওস্ সহর আছে সেখানে পৌঁছে, তবে এই খামটি খুল্‌বেন, কিন্তু খামের উপরে যে তারিখ এবং সময়ের কথা লেখা আছে, তার আগে খুল্‌বেন্ না। সব পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌লেন ত ? এখন, এই সর্ত্তগুলি মেনে চলা সম্বন্ধে, আমি আপনাদের সততার উপর নির্ভর কর্‌ছি। না, মিষ্টার ম্যালোন্, কাগজে লেখা সম্বন্ধে কোন বাধা রাখ্‌ছি না, কারণ, সত্যের প্রকাশ করাটাই হলো এই যাত্রার উদ্দেশ্য ; তবে, আমি চাই, তোমাদের প্রকৃত গম্য স্থান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ভাবে কিছু লিখবে না, এবং ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কাগজে কিছু বা'র কর্‌তে পার্‌বে না। বিদায় হই তাহলে। তোমার এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের উপর আমার যে মনের ভাব, তোমার কার্য্যে তা অনেকটা লাঘব হয়েছে। বিদায় হই, লর্ড জন্। আমি জানি, বিজ্ঞানের আপনি কোন ধার ধারেন না, কিন্তু আপনার জন্য যে-শিকারের জায়গা

অপেক্ষা কর্‌ছে, তাতে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কর্‌তে পারেন। ডাইমর্‌ফডন্ কি ক'রে শিকার কর্‌লেন, তার বর্ণনাটা ফিল্ড কাগজে ছাপাবার বেশ সুযোগ পাবেন। আর আপনার কাছেও বিদায় নিচ্ছি, প্রফেসার সামার্‌লি। এখনও যদি আপনার আত্মোন্নতির ক্ষমতা থাকে—যদিচ সে সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস খুবই কম—তবে আপনি আরও জ্ঞানলাভ ক'রে লণ্ডনে ফির্‌বেন।"

এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন। এক মিনিট পরে জাহাজের ডেক হইতে দেখিলাম—ঐ দূরে তিনি তাঁহার ট্রেণ ধরিবার জন্য চলিয়াছেন। তারপর—এখন আমরা চ্যানেল্ ধরিয়া চলিয়াছি। বিদায়ের শেষ ঘণ্টা বাজিল, এবং তাহাতেই পাইলট্ বোটের নিকট বিদায় জানাইল। এখন হইতে আমরা সমুদ্র পথেই ক্রমাগত চলিতে থাকিব। পশ্চাতে যাঁহাদিগকে ফেলিয়া গেলাম, ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুন এবং আমাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার গল্প যাঁহাদিগের কাণে পৌঁছিবে, তাঁহাদিগকে বুথ্ কোম্পানির জাহাজের ভোগবিলাসের কথা বলিয়া বিরক্ত করিব না, প্যারা-তে যে এক সপ্তাহ কাটাইয়াছিলাম, সে সম্বন্ধেও কিছু বলিব না (তবে, পেরিরা ডা পিন্টা কোম্পানির সদয় ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, তাঁহারাই আমাদের জিনিসপত্র গুছাইয়া একত্র করিয়া দিয়াছিলেন)। নদী-পথে যাত্রার কথাও খুব সংক্ষেপে বলিব—নদীটি প্রশস্ত, স্রোত কম এবং জল কাদাটে। যে রকম ষ্টিমারে

আমরা আট্‌লান্টিক্ সমুদ্র পার হইয়াছিলাম, তাহার চাইতে এই ষ্টিমারটি বেশী ছোট নয়। ক্রমে আমরা ওবিডোন্ নদীর সংকীর্ণ স্থান পার হইয়া, মেনাওস্ সহরে গিয়া পৌঁছিলাম। স্থানীয় হোটেলটি ছিল ছোটখাট, ইহার নিতান্ত সাধারণ বিধি ব্যবস্থার হাত হইতে আমাদিগকে ব্রিটিশ এবং ব্রেজিলিয়ান্ ট্রেডিং কোম্পানির প্রতিনিধি মিষ্টার সর্টম্যান্ উদ্ধার করিলেন। তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ বাড়ীতে আমরা দিন কাটাইতে লাগিলাম এবং সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, যেদিন প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের নির্দ্দেশপূর্ণ চিঠি আমরা খুলিতে পারিব। সেইদিনের আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এই কার্য্যে যাঁহারা আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায় আমরা যে সব নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম—তাহাদের সকলেরই একটু পরিষ্কার বর্ণনা দিতে ইচ্ছা করি। আমি খোলাখুলি ভাবেই সমস্ত কথা বলিতেছি এবং আমার মালমশলাগুলি ব্যবহার করা সম্বন্ধে আপনার বিবেচনার উপরই নির্ভর করিলাম, মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল্—কারণ, ইহা জগতে প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে, আপনার হাত দিয়াই যাইবে।

প্রফেসার সামার্‌লির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুবিদিত, সে সম্বন্ধে আমার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া এইরূপ বিপদপূর্ণ অভিযানের যতটা উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহার চাইতে তিনি বেশী উপযুক্ত। তাঁহার লম্বা, রোগা এবং মজবুত শরীরটি পরিশ্রম গ্রাহ্যও করে না, তাঁহার শুষ্ক, বিদ্রূপপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সহানুভূতিশূন্য আচরণ, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের পরিবর্ত্তনেও বদ্‌লায় না। যদিও তাঁহার ৬৬ বৎসর বয়স, তবু, সময়ে সময়ে আমাদিগকে যখন

কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তখন তাঁহাকে একটুও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শুনি নাই। তাঁহার উপস্থিতিটা-কে আমি এই অভিযানে বাধা স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, এখন আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছে, যে, তাঁহার সহনশক্তি ঠিক আমারই মত প্রবল। মেজাজটা তাঁহার স্বভাবতঃ কর্কশ এবং সন্দিগ্ধ। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে একেবারে ফাঁকিবাজ, আর আমরা যে একটা সম্পূর্ণ হাস্যকর কাজে হাত দিয়াছি, বিপদ এবং নিরাশা ভিন্ন সাউথ আমেরিকায় আমাদের ভাগ্যে আর কিছু নাই এবং ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া যে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে—তাঁহার এই সমস্ত দৃঢ় বিশ্বাসের কথা, তিনি প্রথম হইতেই কখন গোপন করেন নাই। পথে, সাউদাম্‌টন্‌ হইতে মেনাওস্‌ পর্য্যন্ত, রাগে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া এবং তাঁহার ছাগল-দাড়ি নাড়িয়া, তিনি তাঁহার এই মত সর্ব্বক্ষণ আমাদের কাণে ঢালিয়াছেন। জাহাজ হইতে নামিবার পর, চারিদিকে নানারকম কীটপতঙ্গ এবং পাখীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া, মনে একটা সান্ত্বনা পাইলেন, কারণ, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা। তিনি বন্দুক এবং প্রজাপতি ধরিবার জাল লইয়া, সারাদিন বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেন, বিকালে সেগুলিকে কাগজে আঁটিয়া রাখেন। তাঁহার চালচলন কিছু কিছু খামখেয়ালি রকমের—পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দৃষ্টি নাই, শরীর অপরিচ্ছন্ন, স্বভাব অত্যন্ত অন্যমনস্ক, মুখে ছোট একটি তামাকের পাইপ লাগিয়াই রহিয়াছে। যৌবনে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযানে সংস্পৃষ্ট ছিলেন (রবার্টসনের সঙ্গে তিনি "পাপুয়া অভিযানে" ছিলেন)—অরণ্যবাস এবং নৌকাভিযান তাঁহার নিকট নূতন নহে।

কতগুলি বিষয়ে প্রফেসার সামার্লির সঙ্গে লর্ড জন্ রক্স্টনের মিল আছে, আবার কতগুলি বিষয়ে একজন অন্যজনের ঠিক উল্টা। লর্ড জন রক্স্টনের বয়স কুড়ি বৎসর কম, কিন্তু তাঁহার শরীর প্রফেসারের মতই কতকটা পাতলা এবং ছিপ্ছিপে। তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে, আমার মনে পড়ে, লণ্ডনে আমার গল্পের যে অংশটুকু রাখিয়া আসিয়াছি—তাহাতেই বর্ণনা আছে। চালচলন সম্বন্ধে তিনি অতিশয় পরিষ্কার এবং পরিপাটি, সর্ব্বদা যত্নপুর্ব্বক সাদা ড্রিলের স্যুট্ এবং ব্রাউন রংএর উঁচু মস্কুইটো বুট পরিয়া থাকেন এবং দিনে অন্ততঃ একবার দাড়ি কামান। কর্ম্মী লোকের মত তিনি কথা বলেন কম, যখন তখন চিন্তামগ্ন হইয়া পড়েন, কিন্তু কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় কিংবা বাক্যালাপে যোগ দিবার সময় তিনি ভারি চট্পটে—তখন কথা বলেন একটু হাসি তামাসা করিয়া এবং ঝাঁকানি দিয়া। সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অদ্ভুত, আমাদের যাত্রার সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস—প্রফেসার সামার্লির ঠাট্টা তামাসায় সে বিশ্বাস চূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার স্বর মিষ্ট এবং আচরণ প্রশান্ত, কিন্তু, তাঁহার ঐ মিট্মিটে নীল চক্ষুদুটির পশ্চাতে প্রচণ্ড ক্রোধ এবং অটল সঙ্কল্পের আভাস লুক্কায়িত আছে এবং সেগুলি সুসংযত আছে বলিয়াই আরও ভয়াবহ। তাঁহার পেরু এবং ব্রেজিলের কীর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু, তাঁহার দর্শনে নদীতীর-বাসী স্থানীয় লোক, যাহারা তাঁহাকে তাহাদিগের পরিত্রাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিত, তাহাদিগের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে তাহারা "রেড্চিফ্" বলিত—

এই রেড্‌চিফের ঘটনাবলী তাহাদের মধ্যে উপকথার মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই ঘটনাগুলি, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, একেবারে বিস্ময়কর।

ব্যাপারটি এইঃ—পেরু, ব্রেজিল এবং কলাম্বীয়ার সীমানা দ্বারা যে মালিক-শূন্য দেশটি আছে, লর্ড রক্‌স্‌টন্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানে গিয়াছিলেন। এই বিস্তৃত স্থানটিতে বুনো রবারের গাছ জন্মায়, এবং কঙ্গো দেশের মত, এটা স্থানীয় লোকদিগের পক্ষে একটা অভিসম্পাতের মত দাঁড়াইয়াছে—ইহার তুলনা শুধু স্পেনিয়ার্ডদিগের অধিকৃত ডেরিয়ানের পুরাতন রৌপ্য-খনির বেগার-বন্দোবস্তের সঙ্গে হইতে পারে। জনকতক দুর্বৃত্ত বর্ণসঙ্কর লোক দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; তাহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত—এমন ইণ্ডিয়ান্‌দের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া দলভুক্ত করিয়া, বাকি গুলিকে পাশবিক অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া ক্রীতদাস করিল এবং রবার সংগ্রহ কার্য্যে বাধ্য করিল। এই রবার সংগ্রহ হইলে, জলপথে পারাতে পাঠান হইত। লর্ড জন্ এই হতভাগ্য দাসদিগের পক্ষ হইয়া ঘোরতর আপত্তি করিলেন, কিন্তু অপমান এবং ভয় প্রদর্শন ভিন্ন তাঁহার পরিশ্রমের অন্য কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি দাস-ব্যবসায়ী-দিগের দলপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তাঁহার কার্য্যে কতগুলি পলাতক দাসকে দলবদ্ধ করিয়া সে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই অভিযানে, তাঁহার হস্তে দাস-ব্যবসায়ী বর্ণসঙ্কর দলপতির মৃত্যুতে শেষ হইল—ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

এইরূপ সাদাসিধা, সরল এবং মিষ্ট প্রকৃতির লোকটিকে যে

আমেরিকার সেই বৃহৎ নদীতীরে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে—সে আর বিচিত্র কি? অবশ্য, যে ভাব দ্বারা তিনি সকলকে অনুপ্রাণি করিয়াছিলেন, তাহা মিশ্রিত। স্থানীয় লোকেরা যেমন কৃতজ্ঞ ছি সেইরূপ, যাহারা স্থানীয় লোকদের কাজে লাগাইতে পারে না তাহাদের রাগও হইয়াছিল খুব। এই পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহা একটি কাজ এই হইয়াছিল, যে, তখনকার ব্রেজিলে চলিত ভাষা- যাহার এক তৃতীয়াংশ পর্ত্তুগীজ এবং দুই তৃতীয়াংশ ইণ্ডিয়ান্ - সে ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লর্ড রক্স্টন্ সাউথ আমেরিব বলিতে পাগল। জ্বলন্ত উৎসাহ ভিন্ন, তিনি ঐ মহাদেশটি সম্ব কথাই বলিতে পারিতেন না। এবং এই উৎসাহ সংক্রামক ছিল কারণ, যদিচ এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ, তবু তিনি আমার মন আকর্ষ করিতেন এবং আমার কৌতূহল উত্তেজিত করিতেন। তাঁহা কথাবার্ত্তার চমৎকারিতা, তাঁহার সঠিক জ্ঞান এবং সরস কল্পনার অদ্ভু সংমিশ্রণ—এই সমস্ত মিলিয়া একটা মোহ উৎপন্ন করিত—এমন কি শুনিতে শুনিতে অবশেষে, প্রফেসারের মুখের রুক্ষ এবং অবিশ্বাসে হাসিও দূর হইয়া যাইত। আমার ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই অপূর্ব ক্ষমতা যদি বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারিতাম! তিনি ঐ বিশা নদীটির ইতিহাস বলিতেন—কত শীঘ্র উহার সন্ধান লওয়া হইয়াছি (পেরুর সর্ব্বপ্রথম বিজেতাদের মধ্যে কেহ কেহ, নদী পথে সমগ্র দেশটি পার হইয়াছিল) কিন্তু তবু, ইহার চির-পরিবর্ত্তনশীল তীরের অন্তরালে কি আছে না আছে—সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

উত্তর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিতেন—

"ওদিকে কি আছে? গাছপালা, জলাভূমি আর বন—যার ভিতরে কেহ কোন দিন প্রবেশ করেনি। সে বনে কি থাকে, কে জানে? আর ঐ দক্ষিণ দিকে? জলাভূমি-পূর্ণ বিস্তৃত বন, যেখানে কোন শ্বেতাঙ্গ কোন দিন যায়নি। নদীর সঙ্কীর্ণ রেখার বাইরের খবর কে জানে? এ রকম একটা দেশে কি থাকা সম্ভব? বৃদ্ধ চ্যালেঞ্জারের কথাই বা ঠিক না হবে কেন? এইরূপ স্পষ্ট "স্পর্দ্ধিত" কথায় প্রফেসার সামার্লির মুখে অদম্য বিদ্রূপের হাসি ফিরিয়া আসিত, তিনি তাঁহার চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে, সহানুভূতিশূন্য নীরবতার সহিত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বসিয়া থাকিতেন।

আমার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে এখন এই পর্য্যন্তই বলিলাম, পরে, আমার গল্প যেমন অগ্রসর হইতে থাকিবে, তেমনি তাঁহাদিগের ও আমার স্বভাব এবং দোষগুণ ক্রমে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমরা কতকগুলি অনুচর দলভুক্ত করিয়াছি, ভাবী ঘটনাবলীতে ইহাদের অংশও নিতান্ত কম হইবে না। প্রথম হইল একটি অতিকায় নিগ্রো, জাম্বো তাহার নাম—যেন একটি কৃষ্ণকায় হারকিউলিস্। লোকটি গাধার মত খাটিতে পারে এবং বুদ্ধিটিও প্রায় তদ্রূপ। পারা-তে ষ্টিম্‌শিপ্ কোম্পানির সুপারিসে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, জাহাজের কাজে সে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিও শিখিয়াছিল।

পারাতেই আমরা, নদীতীর-বাসী দুইজন বর্ণসঙ্কর লোককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের নাম গোমেজ্ এবং ম্যানুয়েল—তাহারা লাল কাঠের মাল বোঝাই করিয়া, সম্প্রতিই আসিয়াছিল। দুইজনেই কৃষ্ণকায়, মুখে দাড়ি এবং ভয়ঙ্কর চেহারা—চিতা বাঘের মত চটপটে

এবং মজবুত। উভয়ে আমাজন্ নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটেই জীবন কাটাইয়াছে—ঠিক যে স্থান আমরা অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি, এবং শুধু এই বিশেষত্বের জন্যই লর্ড জন্ লোক দুইটিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে গোমেজের আরও একটি গুণ ছিল—সে চমৎকার ইংরাজি বলিতে পারিত। মাসে পনর ডলার মাহিনা—ইহাতে তাহারা আমাদের জন্য রান্না করিতে, নৌকা বাহিতে, অর্থাৎ আমাদের সব রকম কাজই করিতে রাজি হইয়াছিল। এই সকল লোক ভিন্ন আমরা বোলিভিয়াতে তিন জন "মজো ইণ্ডিয়ান্" নিযুক্ত করিয়াছিলাম—ইহারা মাছধরা এবং নৌকা চালান বিদ্যায়, নদীতীর-বাসী সমস্ত জাতির মধ্যে সকলের চাইতে নিপুণ। এই তিন জনের মধ্যে সর্দ্দারটিকে ডাকিতাম 'মজো', অন্য দুইজন ছিল যোশী এবং ফার্নেণ্ডো। তাহা হইলে, তিনটি শ্বেতাঙ্গ, দুইজন বর্ণসঙ্কর, একটি নিগ্রো এবং তিনজন ইণ্ডিয়ান্—ইহারাই সেই ক্ষুদ্র অভিযানের সেনা—সেই অদ্ভুত অনুসন্ধানে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে, ইহারা মানাওস্ সহরে উপদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশেষে, সপ্তাহকাল অধীর অপেক্ষার পর, সেই দিন এবং সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, কল্পনা-চক্ষে একবার, মানাওস্ সহর হইতে দুই মাইল ভিতরে, "সান্টো ইগ্নাসিও" বাংলোর বসিবার ঘরটি দেখিতে চেষ্টা করুন। বাহিরে সূর্য্যের স্বর্ণোজ্জ্বল, পিঙ্গল কিরণ, তাহাতে পাম্ বৃক্ষগুলির কাল ছায়া, গাছেরই মত সুস্পষ্ট আকারে পড়িয়াছে। বাতাস শান্ত, চারিদিকে কীট-পতঙ্গের অবিরাম গুঞ্জন—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা সুরের ঐকতান, মৌমাছির ভন্ ভন্ হইতে আরম্ভ করিয়া, মশকের পিন্

পিন্ ধ্বনি পর্য্যন্ত। বাংলোর বারান্দার বাহিরে পরিষ্কার ছোট একটি বাগান, তাহার চারিদিকে ফণিমনসার বেড়া, পুষ্পিত গুল্মের ঝোপ—তাহার চারিদিকে বড় বড় নীল রংএর প্রজাপতি এবং ক্ষুদ্র মধু-পক্ষীর দল তীব্র আলোকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। বাংলোর ভিতরে একটি বেতের টেবিলের চারিদিকে আমরা উপবিষ্ট। টেবিলের উপরে একটি শিল্-করা এন্‌ভেলাপ, তাহার উপরে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের হাতের আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা—

"লর্ড জন্ রক্‌স্‌টন্ এবং তাঁহার দলের জন্য উপদেশ। মানাওস্ সহরে, ১৫ই জুলাই, ঠিক বেলা বারটার সময় খুলিতে হইবে।"

লর্ড জন্ তাঁহার ঘড়িটি তাঁহার পাশেই টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আর সাত মিনিট বাকি আছে। বৃদ্ধ দেখ্‌ছি, ভারি নিয়ম-নিষ্ঠ।"

প্রফেসার সামার্‌লি তিক্ত হাস্য করিয়া তাঁহার অস্থি-চর্ম্ম-সার হাতে খামখানি তুলিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন—"খামটা এখনি খুলি আর সাত মিনিট পরে খুলি—তাতে কি আসে যায়? এটা ত সেই বুজরুকি আর প্রলাপেরই অঙ্গ! আমাকে দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে, যে, লেখকের এ সুখ্যাতি যথেষ্ট আছে।"

লর্ড জন বলিলেন—"না, না, আমরা ঠিক নিয়মমত কাজ কর্‌বই কর্‌ব। এটা প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের কাজ, তাঁর ইচ্ছায়ই আমরা এখানে এসেছি, এখন তাঁর উপদেশগুলি যদি বর্ণে বর্ণে পালন না করি, তবে সেটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে।"

প্রফেসার বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আচ্ছা মজার কাজ বটে।

লণ্ডনে থাক্‌তেই এটা আমার কাছে অসঙ্গত ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি বল্‌তে বাধ্য, যে, এই ব্যাপারটার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে, ততই এটাকে আরো বেশী অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে। এই খামের মধ্যে কি আছে জানিনা, কিন্তু, এতে সুস্পষ্ট কিছু না থাক্‌লে, নৌকায় ফিরে, পারাতে গিয়ে, বোলিভিয়া জাহাজ ধরবার আমার ইচ্ছা হতে পারে। সে যা হোক্, একটা বাতুলের উক্তি অপ্রমাণ কর্‌বার জন্য ছুটাছুটি ক'রে বেড়ানর চাইতে, জগতে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমার আছে। তাহলে, রক্‌স্‌টন্, এখন নিশ্চয়ই সময় হয়েছে?"

লর্ড জন্ বলিলেন—"হাঁ, সময় হয়েছে বৈকি। এখন বাঁশি বাজাতে পারেন।" তিনি খামটি লইয়া, ছুরি দিয়া কাটিলেন। ভিতর হইতে ভাঁজ করা এক তা কাগজ বাহির হইল। তাহা খুলিয়া টেবিলের উপরে পাতিলেন। এক তা সাদা কাগজ! কাগজখানি উল্টাইলেন, সে পিঠও সাদা। হতবুদ্ধি হইয়া আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাইলাম—প্রফেসার সামার্‌লির উচ্চ, বিদ্রূপ-পূর্ণ হাসি এই নীরবতা ভঙ্গ করিল।

তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন—"এটা ত স্পষ্ট স্বীকৃতি, আপনারা আর বেশী কি চান? লোকটা যে প্রতারক, সেটা ত সে নিজেই প্রমাণ কর্‌লে। এখন্ শুধু বাড়ী ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করা, সে কত বড় নির্লজ্জ ভণ্ড প্রতারক।"

আমি বলিলাম—"অদৃশ্য কালী নয় ত?"

লর্ড রক্‌স্‌টন্ আলোর দিকে কাগজখানা ধরিয়া বলিলেন—"তা আমার মনে হয় না। না, বাবাজি, মিথ্যে আশা করোনা। এ কাগজে কোনদিন কিছু লেখা হয়নি—এ বিষয়ে আমি জামিন থাক্‌তে পারি।"

এমন সময় বারান্দা হইতে গম্ভীর ধ্বনি উঠিল—"ভিতরে আস্‌তে পারি কি?"

রৌদ্রখণ্ডের উপর একটি খর্ব্ব-মূর্ত্তির ছায়া অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ স্বর! ঐ স্কন্ধের বিশাল বিস্তার! আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া লাফাইয়া উঠিলাম, যখন চ্যালেঞ্জার লাল ফিতা লাগান একটি ষ্ট্র-হ্যাট্‌ মাথায় পরিয়া, কোটের পকেটে দুটি হাত রাখিয়া এবং কেন্‌ভাস্‌ জুতা পায়ে দিয়া, আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাথাটি তুলিয়া তিনি সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান, প্রচুর শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখ, আর সেই উদ্ধত অসহিষ্ণু দৃষ্টি।

ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন—"মনে হচ্ছে, আমার মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গিয়াছে। আমি স্বীকার কর্‌ছি, এই খামটা আপনাদের দেবার সময় আমার এমন উদ্দেশ্য ছিল না, যে আপনারা এটা খোলেন। কারণ, আমি ঠিক করেছিলাম—সময়ের পূর্ব্বেই আপনাদের কাছে আমি উপস্থিত হব। দুর্ভাগ্যবশতঃ, পাইলটের বোকামিতে আর একটা বালুচরে আটকে গিয়েই এই দেরিটা হয়ে গেল। খুব সম্ভব, তাতে, আমার সহকর্ম্মী প্রফেসার সামার্‌লিকে, অপভাষা প্রয়োগ করবার সুযোগ দিয়েছে।"

লর্ড জন একটু কঠোর স্বরে বলিলেন—'আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, মশায়, আপনি এসে পড়ায় আমরা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ, এই বিশেষ কাজটা অসময়ে শেষ হয়ে গেল বলেই মনে হয়েছিল। এখনও কোনমতে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—আপনি এমন সৃষ্টিছাড়া উপায় কেন অবলম্বন করলেন।"

এই কথার কোন উত্তর না দিয়া, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার ভিতরে

আসিয়া আমার এবং লর্ড জনের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, প্রফেসার সামারলির দিকে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য সহকারে মাথা ঈষৎ নত করিলেন—তারপর একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার চাপে চেয়ার মড়মড় করিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত আছে কি?"

"আমরা কালই রওয়ানা হতে পারি।"

"তাহলে, তাই হবেন। এখন আর নির্দ্দেশের নক্‌সার দরকার হবে না, আমার পবিচালনার অমূল্য সুযোগটিই পাবেন। প্রথম থেকেই আমি স্থির করেছিলাম, আপনাদের অনুসন্ধানের উপর আমি স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করব। আপনি নিজেই এটা স্বীকার করবেন, যে, নক্‌সা যতই তথ্যপূর্ণ হোক না কেন, আমার নিজের বুদ্ধি এবং উপদেশের কাছে সেটা কিছুই না। আর, আপনাদের সঙ্গে যে খামটা নিয়ে চালাকি খেলল্‌াম, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, যে—আমার উদ্দেশ্যের কথা যদি আগে থাকতেই বলতাম, তাহলে, আপনাদের সঙ্গে একত্র যাবার জন্য অপ্রীতিকর অনুরোধটিকে বাধ্য হয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'তো।"

প্রফেসার সামারলি বলিলেন—"আটলাণ্টিক মহাসাগরে আর একটি জাহাজ থাকতে, আমার তরফ থেকে তা হ'তো না, সার্।"

চ্যালেঞ্জার লোমশ হাতখানি নাড়িয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন।

"আমার বিশ্বাস, সহজেই আমার আপত্তিটি ন্যায্য বলে বুঝবেন এবং এটাও মানবেন, যে, আমার গতিবিধি আমি নিজে পরিচালনা করব এবং যে মূহুর্ত্তে আমার উপস্থিতি দরকার, ঠিক তখনই গিয়ে উপস্থিত হব—এটাই আমার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। সেই মুহূর্ত্ত এখন

এসেছে। এখন আপনাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে অক্ষম হবেন না। এখন থেকে আমি এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম। আজ রাত্রেই সমস্ত আয়োজন শেষ ক'রে ফেলুন, যাতে কাল খুব সকালে আমরা রওয়ানা হতে পারি। আমার সময় মূল্যবান এবং আপনাদেরও তাই, যদিচ আপনাদেরটা কম মূল্যবান—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব, আমি প্রস্তাব করছি, যা দেখতে এসেছেন তা আমি প্রমাণ না করা পর্য্যন্ত, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা অগ্রসর হতে থাকব।"

লর্ড রকস্‌টন্ একটা বড় ষ্টিম্-লঞ্চ ভাড়া করিয়াছিলেন—এস্‌মারেল্‌ডা, এই লঞ্চ আমাদিগকে নদীপথে ভিতরের দিকে লইয়া যাইবে। আবহাওয়া বিচার করিয়া আমাদিগের অভিযানের সময় স্থির করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কারণ, শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই উত্তাপের পরিমাণ ৭৫ ডিগ্রী হইতে ৯০ পর্যন্ত কম বেশী হইত, গরমের প্রভেদটা প্রায় বুঝাই যাইত না। আর্দ্রতা সম্বন্ধে অন্যপ্রকার; ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত বর্ষার সময়, এই সময়ে নদীর জল বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। নদীর পার ডুবিয়া গিয়া, বহু বিস্তৃত স্থানে জলাশয়ের মত হইয়া যায়, এইরূপ দেশগুলিকে স্থানীয় লোকেরা "গাপো" বলে এবং এই গাপো-গুলি পাঁক-পূর্ণ বলিয়া পদব্রজে যাতায়াতের পক্ষে অনুপযুক্ত আর এত অগভীর, যে, উপর দিয়া নৌকা চালানও অসম্ভব। প্রায় জুন মাসে এই জল কমিতে আরম্ভ করে এবং অক্টোবর নভেম্বর মাসে একেবারে কমিয়া যায়। অতএব আমাদের অভিযান আরম্ভ হইল, যখন বৃষ্টি হয় না, তখন—সেই সময়ে বড় বড় নদী এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখা-গুলি অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।

নদীতে স্রোত খুব সামান্যই ছিল। অন্য কোন নদীই নৌকা চালানর পক্ষে এমন সুবিধাজনক নহে, কারণ, নদীতে সচরাচর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতেই বাতাস বয়, সেজন্য' পালে-চলা জাহাজ পেরুভিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিতে পারে এবং ফিরবার কালে স্রোতের সাহায্যেই চলিয়া আসে। আমাদের বেলা, এসমারেল্ডার উৎকৃষ্ট এঞ্জিন নদীব এই সামান্য স্রোত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছিল এবং আমরা বেশ দ্রুতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তিন দিন যাবৎ আমরা এমন একটা নদী ধরিয়া যাইতে লাগিলাম, যেটা মোহানা হইতে হাজার মাইল দূর হইলেও এমনই বৃহৎ, যে, তাহার মধ্যস্থল হইতে উভয় তীরকে, দিগন্ত ছায়ার মত মনে হইতেছিল। মানাওস ছাড়িবার পর চতুর্থ দিনে, আমরা একটা শাখানদীতে প্রবেশ করিলাম, এটা মুখের কাছে মূল নদী হইতে একটু ছোট ছিল। হঠাৎ এটা সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল এবং আরও দুইদিন চলিবার পর, আমরা ইণ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম—চ্যালেঞ্জার জেদ্ করিতে লাগিলেন, এখানেই আমাদিগকে নামিতে হইবে এবং এখান হইতেই এসমারেলডাও ফিরিয়া যাইবে মানাওসে। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, একটু আগেই আমরা নদীপ্রপাতে গিয়া পড়িব, এস্মারেল্ডা আর কোন কাজে লাগিবে না। মৃদুস্বরে আরও বলিলেন—এখন আমরা অজ্ঞাত দেশের প্রবেশ-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, যত কম লোক এই সংবাদ জানিতে পারে, ততই ভাল। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন, যে, আমরা এমন কিছু বলিতে কিংবা প্রকাশিত করিতে পারিব না, যাহাতে আমাদের ভ্রমণের ঠিকঠিকানার সম্বন্ধে কোন ঈঙ্গিত দেয়; চাকরদিগকেও এই সর্ত্তে

শপথ করান হইল। এই কারণেই আমি আমার গল্পটিকে অস্পষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং আমার পাঠকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি—আমি যদি কোন ম্যাপ কিংবা ছবি দেই, তবে, তাহার স্থানগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিক থাকিলেও দিঙ্‌নির্দ্দেশ ইচ্ছা করিয়া গোলমাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেটাকে সেই দেশে যাইবার প্রকৃত পথপ্রদর্শক রূপে কোন মতে গ্রহণ করা যায় না। প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের এই গোপনের ইচ্ছা ন্যায্য হইতে পারে কিংবা না-ও হইতে পারে, কিন্তু উহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না, কারণ, আমাদিগকে পরিচালনা করিবার সর্ত্তগুলিকে পরিবর্ত্তন করার চাইতে, বরঞ্চ তিনি সমগ্র অভিযানটাকেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় দিনে, আমরা এস্‌মারেল্‌ডার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, বহির্জগতের সহিত বন্ধনের শেষ সূত্রটি ছিন্ন করিলাম। তারপর, চারিটি দিন পার হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমরা ইণ্ডিয়ান্‌দের নিকট হইতে দুইটা বড় ক্যানো (ডিঙ্গা) ভাড়া করিয়া লইলাম। ক্যানো দুইটি খুব হাল্‌কা জিনিসের তৈরি (বাঁশের ফ্রেমের উপরে চাম্‌ড়া দেওয়া)—কোন বাধা উপস্থিত হইলে, সে গুলিকে বহন করিয়া লইতে পারা যাইবে। আমাদের সমস্ত সরঞ্জাম এই ক্যানোতে বোঝাই করিলাম, এবং দুইজন অতিরিক্ত ইণ্ডিয়ান্ নিযুক্ত করিলাম, ক্যানো-চালনে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য। আমি জানিতে পারিলাম, ইহারা—আটাকা এবং ইপিটু—প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের পূর্ব্ব যাত্রার সময়, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সেই ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহারা যেন দারুণ

ভয় পাইল বলিয়া মনে হইয়াছিল ; কিন্তু এই সকল দেশে দলপতির আধিপত্য অসাধারণ, তিনি যদি কোন ব্যাপার লাভজনক মনে করেন, তাহাতে অন্য সকলের উচ্চবাচ্য করিবার উপায় থাকে না।

তাহা হইলে, কালই আমরা অজ্ঞাত-দেশে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। এই খবর আমি ক্যানোর সাহায্যে নদীপথে পাঠাইতেছি, এবং যাঁহারা আমাদের পরিণাম জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন, হয়ত তাঁহাদের নিকট এটাই আমাদের শেষ কথা হইতে পারে। প্রিয় মিষ্টার ম্যাক্ আর্ডল্! আমাদের ব্যবস্থানুযায়ী, এই চিঠি আপনাকেই লিখিলাম, আপনার বিবেচনানুসারে ইহার রক্ষণ, বর্জ্জন এবং পরিবর্ত্তন—যাহা খুসী করিতে পারেন। প্রফেসার সামার্লির অবিচ্ছিন্ন অবিশ্বাস সত্ত্বেও, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের ভরসাজনক আচারব্যবহার দেখিয়া, আমার খুবই বিশ্বাস হয়—আমাদের দলপতি তাঁহার উক্তি প্রমাণ করিবেন, এবং আমরা সত্য সত্যই অত্যদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমাদের বন্ধুগণ শুনিয়া আমাদেরই মত খুসী হইবেন, আমরা গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এবং অন্ততঃ আংশিক ভাবে আমরা দেখিয়াছি, যে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের উক্তি প্রমাণ করা যাইতে পারে। একথা সত্য, আমরা এখনও অধিত্যকায় চড়ি নাই, কিন্তু উহা আমাদের সম্মুখেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং, এমন কি, প্রফেসার

সামারলির মেজাজও অনেকটা শান্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যে ঠিক কথাই বলিয়াছেন, এটা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করিবেন না বটে, কিন্তু, তাহা হইলেও এখন তিনি আর বারবার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন না, এবং অধিকাংশ সময় সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, নীরবে বসিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখন আমি পূর্ব্ব বিষয়ে ফিরিয়া যাইব—আমার গল্প যেখানে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেখান হইতে আবার বলিতে আরম্ভ করিব। আমাদের স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের একজন আঘাত পাইয়াছেন, তাহাকে তাহার বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাইতেছি—তাহারই নিকট এই চিঠিখানা দিতেছি; চিঠিখানা পৌঁছিবে কি-না, সে বিষয়ে মনে গভীর সন্দেহ রহিল।

গতবারে যখন চিঠি লিখিয়াছিলাম, তখন, এস্‌মারেল্‌ডা আমাদিগকে ইণ্ডিয়ানদের যে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, সেই গ্রাম আমরা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। একটা দুঃসংবাদ দিয়া আমার বিবরণী আরম্ভ করিতে হইল, কারণ, আজই বিকালে একটা গুরুতর ব্যক্তিগত ফেসাদ (প্রফেসার দুইটির মধ্যে যে অবিরাম খিটিমিটি চলিয়াছিল—সেটা ছাড়িয়াই দিলাম) উপস্থিত হইল, তাহার পরিণাম দুঃখময় হইতে পারিত। ইংরাজি বলিতে পারিত যে দো-আঁস্‌লা গোমেজ্, তাহার কথা আগে বলিয়াছি—লোকটা বেশ কাজের এবং খুব চট্‌পটে কিন্তু আমার মনে হয়, লোকটার একটু দোষ ছিল—বড় কৌতূহলপরায়ণ; এ রকম লোকের মধ্যে প্রায়ই এই দোষ দেখা যায়। শেষ দিন বিকালে, আমার যে কুটীরে বসিয়া আমাদের প্ল্যান্ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলাম, সেই কুটীরের নিকটেই না কি সে লুকাইয়াছিল। আমাদের অভিকায় নিগ্রোটি—জাম্বো—

তাহাকে দেখিতে পায়। জাম্বো কুকুরের মত প্রভুভক্ত এবং তাহার স্বজাতিদের মত সে-ও বর্ণ সঙ্করদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। সে লুক্কায়িত গোমেজ্‌কে দেখিবামাত্র, টানিয়া আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। গোমেজ্ ছোরা বাহির করিল এবং জাম্বোর গায়ে বসাইয়াই দিত, কিন্তু অসুরের মত বলবান্ নিগ্রো, এক হাতে সেই ছোরা কাড়িয়া লইল। তিরস্কার দ্বারাই এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইয়াছেঃ প্রতিদ্বন্দ্বী তুইটিকে পরস্পরের করমর্দ্দন করিতে বাধ্য করা হইল, এবং ইহার পর আশা করি, আর কোন অশান্তির কারণ উপস্থিত হইবে না। এটা স্বীকার করিতে হইবে, যে, চ্যালেঞ্জার একেবারে অসহ্য, কিন্তু সামার্‌লিরও ভাষা বড় কর্কশ এবং তাহাতেই ব্যাপার আরও খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। গত রাত্রে চ্যালেঞ্জার বলিয়াছিলেন, যে, টেমস্ নদীর দিকে চাহিয়া, তাহার পোস্তার উপর বেড়াইবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই, কারণ, নিজের চরম গম্যস্থানটা দেখিতে পাওয়া মানুষের পক্ষে অপ্রীতিকর। অবশ্য তাঁহার সমাধিস্থান যে ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টার এবিতে নির্দ্দিষ্ট হইবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। সামার্‌লি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া, এই বলিয়া, কড়া জবাব দিয়াছিলেন, যে, তাঁহার বিশ্বাস মিল্‌ব্যাঙ্ক্ কারাগারটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। চ্যালেঞ্জারের দম্ভ এতই বিপুল, যে, কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না। শিশুর সঙ্গে লোকে যেমন সদয় ভাবে কথা বলে, তেমনই ভাবে তিনি শুধু হাসিয়া বলিলেন, "বটে! বটে!" বাস্তবিক ইহারা যেন তুইটি শিশু— একজন নীরস এবং কলহপ্রিয়, অন্যজন উদ্ধত এবং ভয়াবহ; কিন্তু, তবু, প্রত্যেকেরই বিপুল জ্ঞান তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান-জগতে পুরোবর্ত্তী পদে স্থান দিয়াছে। জ্ঞান, চরিত্র এবং সহৃদয়তা—ইহাদের প্রত্যেকটি

কিরূপ বিভিন্ন, তাহা আমরা মানুষের জীবন সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা লাভ করি, ততই বুঝিতে পারি।

ইহার পরদিনই আমরা এই অদ্ভুত অভিযানে প্রকৃত পক্ষে যাত্রা করিলাম। আমাদের জিনিসপত্র দুইটি ক্যানোতে সহজেই ধরিল। দুইভাগে ছয়জন করিয়া আমরা এক একটায় চড়িলাম, প্রফেসার দুটিকে দুই ক্যানোতে আলাদা করিয়া দিয়া, শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। আমি নিজে রহিলাম চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে; তিনি বেশ খোস-মেজাজে ছিলেন, তাঁহার প্রতি আচরণে যেন নীরব আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল, প্রতি অঙ্গ হইতে যেন প্রীতি উদ্ভাসিত হইতেছিল। তাঁহার অন্য রকমের মেজাজ সম্বন্ধেও আমার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং এই সূর্য্যালোকের মধ্য হইতে হঠাৎ ঝড় বজ্রপাত দেখা দিলেও, আমি বেশী কিছু বিস্মিত হইব না। তাঁহার সংসর্গে নিশ্চিন্ত থাকা যেরূপ অসম্ভব, তেমনই বিষণ্ণ থাকাও অসম্ভব—কারণ, তাঁহার দারুণ মেজাজ যে কখন কোন্ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, সে সম্বন্ধে সব সময় সশঙ্ক সন্দেহের মধ্যে থাকিতে হয়।

দুইদিন পর্য্যন্ত আমরা বেশ বড় একটি নদী দিয়া চলিলাম, প্রায় একশত গজ চওড়া, তাহার জল কাল কিন্তু টল্‌টলে পরিষ্কার—নদীর তলাটা পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমাজনের শাখা নদী গুলির অর্দ্ধেকই প্রায় এই রকমের, বাকি অর্দ্ধেকের জল সাদাটে এবং অস্বচ্ছ—এই প্রভেদ নির্ভর করে, যেরূপ দেশের মধ্যে দিয়া বহিয়া যায়, তাহার উপরে। পচা গাছ পালার জন্য কাল রং হয় এবং সাদা রং হয় কাদাটে জমির জন্য। দুইবার আমরা প্রপাতের সম্মুখে পড়িয়াছিলাম, প্রত্যেক বারই আধ মাইল ঘুরিয়া গিয়া, সেগুলিকে এড়াইতে

হইয়াছিল। নদীর উভয় পাশের বন ছিল আদিম যুগের, এ কালের বনের চাইতে সহজে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়—তাহার মধ্য দিয়া আমাদের ক্যানো বহিয়া নিতে বেশী মুস্কিল হইল না। আর, জীবনে এই গভীর রহস্য কি কখন ভুলিতে পারিব? গাছগুলি যে কত উঁচু এবং তাহাদের কাণ্ড যে কত মোটা—আমি সহরের লোক—সেটা আমার ধারণার অতীত। বিরাট স্তম্ভের মত ক্রমাগত ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে, অবশেষে আমাদের মাথার বহু ঊর্দ্ধে ডাল পালাগুলি মিশ্রিত হইয়া, যেন সবুজ রংএর জমাট একটি ছাদ প্রস্তুত করিয়াছে—তাহার ভিতর দিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল, সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি, মহান্ অন্ধকার দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নীচের দিকে পড়িতেছে। আমরা যখন পুরু কার্পেটের মত মোলায়েম গলিত উদ্ভিদের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিতেছিলাম, তখন, ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে গোধূলির নীরবতার মত একটা ভাব আমাদের মনের মধ্যে আসিল; এমন কি চ্যালেঞ্জারের জোরাল স্বরও ফিস্‌ফিসানিতে নামিয়া আসিল। একাকী হইলে, এই সকল প্রকাণ্ড গাছের একটারও নাম জানিতে পারিতাম না, কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক ছুটি সিডার (দেবদারু জাতীয়) গাছ এবং আরও কত রকমের গাছ আমাদিগকে চিনাইয়া দিলেন। উজ্জ্বল সজীব অর্কিড (পরগাছা) এবং কত অদ্ভুত বর্ণের শৈবাল, গাছগুলির কাল গায়ে যেন ঝলমল্ করিতেছিল। এই সকল বিস্তীর্ণ এবং পতিত বনের মধ্যে, যে সকল উদ্ভিদ অন্ধকার পছন্দ করে না, সেগুলি ক্রমাগত ঊর্দ্ধে আলোকের দিকে উঠিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক গাছ এমন কি ছোটগুলি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সবুজ ছাদের দিকে উঠিবার চেষ্টায়, বৃহত্তর গাছগুলিকে জড়াইতে থাকে।

লতাজাতীয় গাছগুলি প্রকাণ্ড এবং ঘন পল্লব-যুক্ত হয়, যে সকল গাছ লতাজাতীয় নহে, সেগুলিও নিরানন্দ অন্ধকারের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, লতান-বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহার ফলে দেখা যায় —বিছুটি, যুঁই জাতীয় গাছ এবং জ্যাকিটারা পাম্ গাছ, বিরাট সিডার বৃক্ষের কাণ্ড জড়াইয়া সেটার ডগায় পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা চলিয়াছি, মাথার উপর দিয়া সেই বিরাট সবুজ ছাদটিও চলিয়াছে, কিন্তু তাহার নিম্নে কোন প্রাণীর গতিবিধি দেখা গেলনা, কিন্তু আমাদের মাথার বহু উর্দ্ধে একটা অবিরাম নড়াচড়া দ্বারা জানা গেল, যে, আলোকবাসী নানা রকমের সাপ, বানর, পক্ষী এবং শ্লথ্—অপরিসীম নিম্নে অন্ধকারের মধ্য দিয়া, আমরা কয়টি ক্ষুদ্র প্রাণী যে হোঁচট্ খাইতে খাইতে চলিয়াছি—তাহাই যেন তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিল। ভোর বেলা এবং সূর্য্যাস্তের সময়, কোলাহল-প্রিয় বানরের দল একত্রে চীৎকার করিত, টিয়া পাখীর দল কিচিরমিচির করিত, কিন্তু দিনের বেলা গরমের সময়, শুধু কীট পতঙ্গের ভন্ ভন্ শব্দ আসিয়া কাণে পৌঁছিত—যেন, বহু দূরে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গিতেছে। কিন্তু সেই বিরাট অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন তরুবীথির মধ্যে কোন জীবের সাড়া পাওয়া যাইত না। একবার মাত্র কোন লুক্কায়িত বক্রপাদ জানোয়ার, হয়ত এণ্ট্ইটার কিংবা ভল্লুক, আমাদিগকে দেখিবামাত্র হুড়মুড় করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। এই বিরাট আমাজনীয় বনের মধ্যে, এই একটি মাত্র জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও, এই রহস্যপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে আমাদের অনতিদূরেই যে মানুষও রহিয়াছে, তাহারও আভাস পাওয়া গেল।

তৃতীয় দিনে, শুনিতে পাইলাম, যেন শূন্যে একটা অদ্ভুত গভীর ভড়র্ ভড়র্ শব্দ হইতেছে—গম্ভীর এবং ছন্দের সহিত, ক্ষণে ক্ষণে—সমস্তটা সকাল জুড়িয়া। প্রথম যখন এই শব্দ শুনিতে পাইলাম, তখন নৌকা দুটি কাছাকছি দাঁড় টানিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ভয় পাইয়া আমাদের ইণ্ডিয়ান্ অনুচরগুলি পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেল এবং কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কি ?"

লর্ড জন্ নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন—"দামামা, যুদ্ধের ঢাক। আমি আগেও এ রকম শুনেছি।"

গোমেজ্ বলিল—"হ্যাঁ সার্, যুদ্ধের ঢাক। জংলি ইণ্ডিয়ান্, এরা ব্রেভো জাতের, মান্সো নয়। সারা পথ জুড়ে আমাদের উপর নজর রাখ্ছে—সুবিধা পেলেই আমাদের খুন কর্বে।"

আমি নিশ্চল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের তারা কেমন ক'রে দেখ্তে পাচ্ছে ?"

গোমেজ্ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ইণ্ডিয়ান্রা জানে। তাদের জান্বার কায়দা আছে। তারা আমাদের উপর নজর রাখে। ঢাকের বোলে তারা পরস্পরে কথা বলে। সুবিধা পেলেই আমাদের মেরে ফেলবে।"

সেইদিন বিকালের দিকে—আমার পকেট-ডায়েরিতে দেখিলাম, সেটা ছিল মঙ্গলবার, ১৮ই আগষ্ট—নানাদিক্ হইতে অন্ততঃ ৬।৭টা ঢাক বাজিতেছিল। কখন বা দ্রুত বাজে, কখন ধীরে ধীরে ; কখন মনে হয়, যেন প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। একবার, দূরে পূর্ব্ব দিকে একটা খ্যান্ খ্যান্ করিয়া উঠিল, একটু পরেই আবার উত্তর দিক্

হইতে গভীর ধ্বনি। ঐ অবিরাম ধ্বনির মধ্যে এমনই একটা লোমহর্ষক এবং আসন্ন বিপদের ভাব ছিল, যে, মনে হইল যেন দো-আঁস্‌লার সেই কথা গুলিই ঢাকে বারবার বাজিতেছে—"সুবিধা পেলেই তোমাদের মারব।" এই নীরব অরণ্যের মধ্যে জনপ্রাণীও নড়িতেছে না, গাছগাছড়ার অন্ধকার আবরণের মধ্যে শান্তি এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধ নীরবতা বর্ত্তমান— কিন্তু দূরে পশ্চাৎ হইতে, আমাদের স্বজাতি মানবের বার্ত্তা অবিরাম আসিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্ব দিক হইতে বলিতেছে, "সুবিধা পেলেই তোমাদের মারব।" উত্তর দিক হইতেও বলিতেছে, "সুবিধা পেলেই তোমাদের মার্‌ব।"

সারাদিন ঢাকের বাদ্য চলিল, কখনও জোরে, কখনও আস্তে, সেই বাদ্যের ভয় আমাদের কৃষ্ণকায় সঙ্গীদের মুখে প্রতিফলিত হইল। এমন কি, দাম্ভিক এবং দুঃসাহসী বর্ণসঙ্করও যেন ভয় পাইল। কিন্তু সেইদিন আমি সামার্‌লি এবং চ্যালেঞ্জারের চরম সাহসিকতার পরিচয় পাইলাম—সে সাহসিকতা বৈজ্ঞানিকের। যে সাহস আর্জেণ্টাইনের হিংস্র, অসভ্য জাতির মধ্যে ডারউইন্‌কে এবং মালয়দেশের নরমুণ্ড-লোলুপ অসভ্যদিগের মধ্যে ওয়ালেস্‌কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তদনুরূপ সাহস ইহাদিগেরও ছিল। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ, যে, মানুষ একসঙ্গে দুইটি বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, কাজেই, কাহারও মন যখন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে ভরপুর থাক, তখন ব্যক্তিগত ভাবনা তাহার মনে স্থান পায় না। সারাদিন এই বিরামশূন্য ভয়ের মধ্যে আমাদের প্রফেসার দুইটি, প্রত্যেকটি উড্ডীয়মান্ পক্ষীকে এবং নদীর পারের প্রত্যেকটি গুল্মকে লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং সেগুলির সম্বন্ধে বেশ বচসাও চলিতেছিল—চ্যালেঞ্জারের গভীর গর্জ্জনের সঙ্গে

সঙ্গে সামার্‌লিরও খেঁক্‌খেকানি সমানে চলিত। সেণ্ট্‌ জেম্‌স্‌ স্ট্রিটে রয়েল সোসাইটির ক্লাবে, আরাম-ঘরে তাঁহারা যেমন নিশ্চিন্ত মনে থাকিতেন, এইখানেও তেমনিই—বিপদের ভাবনাও নাই, বাদ্যকারী ইণ্ডিয়ান্‌দের কথাও না। শুধু একবার যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

প্রতিধ্বনিত বনের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"মিরান্‌হা কিংবা আম্বাজুয়াকা নরখাদক এরা।"

সামার্‌লি বলিলেন—"তাতে কোন সন্দেহ নাই, মশায়! আমি একরকম ধ'রে নিতে পারি, যে, এরকম জাতের লোকেদের মত এরাও মঙ্গোলীয় শ্রেণীর এবং এদের ভাষা "বহুলীনপদময়"।*

চ্যালেঞ্জার, যেন একটু সদয় ভাবে বলিলেন—"ভাষা বহুলীনপদময় ত বটেই, আমার কাছে শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যাখ্যা আছে, এই মহাদেশে অন্য কোন রকম ভাষার অস্তিত্ব আছে কি না, সেটা আমার জানা নাই। মঙ্গোলীয়-মতবাদটাকে আমি অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখি।"

সামর্‌লি তিক্তভাবে বলিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, তুলনা-মূলক শারীর সংস্থান বিদ্যায় সাধারণ রকমের জ্ঞান থাকলেই, ওটার মীমাংসার যথেষ্ট সহয়তা হয়।"

চ্যালেঞ্জার সদর্পে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"ঠিক কথাই বলেছেন, মশায়। সাধারণ জ্ঞান থাকলে তাই হত বটে। যার জ্ঞান চূড়ান্ত তাকে কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হয়।" তাঁহারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ

* Polysynthetic—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন—তখনই চারিদিকে দূর হইতে ধ্বনি উঠিল, "তোমাদের মারব—সুবিধা পেলেই তোমাদের মেরে ফেল্‌ব।"

সেই রাত্রে আমরা ভারি ভারি পাথর নোঙ্গর স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, নদীর মধ্যস্থলে আমাদের ক্যানোদুটি বাঁধিলাম এবং সম্ভাবনীয় আক্রমণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। যাহা হউক, কোন বিপদ আসিল না এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আবার চলিলাম—ঢাকের বাদ্য আমাদের পশ্চাতে ক্রমে ডুবিয়া গেল। বিকাল প্রায় তিনটার সময় আমরা খুব খাড়া এবং এক মাইলের উপর লম্বা একটা নদী-প্রপাতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম—ঠিক এই-খানেই প্রফেসার চ্যালেঞ্জার তাঁহার প্রথম অভিযানের সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আমি স্বীকার করিতেছি, যে, এই দৃশ্য আমার মনে ভরসা আনিয়া দিল, কারণ, বিষয়টা সামান্য হইলেও তাঁহার উক্তির সত্য সম্বন্ধে এটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইণ্ডিয়ান্‌রা প্রথমে আমাদের ক্যানোদুটি পরে আমাদের জিনিসপত্র ঘন ঝোপের মধ্য দিয়া বহিয়া লইয়া গেল, আমরা শ্বেতাঙ্গ চারিজন আমাদের বন্দুক কাঁধে করিয়া তাহাদের আগে আগে পদব্রজে চলিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীপ্রপাত পার হইয়া, আরও দশ মাইল গিয়া, রাত্রির জন্য নৌকা বাঁধিলাম। এইখানে হিসাব করিয়া দেখিলাম, শাখানদীর পথে আদি-নদী হইতে একশত মাইলের কম দুর আসি নাই।

পরদিন মধ্যাহ্ণের কিছু পূর্ব্বে, আমরা "মহা-যাত্রা" করিলাম। প্রাতঃকাল হইতেই প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে নদীর উভয় পার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে ছিলেন। হঠাৎ তিনি মহোল্লাসে

চীৎকার করিয়া, আঙ্গুল দিয়া একটা গাছ দেখাইলেন—গাছটা নদীর উপরে একটু বিশেষভাবে কাৎ হইয়াছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা কি বলুন দেখি ?"

সামারলি বলিলেন—"এটা আসাই পাম, আর কি।"

"ঠিকই বলেছেন। একটা আসাই পামই আমি চিহ্ন রেখেছিলাম। গুপ্ত প্রবেশ-পথটি নদীর অন্য পারে, আর আধ মাইল আন্দাজ গেলেই পাওয়া যাবে। চেয়ে দেখুন, গাছের পর গাছ চলেছে এবং এটাই এর আশ্চর্য্য এবং রহস্য। ঐ দেখুন, যেখানে ঘোর সবুজ ঝোপের বদলে হাল্‌কা সবুজ নল খাগ্‌ড়া আরম্ভ হয়েছে—ঐখানে, ঐ বিশাল শিমূল গাছগুলির মধ্যে আমার অজ্ঞাত দেশে যাইবার সেই গুপ্ত পথটি। এগিয়ে চলুন, তা হলেই সব বুঝ্‌তে পারবেন।"

স্থানটি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। সেই নলখাগ্‌ড়া-চিহ্নিত জায়গাটিতে পৌঁছিয়া, আমরা লগি ঠেলিয়া তাহার মধ্য দিয়া ক্যানোদুটিকে প্রায় একশত গজ লইয়া গেলাম, এবং অবশেষে স্থির জলের একটি অগভীর স্থানে পৌঁছিলাম—বেশ পরিষ্কার টল্‌টলে জল, তাহার তলায় বালু। নদীটা বোধ হয় গজ কুড়ি চওড়া ছিল এবং দুইটি পারই ঘন ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। খানিক দূর পর্য্যন্ত গাছপালার পরিবর্ত্তে যে নলখাগ্‌ড়া চলিয়াছে, এটা যে লক্ষ্য করে নাই তাহার পক্ষে এরূপ একটি নদীর অস্তিত্ব অনুমান করা অসম্ভব ; আবার ইহার পর যে একটি পরীরাজ্য আছে, সেটা ত সে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিবে না।

বাস্তবিক এটা পরীরাজ্যই—মানুষের কল্পনা ইহার চাইতে

অদ্ভুত কিছু ধারণাই করিতে পারে না। ঘন ডালপালা মাথার উপরে মিলিত হইয়া, একটি স্বাভাবিক সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে এবং শ্যামল সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, অস্পষ্ট স্বর্ণাভ আলোকে সবুজ নির্ম্মল জলের নদীটি বহিয়া চলিয়াছে—শুধু এই দৃশ্যটিই চমৎকার, তদুপরি উপর হইতে উজ্জ্বল আলোকেব নানা বর্ণের আভা পড়িয়া, ইহাকে আরও অপরূপ করিয়া ছিল। স্ফটিকের মত উজ্জ্বল কাচের মত স্থির নদীটি আমাদের সম্মুখে পাতার তোরণের নীচ দিয়া প্রসারিত, আমাদের বৈঠার প্রত্যেক আঘাতে ইহার উজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশে হাজার হাজার তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে ছিল। বিস্ময়পুর্ণ দেশের এইটি উপযুক্ত প্রবেশ-পথই বটে। ইণ্ডিয়ানদের সাড়া শব্দ আর পাওয়া যাইতেছিল না, কিন্তু জীব জন্তু আরও ঘন ঘন দেখা যাইতেছিল এবং ইহাদের শান্ত ভাব দেখিয়া বুঝিতে পাবা গেল, ইহারা শিকারী দেখে নাই। কাল মখ্মলের মত লোমওয়ালা ছোট ছোট বানর, সাদা ধপ্ধপে দাঁত বাহির করিয়া আমাদিগকে ভেংচাইতেছিল এবং কিচিরমিচির করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে নদীর পার হইতে কুমীর ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জলে পড়িতেছিল। একটা কাল, আনাড়ি টেপির ঝোপের ফাঁক দিয়া আমাদের দিকে চাহিয়াই, হুটোপাটি করিয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল। একবার একটা হল্দে রংএর খুব বড় পুমা (সিংহের মত জন্তু), হিংস্র-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া, ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পাখী দেখা গেল প্রচুর, বিশেষতঃ কঙ্ক, সারস এবং আইবিস্, নীল, লালচে এবং সাদা রংএর ছোট ছোট দল বাঁধিয়া, পারের উপর লম্বমান প্রত্যেকটি ডালে বসিয়াছিল, আবার আমাদের নীচে স্ফটিকের মত জলে, নানা বর্ণ এবং আকৃতির মাছ ছিল অনেক।

এই ঝাপ্‌সা সবুজ আলোকের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, আমরা তিন দিন চলিলাম। একটানা লম্বা জায়গায় আসিলে, সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলা কঠিন দূরে কোথায় জল শেষ হইয়াছে এবং কোনখানে দূরস্থ সবুজ খিলানের নীচের পথ আরম্ভ হইয়াছে। এই অদ্ভুত জল-স্রোতের গভীর শান্তি মানুষের আগমনে নষ্ট হয় নাই।

গোমেজ্ বলিল—"এখানে কোন ইণ্ডিয়ান্ আসেনা। তারা কুরু-পুরিকে ভয়ানক ভয় করে।"

লর্ড জন্ বুঝাইয়া বলিলেন—"কুরুপুরি বনের ভূত। যে কোন অপদেবতার এই নাম। বেচারি ইণ্ডিয়ান্‌দের বিশ্বাস, এদিকে দারুণ ভয়ের কিছু আছে—তাই তারা এদিক্ মাড়ায় না।"

তৃতীয় দিনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, যে, আমাদের ক্যানো-যাত্রা আর বেশী দূর চলিবে না, কারণ, নদী ক্রমেই অগভীর হইতে লাগিল। ঘণ্টা দুইএকের মধ্যে দুই বার নৌকার তলা মাটিতে আট্‌কাইয়া গেল। অবশেষে আমরা নৌকা টানিয়া ঝোপের মধ্যে লইয়া গিয়া, নদীর তীরে রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকাল বেলা লর্ড জন্ এবং আমি, বনের মধ্য দিয়া নদীর পাশাপাশি দুই মাইল পথ গেলাম ; কিন্তু যখন দেখিলাম নদীর জল ক্রমেই কমিতেছে, তখন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলাম—প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, আমরা ক্যানো চলিবার চরম সীমায় আসিয়াছি। সুতরাং সেগুলিকে টানিয়া পারে তুলিয়া, ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম, এবং নিকটেই একটা গাছে কুড়াল দিয়া দাগ কাটিয়া রাখা হইল, যাহাতে আবার ক্যানোগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। তারপর আমাদের জিনিসপত্রগুলি আমাদের

মধ্যে ভাগাভাগি করা হইল—বন্দুক, গুলি, খাদ্য, একটা তাঁবু, কম্বল এবং অন্য সব জিনিস—তখন, আমাদের পুঁটুলিগুলি কাঁধে লইয়া, আমাদের পর্যটনের অধিকতর পরিশ্রমের পথে যাত্রা করিলাম।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এই নূতন অবস্থার আরম্ভটা হইল, আমাদের ঐ ধানী-লঙ্কা দুটির কলহ দ্বারা। আমাদিগের সঙ্গে মিলিবার পর হইতেই, চ্যালেঞ্জার দলের সকলকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হুকুম দিতেন, সামারলি তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না! এ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্ম্মী প্রফেসারকে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াতে (কাজটা ছিল, শুধু একটা এনিরয়েড্ ব্যারোমিটার বহিয়া নেওয়া) ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল।

ভীষণ ধীর ভাবে সামারলি বলিলেন—"জিজ্ঞাসা করতে পারি কি —কোন্ অধিকারে মশায় এসব হুকুম চালাচ্ছেন?"

চ্যালেঞ্জার কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন, তাঁহার চুল খাড়া হইয়া উঠিল।

"প্রফেসার সামারলি, আমি এই অভিযানের দলপতি হিসাবে এসব হুকুম করছি।"

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মশায়, ও হিসাবে আপনাকে আমি স্বীকার করিনা।"

চ্যালেঞ্জার অসংযত বিদ্রূপের সহিত মাথা নীচু করিয়া বলিলেন —"বটে! তাহলে, দয়া ক'রে ব'লে দিন, আমার পদটা কি!"

"হাঁ তা, বলছি। আপনার সত্যবাদিতার বিচার হচ্ছে, এই দলটি সেই বিচার করতে এসেছেন। সুতরাং, আপনাকে বিচারক-দের কথা মেনে নিতে হবে।"

একটা ক্যানোর ধারে বসিয়া চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"ওরে বাপ্‌-রে! তাহলে, অবশ্য, আপনারা আপনাদের ইচ্ছামত যান্‌. আমি সুবিধামত আপনাদের পিছনে আসছি। আমি যদি নেতা-ই না হই, তবে, আপনাদের আমি নিয়ে যাব—এটা আপনারা আশা করতে পারেন না।"

ভগবানের কৃপায়, এই দুটি বিজ্ঞ প্রফেসারের নির্ব্বুদ্ধিতার এবং খিট্‌খিটানিতে বাধা দিবার জন্য, আমার এবং লর্ড জনের মত দুইটি প্রকৃতিস্থ লোক দলের মধ্যে ছিল, নতুবা শূন্য-হস্তে আমাদিগকে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে হইত। তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে কত না যুক্তি তর্ক, অনুনয় বিনয় এবং কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। ইহার পর সামার্‌লি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, পাইপটি মুখে করিয়া অগ্রসর হইলেন, চ্যালেঞ্জারও গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে দুলিয়া দুলিয়া পিছনে চলিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ, একটা বিষয় আমরা জানিতে পারিলাম—এডিন্‌বরার প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ইলিংওয়ার্থ সম্বন্ধে, আমাদের পণ্ডিত দুইটিরই অত্যন্ত হীন ধারণা। তখন হইতে এই বিষয়টাই হইল আমাদের রক্ষা কবচ। ঝগড়া উপস্থিত হইলেই, আমরা এই স্কচ্‌ প্রাণিতত্ত্ববিৎ এর কথা তুলিতাম, আর তখনই প্রফেসার দুইটি সাময়িক সন্ধিস্থাপন করিয়া, এক যোগে এই সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিন্দা করিতেন, গালাগালি দিতেন।

এক এক জনে লাইনবন্দী করিয়া নদীর পার দিয়া অগ্রসর হইয়া, ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পাইলাম—নদীটি ছোট হইতে হইতে প্রায় নালার মত হইয়া, স্পঞ্জের মত শেওলা-পূর্ণ একটা বিরাট জলাভূমিতে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে—সেইখানে আমাদের পা হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া

গেল। জায়গাটা মশা এবং সকল রকমের কীটপতঙ্গে একেবারে পরিপূর্ণ—যেন মেঘের মত উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আমরা বনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া, এই মারাত্মক স্থানটাকে পাশ কাটাইয়া, আবার যখন শক্ত জমি পাইলাম, তখন খুবই আনন্দ হইল।

ক্যানো ছাড়িবার পর দ্বিতীয় দিনে, আমরা দেখিলাম, যে, সমস্তটা দেশের চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আমাদের পথ ক্রমাগত উপরের দিকে চলিয়াছে এবং আমরা যত উঁচুতে উঠিতে ছিলাম, ততই বন পাত্‌লা হইতেছিল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত তেমন আর জম্‌কাল ছিল না। আমাজোনীয় প্রদেশের পলি-জাত সমতল ভূমির বিরাট গাছগুলির জায়গায়, ফিনিক্স্‌ এবং ককো পামএর ঝোপ ছত্রভঙ্গ হইয়া জন্মিয়াছে। সেগুলির মাঝে মাঝে ঘন ঝোপ। বেশী স্যাঁতসেতে নীচু জমিতে মরিসিয়া পাম্—তাহার বাহারি পাতাগুলি যেন মাথা নীচু করিয়া রহিয়াছে। আমরা ষোল আনা কম্পাসের সাহায্যে চলিতেছিলাম, একবার কি দুইবার চ্যালেঞ্জার এবং ঐ দুইটি দাণ্ডয়ানের মধ্যে মতভেদ হইল, তখন প্রফেসারের ক্রোধমিশ্রিত কথাগুলি উল্লেখ করিয়াই বলিতেছি—দলের সকলে, "আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শের চাইতে, নিম্নস্তরের অসভ্যদিগের ভ্রান্ত সহজ-বুদ্ধির উপরেই বেশী বিশ্বাস স্থাপন করিতে", সম্মত হইল। তৃতীয় দিনে যখন দেখা গেল, যে, চ্যালেঞ্জার তাঁহার পূর্ব্ব পর্য্যটনের অনেক চিহ্ন চিনিতে পারিলেন, তখন বুঝিতে পারিলাম—আমরা ঠিকই করিয়াছিলাম; এক স্থানে আমরা চারিটি কাল, পোড়া উনানের পাথর দেখিতে পাইলাম—এখানেই প্রথম বারে তাঁবু ফেলা হইয়াছিল।

রাস্তা তখনও উপরের দিকেই চলিয়াছিল, আমরা একটা পাথর-পূর্ণ ঢালু জায়গা পার হইলাম, পার হইতে তুই দিন লাগিল। আবার গাছের পরিবর্ত্তন দেখা গেল, শুধু ভেজিটেব্‌ল্ আইভরি ট্রি এবং প্রচুর পরিমাণে অতি অদ্ভুত সমস্ত অর্‌কিড্—তাহার মধ্যে তুষ্প্রাপ্য মুটোনিয়া ভেক্‌সিলারা এবং ক্যাট্‌লিয়া আর অডোন্‌টোগ্লসামের গোলাপী এবং লাল্‌চে রংএর উজ্জ্বল ফুলগুলি চিনিতে পারিলাম। মধ্যে মধ্যে, পাথরপূর্ণ তলদেশ এবং তুটি পার ফার্ণ-এ ঢাকা—এরূপ ক্ষুদ্র নদী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া কুল্‌কুল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল: এইরূপ পাথরপূর্ণ জলাশয়ের পারে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁবু খাটাইতাম; সেই জলাশয়ে ট্রাউট মাছের মত রাশি রাশি মাছ ছিল, তাহা দিয়া উপাদেয় নৈশ-ভোজন হইত।

ক্যানো ছাড়িবার পর, নবম দিনে, প্রায় একশত কুড়ি মাইল পথ আসিয়া, আমরা বৃক্ষপূর্ণ স্থান হইতে বাহির হইতে লাগিলাম; গাছ-গুলি ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষে ঝোপে পরিণত হইল এবং সেগুলির স্থানে বিশাল বাঁশবন আরম্ভ হইল; এই বাঁশবন এমনই ঘন সন্নিবিষ্ট, যে, ইণ্ডিয়ান্‌দের কুড়াল দিয়া কাটিয়া পথ বানাইয়া, তবে আমরা তাহার মধ্যে ঢুকিতে পারিলাম; সকাল সাতটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত চলিলাম, মধ্যে এক ঘণ্টা করিয়া তুইবার বিশ্রাম—এইভাবে, সারাদিনে আমরা এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম। ইহার চাইতে একঘেয়ে এবং ক্লান্তিজনক কিছু কল্পনা করা যায় না, কারণ, খুব খোলা জায়গায়ও আমি দশ বার গজের বেশী দূরে দেখিতে পাইতাম না। সাধারণতঃ, আমার দৃষ্টি, সম্মুখে লর্ড জনের কোটের উপরে এবং তুই পাশে ফুটখানেক দূরে, সেই

হলুদে দেওয়ালের উপরেই সীমাবদ্ধ থাকিত। উপর হইতে সূক্ষ্ম সূর্য্যকিরণ পড়িত এবং আমাদের মাথার পনর ফুট উপরে দেখা যাইত —বাঁশের ডগাগুলি গভীর নীল আকাশের গায়ে দোল খাইতেছে। এই বাঁশবনে কোন্ জাতীয় জন্তু বাস করে জানি না, কিন্তু, অনেক সময়, খুব নিকটেই যেন বড় জানোয়ার লাফাইয়া পড়ার মত শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। শব্দ শুনিয়া লর্ড জন স্থির করিলেন, সেগুলি গো-জাতীয় বন্য জন্তু। ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা এই বাঁশবন পার হইলাম, সারাদিনের দারুণ ক্লান্তির পর তখনই তাঁবু খাটান হইল।

পরদিন ভোর বেলা আবার চলিলাম; দেখা গেল, জায়গার চেহারা আবার বদ্লাইয়া গিয়াছে। আমাদের পিছনে বাঁশের দেওয়াল দেওয়া রাস্তা, দেখাইতেছিল, যেন, একটি নদীর ধারা বহিয়া গিয়াছে। আমাদের সম্মুখে খোলা সমতল ভূমি, উপরের দিকে চড়াই, তাহাতে মধ্যে মধ্যে ঝোপ ঝাড়ও ছিল—সমস্ত জায়গাটা বাঁকিয়া, শেষে লম্বা, তিমি মাছের পিঠের মত একটা পাহাড়ে গিয়া পরিণত হইয়াছে। এই জায়গাটায় আমরা বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় গিয়া পৌঁছিলাম; পৌঁছিয়া দেখিলাম, সম্মুখে আরও একটা উপত্যকা, তাহার পরেই ক্রমে উঁচু হইয়া আকাশের গোল সীমার সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। এইখানে, যখন আমরা প্রথম পাহাড়টি পার হইতেছিলাম, তখন, একটি ঘটনা হইয়াছিল যেটা উল্লেখযোগ্য হইতেও পারে কিংবা নাও হইতে পারে।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, স্থানীয় দুটি ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সকলের আগে ছিলেন, তিনি হঠাৎ থামিয়া, উত্তেজিত হইয়া ডান দিকে আঙ্গুল দিয়া

দেখাইলেন। আমরা চাহিয়া দেখিলাম—মাইল খানেক দূরে একটা কিছু, যেন গ্রে রংএর প্রকাণ্ড একটা পাখী, মাটি হইতে উঠিয়া খুব নীচ দিয়া ধীরে ধীরে সোজা উড়িয়া যাইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে গাছের ঝোপের মধ্যে গিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

চ্যালেঞ্জার আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সামারালি, এটা দেখ তে পেয়েছিলে কি?"

জন্তুটা যেখানে অদৃশ্য হইয়াছিল, চ্যালেঞ্জারের সহকর্ম্মী সেইদিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কি ছিল, বল্‌তে চাও?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা একটা টেরোড্যাক্‌টিল্।"

সামার্‌লি বিদ্রূপপূর্ণ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"টেরো-ঘোড়ার ডিম! ওটা একটা সারস।"

চ্যালেঞ্জারের এত রাগ হইল, যে তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। পুঁটুলিটি আবার পিঠে লইয়া চলিতে লাগিলেন। যাহা হউক, লর্ড জন্ আমার নিকটে আসিলেন, তাঁহার হাতে "সাইস্" দূরবীণ এবং মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর।

তিনি বলিলেন—"গাছের মধ্যে অদৃশ্য হবার আগেই ওটাকে আমি দূরবীণ দিয়ে দেখেছিলাম। ওটা কি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব না কিন্তু শিকারী হিসাবে বাজি রাখ্‌তে পারি, যে, আমি জীবনে যত রকমের পাখী দেখেছি, তার কোনটার মত এটা নয়।"

এই ত হইল ব্যাপার। প্রফেসার যে দেশের কথা বলেন, আমরা কি সেই অজ্ঞাত জগতের কিনারায় আসিয়া, তাহার প্রবেশ

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি? যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই আপনাকে লিখিলাম; আমি যতটুকু জানি, আপনিও ততটুকুই জানিতে পারিবেন। এই একটি মাত্র ঘটনাই হইয়াছে, ইহার পর এমন কিছু দেখি নাই যাহাকে অদ্ভুত বলা যাইতে পারে।

যদি সত্যই আমার এই লেখাগুলি কাহারও পড়িবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে—হে পাঠক বর্গ, আমি আপনাদিগকে প্রশস্ত নদী দিয়া, খাগ্‌ড়ার বনের মধ্য দিয়া সবুজ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া, পাম্‌গাছ-পূর্ণ ঢালু জমি দিয়া, কাঁটাওয়ালা বাঁশ বনের মধ্য দিয়া, এবং এই ফার্ণগাছপূর্ণ সমতল জমি পার করিয়া আনিয়াছি। অবশেষে আমাদের গন্তব্যস্থান একেবারে আমাদের চোখের সাম্‌নে। আমরা আলির মত দ্বিতীয় পাহাড়টি পার হইয়া সম্মুখে দেখিলাম পাম্‌গাছ-পূর্ণ অসমান একটি প্রান্তর এবং তাহার পরেই ছবিতে যে লাল রং খাড়া পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়াছিলাম—সেইটি। আমি লিখিতেছি, আর দেখিতেছি—ঐ সেটি রহিয়াছে, এবং এটা যে ঠিক সেটাই, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান আড্ডা হইতে, এই পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটতম অংশটি হইবে সাত মাইল দূরে এবং দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত এটা বাঁকিয়াই চলিয়াছে। চ্যালেঞ্জার লক্কা-পায়রার মত বুক ফুলাইয়া চলিতেছেন, সামার্‌লি নীরব কিন্তু এখনও সন্দিগ্ধচিত্ত। অন্য একদিন হয়ত আমাদের কতক সন্দেহ দূর হইবে। ইতিমধ্যে, আমাদের চাকর যোশীর হাতে, ভাঙ্গা বাঁশের খোঁচা লাগিয়ে ফুটা হইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া যাইবার জন্য জেদ করিতেছে; তাহার হাতেই এই চিঠি পাঠাইতেছি, আশা করি চিঠি অবশেষে আপনার হাতে পৌঁছিবে। সুবিধা হইলেই আবার

লিখিব। চিঠির সঙ্গে আমাদের পর্য্যটনের একটা মোটামুটি নক্সা দিলাম, তাহা দেখিয়া আমার বিবরণী বুঝা সহজ হইতে পারে।

— — —

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা হইয়াছে। ইহার কথা পূর্ব্বে কি কেহ ভাবিতে পারিয়াছিল? আমাদের দুঃখ কষ্টের শেষ দেখিতেছি না। হয়ত বা চিরজীবন এই অদ্ভুত অগম্য স্থানে কাটাইবার জন্য আমরা দণ্ডিত হইয়াছি। এখনও আমার মাথায় এমন গোল লাগিয়া রহিয়াছে, যে, বর্ত্তমানের ঘটনাগুলি এবং ভবিষ্যতে কি হইতে পারে কোনটার সম্বন্ধেই পরিষ্কার চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আমার স্তম্ভিত বুদ্ধির কাছে একটাকে মনে হইতেছে দারুণ সাংঘাতিক এবং অন্যটা রাত্রির মত গভীর অন্ধকার।

কোন লোক কোন দিন এরূপ খারাপ অবস্থায় পড়ে নাই। আপনার কাছে আমাদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থানটি প্রকাশ করিয়া এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য, বন্ধুদের নিকট লোক পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়া কোন লাভ নাই। তাঁহারা লোক পাঠাইলেও, খুব সম্ভবতঃ তাহারা সাউথ আমেরিকায় পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

চন্দ্রলোকে থাকিলে আমরা মানুষের সাহায্য হইতে যতটা দূরে থাকিতাম, এখনও বাস্তবিক সেই রূপই আছি। আমাদিগকে জয়লাভ করিতে হইলে, শুধু আমাদের শক্তি সামর্থ্যই আমাদিগকে

উদ্ধার করিতে পারে। প্রসিদ্ধ তিনটি লোক আমার সঙ্গী—সকলেরই অগাধ বুদ্ধিবল এবং অটল সাহস। ইহার উপরেই আমাদের এক মাত্র ভরসা! আমার সঙ্গীদিগের উদ্বেগশূন্য মুখের দিকে যখনই তাকাই, তখনই এই অন্ধকারে ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাই। বাহিরে আমি তাঁহাদের মতই উদাসীন ভাব দেখাই, কিন্তু ভিতরে আমার মন আতঙ্কে পূর্ণ।

পরপর যে সকল ঘটনা আমাদিগকে এই বিপদে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেইগুলির সম্বন্ধে, যতটা সম্ভব, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আপনাকে দিতেছি।

আমার আগের চিঠিখানা শেষ করিবার সময়, আমি বলিয়াছিলাম, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার যে মালভূমিটির কথা বলিয়াছিলেন, সেটিকে যে লাল রংএর বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী চারিদিকে ঘিরিয়া আছে—সে পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আমরা সাত মাইলের মধ্যে ছিলাম। সেগুলির নিকটে যাইতে যাইতে দেখিলাম, তাহাদের উচ্চতা স্থানে স্থানে, প্রফেসার যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার চাইতে বেশী—কোন কোন স্থানে হাজার ফুট উঁচু—এবং সেগুলি এরূপ বিচিত্রভাবে স্তরীভূত যে, আমার বিশ্বাস তাহা ব্যাসল্ট্ শৈল-উৎক্ষেপের লক্ষণ। এইরূপ কতকটা এডিন্‌বরার স্যালিস্‌বারি পাহাড়ে দেখা যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বিস্তর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া গেল; শীর্ষের কিনারায় ঝোপ এবং ভিতরের দিকে বড় বড় অনেক গাছ। জীবিত প্রাণীর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

সেই রাত্রে, এই পাহাড়ের নীচেই আমরা তাঁবু ফেলিলাম—স্থানটি নিরতিশয় গহন এবং জনপ্রাণিহীন। উপরের পাহাড়গুলি শুধু যে

খাড়া ছিল তাহা নহে, সেগুলির মাথা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়াছিল—কাজেই, উপরে উঠা একেবারে অসম্ভব। আমাদের নিকটেই মন্দিরের চূড়ার ন্যায় সেই বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়টি ছিল, যেটির কথা মনে হয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এটা গির্জ্জার চওড়া এবং লাল বুরুজের মত, ইহার ডগাটি পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতপ্রাচীরের উপরিস্থ মালভূমির সঙ্গে সমান সমান, কিন্তু উভয়ের মধ্য দেশে প্রকাণ্ড একটা ফাটল, হাঁ করিয়া রহিয়াছে। ছোট পাহাড়টির চূড়ায় একটি মাত্র উঁচু গাছ ছিল। এই চূড়া এবং অপর দিকের পর্ব্বতপ্রাচীর—দুটিই অপেক্ষাকৃত নীচু—আমার মনে হয় পাঁচ ছয় শত ফুট মাত্র হইবে।

গাছটা দেখাইয়া প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এই গাছেই সেই টেরোড্যাক্‌টিল্ বসেছিল। আমি ঐ ছোট পাহাড়টার মাঝামাঝি উঠে, ওটাকে গুলি ক'রে মেরেছিলাম। আমার মনে হয়, আমার মত পর্ব্বতারোহী এই পাহাড়ের ডগায় উঠ্‌তে পার্‌ত; অবশ্য, তাহলেও সে মালভূমির দিকে আর বেশী অগ্রসর হতে পার্‌ত না।"

চ্যালেঞ্জার যখন তাঁহার টেরোড্যাক্‌টিলের কথা বলিলেন, তখন আমি প্রফেসার সামার্‌লির দিকে তাকাইয়াছিলাম, এবং এই প্রথম মনে হইল, যেন, তাঁহার মুখে একটু বিশ্বাস এবং অনুতাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। তাঁহার মুখে আর বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নাই, বরঞ্চ, চক্ষে উত্তেজনা এবং বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি। চ্যালেঞ্জারও ইহা দেখিয়াছিলেন, এবং বিজয়ের এই প্রথম আস্বাদনে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

তিনি স্থূল এবং উদ্ভট রসিকতা করিয়া বলিলেন—"অবশ্য, প্রফেসার সামার্‌লি ধ'রে নিতে পারেন, যে, আমি যখন টেরোড্যাক্‌টিলের কথা বলি, তখন মনে করি সারস, তবে কি-না সে

সারসের পালক নাই—আছে কঠিন চামড়া, ঝিল্লীময় ডানা এবং মাড়িতে দাঁত।" এই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং চক্ষু মিট্‌মিট করিয়া এমনই হাসিতে লাগিলেন, যে, তাঁহার সহকর্ম্মী সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কফি এবং ম্যানিয়োক্ (কন্দ বিশেষ) দিয়া সামান্য রকম জলযোগ করিলাম, কারণ, আমাদের খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হওয়া দরকার ছিল। তারপর, উপরে মালভূমিতে উঠিবার সকলের চাইতে ভাল উপায় কি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা-সভা বসিয়া গেল।

চ্যালেঞ্জার গম্ভীরভাবে সভাপতির কাজ করিতে লাগিলেন, যেন, তিনি প্রধান বিচারপতিরূপে বিচারাসনে বসিয়াছেন। কল্পনাচক্ষে দেখুন—তিনি বড় একটা পাথরের উপর বসিয়াছেন, তাঁহার বালকোচিত বেখাপ্পা ষ্ট্র-হ্যাট্‌টি মাথার পিছনে হেলান ভাবে রহিয়াছে, তাঁহার উদ্ধত অর্দ্ধমুদ্রিত দৃষ্টি আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতেছে, এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিবিধিগুলি যখন ধীরে ধীরে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, তখন তাঁহার বিপুল কাল দাড়ি দুলিতেছে।

তাঁহার নীচে আমরা তিন জন—আমি, রোদে-পোড়া, তরুণ এবং মুক্ত বাতাসে ঘুরিয়া সতেজ; সামার্‌লি গম্ভীর, মুখে তখনও তার্কিকের ভাব এবং তামাকের পাইপ; লর্ড রক্‌স্টন্ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, লঘুকায়, সতর্ক, বন্দুকের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান এবং তাঁহার ঈগল পক্ষীর মত দৃষ্টি বক্তার উপরে নিবদ্ধ। আমাদের পিছনে সেই কৃষ্ণকায় বর্ণসঙ্কর দুইজন এবং ইণ্ডিয়ান্‌দের ছোট দলটি, আর সম্মুখে

এবং মাথার উপরে সেই বিশাল রক্তিম শিলারাশি, আমাদের গন্তব্যপথের অন্তরায় রূপে খাড়া হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দলপতি বলিলেন—"বলা বাহুল্য, যে, আগের বারে আমি এই পাহাড়ে চড়বার জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই, এবং আমি যেটা পারিনি, সেটা বোধ করি না, যে, আর কেউ পার্‌বে; কারণ, আমার পাহাড়ে চড়বার অভ্যাস বেশ আছে। তখন পাহাড়ে চড়বার কোন সরঞ্জাম আমার কাছে ছিল না, কিন্তু এখন খেয়াল ক'রে সে সব সঙ্গে এনেছি। সেগুলির সাহায্যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই স্বতন্ত্র বুরুজের মত পাহাড়টার চূড়ায় উঠ্‌তে পার্‌ব। কিন্তু আদত পর্ব্বতমালাটি যখন সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, তখন সেটায় চড়বার চেষ্টা বৃথা। আগের বারে বর্ষা এসে পড়েছিল, খাদ্যও ফুরিয়ে এসেছিল—কাজেই, আমাকে তাড়াতাড়ি কর্‌তে হয়েছিল খুবই। এই সব কারণে আমি সময় বেশী পাইনি, শুধু পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে প্রায় ছয় মাইল পর্য্যন্ত সন্ধান ক'রে দেখেছিলাম—উপরে উঠ্‌বার কোন পথ পাইনি। এখন, তাহলে, আমরা কি কর্‌ব?"

প্রফেসার সামার্‌লি বলিলেন—"কর্‌বার মত একটি মাত্র যুক্তিসঙ্গত কাজ আছে। আপনি যদি পূর্ব দিক্ দেখে থাকেন, তবে, আমরা পাহাড়ের ভিত্তি ধ'রে পশ্চিম দিকে যাব এবং সন্ধান ক'রে দেখ্‌ব, আরোহণের উপযুক্ত স্থান পাই কি-না।"

লর্ড জন্ বলিলেন—"ঠিক কথাই বলেছেন। সম্ভবতঃ এই পর্ব্বত-মালার মাথার মালভূমিটা খুব বড় নয়; উপরে উঠ্‌বার সহজ জায়গা না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমরা এটার চার্‌দিকে ঘুরে বেড়াব, আর,

না হয়, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম সেইখানেই আবার ফিরে আসা হবে।”

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—“আমি আগেই আমাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে বুঝিয়ে বলেছি, (আমার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই, তিনি এরূপভাবে বলিতেন, যেন, আমি স্কুলের ছাত্র, দশ বৎসর বয়স) যে, পাহাড়ের কোনখানে চড়বার সহজ পথ থাকা একেবারে অসম্ভব, কারণ, তা যদি থাক্‌ত, তবে চূড়াটা এরূপ স্বতন্ত্র হতোনা, এবং এমন অবস্থাও ঘট্‌ত না যা প্রাণীর উদ্বর্ত্তনের সাধারণ নিয়মে এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বাধা দিতে পারে। তবু, আমি স্বীকার কর্‌ছি, যে, হয়ত এমন জায়গা থাক্‌তে পারে, যেখান দিয়ে নিপুণ কোন পর্ব্বতারোহীর পক্ষে চূড়ায় পৌঁছান সম্ভব। কিন্তু প্রকাণ্ড এবং ভারি কোন জন্তু, সে পথে নাম্‌তে পারে না। তবে, চড়বার উপযুক্ত স্থান যে আছে সেটা নিশ্চিত।”

সামার্‌লি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“সেটা আপনি কি করে জান্‌লেন, মশায়?”

“এই জন্য, যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই আমেরিকান্ ম্যাপল্ হোয়াইট্ সত্যি সত্যি উপরে উঠেছিল। তা না হলে, সে যে ঐ রাক্ষুসে জন্তুটার ছবি এঁকেছিল—সেটা ও দেখ্‌লে কি করে?”

নাছোড়বান্দা সামার্‌লি বলিলেন—“বিষয়টা প্রমাণিত হবার আগেই আপনি সেটার দোহাই দিচ্ছেন। আপনার মালভূমি স্বীকার ক’রে নিচ্ছি, কারণ, সেটা আমি দেখেছি। কিন্তু, সেখানে কোন জীবিত প্রাণী আছে ব’লে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারিনি।”

“মশায়, আপনি কি স্বীকার করেন বা কি স্বীকার করেন না—

তার এক রতিও গুরুত্ব নাই। মালভূমিটা যে বাস্তবিকই আপনার বোধগম্য হ'তে পেরেছে, তা দেখেই আমি খুসী হয়েছি।"—এই বলিয়া চ্যালেঞ্জার মালভূমিটার দিকে তাকালেন, তারপর, এক অদ্ভুত কাণ্ড!—তিনি পাথর হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সামার্‌লির মুখখানা আকাশের দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া, উত্তেজনার সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দেখুন, দেখুন! মালভূমিতে যে জীবন্ত জন্তু আছে, এখন সেটা আপনাকে উপলব্ধি করাতে পেরেছে কি?"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, খাড়া পাহাড়ের কিনারায়, সবুজ, ঘন বন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। এই বনের মধ্য হইতে একটা কাল চক্‌চকে জিনিস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ঝুলিতে লাগিল। আমরা দেখিলাম—একটা প্রকাণ্ড সাপ, তাহার মাথাটা চ্যাটাল এবং কোদালের মত গড়ন। মিনিট খানেক আমাদের মাথার উপর হেলিতে দুলিতে লাগিল—তাহার পাকান কুণ্ডলীগুলিতে সূর্য্যকিরণ ঝল্‌সিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে সেটা ভিতরের দিকে অদৃশ্য হইল।

সামার্‌লির এতই কৌতূহল হইয়াছিল যে, চ্যালেঞ্জার যখন তাঁহার মাথা বাঁকাইয়া ধরিয়াছিলেন, তখন তাহা বাধা দেন নাই। এখন তিনি সহকর্ম্মীকে ঠেলিয়া দিয়া, আবার নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, আমার দাড়িটি না ধ'রে যদি কোন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে পারেন, তবেই আমি সুখী হব। সাধারণ একটা পাহাড়ে-অজগর দেখে আপনার এরূপ আচরণ আমি সমর্থন কর্‌তে পারি না।"

জয়োল্লাসের সহিত চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"তা হলেও, মালভূমিতে জীবন্ত প্রাণী আছে—এটা ত ঠিক। এই সারবান্ সিদ্ধান্তটি হাতে কলমে দেখান হয়েছে, যতই নির্ব্বোধ কিংবা বিরুদ্ধবাদী হোক না কেন, সকলের কাছেই এখন এটা পরিষ্কার। তাহলে, এখন আমার মতে, এখান থেকে তাঁবু তুলে, চড়বার পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের পশ্চিম দিকে চলা উচিত।"

পাহাড়ের নীচের জমি উব্ড়াখুবড়া এবং পাথরপূর্ণ ছিল, সুতরাং ধীরে ধীরে এবং আয়াসের সহিত আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা স্থান দেখিয়া আমাদের মনে আনন্দ হইল। এখানে পূর্ব্বে কেহ তাঁবু ফেলিয়াছিল—কতগুলি খালি মাংসের টিন, একটা ব্রাণ্ডির বোতল, একটা টিন খুলিবার ভাঙ্গা যন্ত্র এবং কতগুলি ভাঙ্গাচোরা অন্য জিনিস—ভ্রমণকারীর এই সমস্ত চিহ্ন পড়িয়াছিল। একটা ছেঁড়া মোচ্ড়ান "সিকাগো ডিমক্রেট" সংবাদপত্রও ছিল কিন্তু তাহার তারিখটা পড়া গেল না।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এগুলো আমার নয়, নিশ্চয়ই ম্যাপল্ হোয়াইটের চিহ্ন।"

তাঁবুর জায়গাটার উপরে একটা বড় ফার্ণ-গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, লর্ড জন্ সেটার দিকে উৎসুক হইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"এই দেখুন, এটা কি। আমার মনে হয়, এটা পথের চিহ্ন স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।"

একখণ্ড কাঠ এরূপভাবে গাছের সঙ্গে পেরেক দিয়া আঁটা—যেন সেটা পশ্চিম দিকে দেখাইয়া দিতেছে।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এটা নিশ্চয়ই সাইন্-পোষ্ট, তা নইলে

আর কি হবে? আমাদের পূর্ব্বগামী লোকটি নিজের যাত্রার বিপদ বুঝ্‌তে পেরে, এই চিহ্নটি রেখে গিয়েছিল যাতে অনুসরণকারী লোকেরা জান্‌তে পারে, সে কোন্ পথে গিয়েছে। হয়ত যেতে যেতে আমরা আরো চিহ্ন পাব।”

চিহ্ন আমরা পাইয়াছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে বড় ভীষণ এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত চিহ্ন! পাহাড়ের ঠিক নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়িয়া বাঁশগাছ ছিল, পথে আমরা যে রকম বাঁশ পাইয়াছিলাম ঠিক সেই রকম। ইহার অনেকগুলি কুড়ি ফুঠ উঁচু এবং ডগাগুলি শক্ত আর তীক্ষ্ণ—যেন দারুণ বল্লমের শ্রেণী খাড়া হইয়া রহিয়াছে! এই বাঁশ বনের পাশ দিয়া যাইবার সময়, হঠাৎ আমার চক্ষে পড়িল—যেন ইহার ভিতরে সাদা একটা কিছু চক্‌চক্ করিতেছে। বাঁশের ফাঁক দিয়া মাথা গলাইয়া দেখিলাম, মাংসহীন একটা নরমুণ্ড! সমস্তটা কঙ্কালও ছিল, কিন্তু মুণ্ডটা কঙ্কাল হইতে খুলিয়া গিয়া, খোলা জায়গার দিকে কয়েক ফুট আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্‌দের কুড়াল দিয়া ঐ স্থানটা পরিষ্কার করিয়া, এই অতীত দুর্ঘটনার অনেক তথ্য দেখিতে পাইলাম! কাপড়ের কয়েকটি ফালি মাত্র দেখা গেল, কঙ্কালের পায়ে জুতার কিছু অবশিষ্ট ছিল এবং মৃতব্যক্তি যে ইউরোপীয় ছিল, সেটা খুব পরিষ্কারই বুঝিতে পারা গেল। নিউ ইয়র্কের হাড্‌সন কোম্পানির দোকানের একটা সোণার ঘড়ি এবং ষ্টাইলোগ্রাফিক্ কলম শুদ্ধ একটা চেন্‌ও হাড়ের মধ্যে ছিল। একটা সিগারেটের কেস্ ছিল সেটার ডালায় “জে—সি; ফ্রম এ-ই, এস্” লেখা ছিল। কেস্‌টির অবস্থা কেখিয়া মনে হইল, এই নিদারুণ ব্যাপার খুব বেশী আগে ঘটে নাই।

লর্ড জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কে ছিল? বেচারির প্রত্যেকটি হাড় যেন ভাঙ্গা ব'লে মনে হয়।"

সামারলি বলিলেন—"এর চূর্ণ হাড়ের মধ্যে দিয়ে বাঁশ গজিয়েছে। বাঁশ খুবই তাড়াতাড়ি বাড়ে, কিন্তু বাঁশটা যতদিনে বিশ ফুট লম্বা হয়েছে, ততদিন ধরেই যে শরীরটা এখানে ছিল—এটা ধারণার অতীত।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এ ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনাদের সঙ্গে মিল্‌বার জন্য নদীপথে আস্‌বার সময়, ম্যাপল্ হোয়াইট্ সম্বন্ধে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান নিয়েছিলাম। পারা-তে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সৌভাগ্যবশতঃ আমার কাছে একটা সূত্র ছিল—তার স্কেচ-বুকএ একটা ছবি আঁকা ছিল, তাতে সে রোজারিওতে একজন পাদ্রির সঙ্গে জলযোগ কর্‌ছে। এই পাদ্রিকে খুঁজে বা'র কর্‌লাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান যে তাঁর মতের অনিষ্টকারী, এটা আমি দেখিয়ে দেওয়াতে যদিও তিনি আমার উপর চটেছিলেন তবু, আমাকে কতগুলি খবর দিয়েছিলেন খুব পাকা। ম্যাপল্ হোয়াইট্ চার বছর আগে, কিংবা, আমি তার মৃতদেহ দেখ্‌বার দুই বছর আগে, রোজারিও হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে তার সঙ্গে তার একজন বন্ধুও ছিল—জেম্‌স্ কোলভার নামে একজন আমেরিকান—এই বন্ধুটি পাদ্রির কাছে আসে নাই, নৌকাতেই ছিল। তাই, আমার মনে হয়—এই যে কঙ্কাল দেখ্‌ছি, এটা যে জেম্‌স্ কোলভারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

লর্ড জন্ বলিলেন—"আর তার কি ক'রে মৃত্যু হলো, সে বিষয়েও

বেশী সন্দেহ নাই। সে প'ড়ে গিয়েছিল কিংবা উপর থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—তাই সে শূলবিদ্ধ হয়েছে। তা না হলে, তার হাড়ই বা ভাঙ্গল কি ক'রে আর মাথার এত উপরে এই বাঁশের চোখা ডগা তার গায়ে বিঁধ্লই বা কি ক'রে?"

এই চূর্ণ বিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে দাঁড়াইয়া, লর্ড বক্স্টনের কথার যাথার্থ্য যখন আমরা উপলব্ধি করিলাম, তখন, আমাদের মধ্যে একটা গভীর নীরবতা আসিল। পাহাড়ের মাথা বাঁশ ঝোপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! লোকটি নিশ্চয়ই উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু, সত্যই কি সে পড়িয়া গিয়াছিল? এটা কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা? কিংবা—এই অজ্ঞাত দেশে যে কত রকমের ভীষণ সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে নানা চিন্তা আমাদের মনে জাগিতে লাগিল।

আমরা নীরবে অগ্রসর হইলাম এবং পর্ব্বতশ্রেণীর পাশ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিলাম। এই পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণ মেরুর হিমানী-ক্ষেত্রের মত অবিচ্ছিন্ন ও সমোন্নত। ছবিতে দেখিয়াছি, এই হিমানী-ক্ষেত্র, আবিষ্কারের জাহাজের মাস্তুলের বহু উর্দ্ধে দিগন্ত ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। পাঁচ মাইলের মধ্যে আমরা এই পাহাড়ের গায়ে কোন ফাটল কিংবা ভাঙ্গা জায়গা দেখিতে পাইলাম না। তারপর হঠাৎ এমন কিছু দেখিতে পাইলাম, যাহাতে আমাদের মনে নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। পাহাড়ের গায়ে, যেখানে বৃষ্টির জল লাগে না, এমন একটা গর্ত্তের মধ্যে খড়ি দিয়া একটা তীর আঁকা—তাহা পশ্চিম দিকেই দেখাইয়া দিতেছে।

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"এটাও ম্যাপল্ হোয়াইটের

কাজ। সে আগে থাকতেই অনুভব করেছিল, যে, উপযুক্ত লোক তার পিছন পিছনেই আস্‌বে।"

"তাহলে, তার কাছে খড়ি ছিল?"

"তার ব্যাগের মধ্যে অন্য জিনিসের সঙ্গে, এক বাক্‌স রঙ্গীন চক্‌ও পেয়েছিলাম। আমার মনে আছে, সাদা চক্‌টা ক্ষয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।"

সামার্‌লি বলিলেন—"এটাকে ভাল প্রমাণই বল্‌তে হবে। এখন তার নির্দ্দেশ অনুসারে, আমাদিগকে পশ্চিম দিকেই যেতে হবে।"

আরও প্রায় পাঁচ মাইল চলিয়া, পাহাড়ের গায়ে আবার একটা সাদা তীর দেখিতে পাইলাম। তীরটা যেখানে ছিল, সেখানে পাহাড়ের গায়ে এই প্রথম ফাঁক হইয়া একটা ফাটল হইয়াছিল। এই ফাটলের মধ্যে দেখা গেল আবার একটা তীর, সেটার ডগা উপরের দিকে—যেন জমির উপরে কোন স্থান দেখাইতেছে।

স্থানটি নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। ফাটলের দেওয়াল দুটি বিশাল, মাথার উপরে আকাশ একটি নীল ফিতার মত দেখাইতেছিল, তাহাতে আবার দুই পাশ বনে এমনই ঢাকা ছিল, যে, ফাটলের মধ্যে খুব কম আলোই পড়িয়াছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়াছে, আমরা কিছুই আহার করি নাই; অসমান পাথুরে-পথ চলিয়া ক্লান্তও হইয়াছিলাম খুব, কিন্তু, তবু, উত্তেজনা বশতঃ বিশ্রাম করিতে পারিলাম না। ইণ্ডিয়ান্‌দের তাঁবু খাটাইতে বলিয়া, আমরা চারিজন বর্ণসঙ্কর দুটির সহিত, সেই সংকীর্ণ ফাটল ধরিয়া উপরের দিকে চলিলাম।

ফাটলটার মুখের কাছে চল্লিশ ফুটের বেশী চওড়া ছিল না, কিন্তু

ক্রমে সরু হইয়া সূক্ষ্ম কোণের মত হইয়া গেল—চড়িবার পক্ষে অত্যন্ত খাড়া এবং মসৃণ। আমাদের পূর্ব্বগামী ব্যক্তি যাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, এটা নিশ্চয় সে পথ নয়। আমরা ফিরিয়া চলিলাম—ফাটলের পথ সবশুদ্ধ সিকি মাইলের বেশী হইবে না—হঠাৎ লর্ড জনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আমরা যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহার উপরে পড়িল। আমাদের মাথার অনেক উপরে, অন্ধকারের ভিতরে, একটা গোল গভীরতর অন্ধকার স্থান দেখা গেল। এটা নিশ্চয়ই কোন গহ্বরের মুখ।

এইস্থানে পর্ব্বতের ভিত্তিটায়, স্তূপাকার পাথর পড়িয়াছিল, উপরে উঠা মুস্কিল হইল না। উপরে উঠিয়া সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল। দেখিলাম, পাহাড়ের গায়ে একটা ফুটা, তাহার পাশে, আবার একটা তীরের চিহ্ন। এই পথেই ম্যাপল্ হোয়াইট্ এবং তাহার হতভাগ্য বন্ধু উপরে উঠিয়াছিল।

আমরা এতই উত্তেজিত হইয়াছিলাম, যে, তাঁবুতে ফিরিতে পারিলাম না—আমাদের প্রথম অনুসন্ধান তখনই আরম্ভ করিতে হইবে। লর্ড জনের কাছে একটা ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ ছিল, সেটার আলো ফেলিতে ফেলিতে তিনি অগ্রসর হইলেন—আমরাও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, এক একজন করিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম।

গহ্বরের পাশ দুটি মসৃণ, মেঝেতে গোল গোল পাথর ছড়ান, বুঝিতে পারিলাম—পূর্ব্বে ইহার মধ্য দিয়া জল বহিয়া যাইত। পথ নিতান্ত সংকীর্ণ, একটি মানুষ নীচু হইয়া কোন মতে চলিতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ গজ পর্য্যন্ত গহ্বর পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়া সোজা চলিল, তারপর বাঁকিয়া খাড়া হইয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। ক্রমে

আরও খাড়া হইল, আমরা আল্‌গা পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম, পাথরগুলি হড়্‌কাইতে লাগিল। হঠাৎ লর্ড রক্‌স্‌টনের মুখ হইতে একটি চীৎকার নিঃসৃত হইল।

তিনি বলিলেন—"গহ্বর বন্ধ।"

তাঁহার পিছনে জড় হইয়া, টর্চের আলোতে দেখিলাম—খণ্ড খণ্ড ব্যাসল্টের একটি দেওয়াল গহ্বরের ভিতরের দিকে ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

"গহ্বরের ছাদটি ভেঙ্গে পড়েছে!"

বৃথাই আমরা কতগুলি পাথর টানিয়া বাহির করিলাম। তাহার একমাত্র ফল ইহাই হইল, যে, বড় পাথরগুলি আল্‌গা হইয়া গিয়া, গড়াইয়া আসিয়া আমাদিকে গুঁড়া করিয়া দিবার উপক্রম করিল। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল—আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, বাধাটি কিছুতেই দূর করিতে পারিব না। যে পথে ম্যাপল্ হোয়াইট্ উপরে উঠিয়াছিল, সে পথ আর পাওয়া যাইবে না।

এতই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলাম, যে, মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, আমরা হোঁচট্ খাইতে খাইতে অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া আসিয়া, তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

যাহা হউক, ফাটল ছড়িয়া আসিবার আগে একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা পরবর্ত্তী এক ব্যাপার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

ফাটলের পাদদেশে, গহ্বরের মুখ হইতে প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে, আমরা চারিজন একত্র জড় হইয়াছি, এমন সময়, বিশাল একটা পাথর হঠাৎ নীচের দিকে গড়াইয়া আসিল এবং কামানের গোলার মত ছুটিয়া আমাদের পাশ দিয়া পার হইয়া গেল—আমরা মরিতে মরিতে

রক্ষা পাইলাম। কোথা হইতে পাথরটা আসিল, দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমাদেব বর্ণসঙ্কর চাকরদুটি তখনও গহ্বরের মুখের কাছে ছিল, তাহারা বলিল, পাথরটা তাহাদিগকেও পার হইয়া আসিয়াছে —সুতরাং ওটা নিশ্চয়ই পাহাড়ের মাথা হইতে পড়িয়াছিল। উপরের দিকে চাহিয়া, পাহাড়ের ডগায় যে সবুজ বন ছিল তাহার মধ্যে গতিবিধির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই যে পাথরটা কেহ ছাড়িয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কাজেই, এই ঘটনায় প্রমাণ হইল, যে, পর্ব্বতের মস্তকস্থ মালভূমিতে মানব আছে—আততায়ী মানব।

আমরা ফাটল হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলাম ; এই নূতন ঘটনাটি এবং আমাদের কার্য্যপ্রণালীর উপর ইহার প্রভাব—এই সমস্ত বিষয় মনে জাগিয়া রহিল। আমাদের অবস্থা ইতিপূর্ব্বেই অতিশয় সঙ্গীন ছিল, তাহার উপরে প্রাকৃতিক বাধাগুলি যদি মানুষের ইচ্ছাকৃত প্রতিকূলাচরণ দ্বারা বাড়িয়া যায়—তবে আমাদের অবস্থা নিতান্তই ভরসাশূন্য। কিন্তু, তাহা হইলেও, আমাদের মাথার কয়েক শত গজ মাত্র উপরে, সেই সবুজ বনের দিকে যখন চাহিলাম, তখন, ঐ বনের ভিতরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সন্ধান না করিয়া লণ্ডনে ফিরিবার কথা কেহ ভাবিতেই পারিলাম না।

অবস্থাটা আলোচনা করিয়া আমরা স্থির করিলাম—মালভূমি ধরিয়া ঘুরিতে থাকাটাই সকলের চাইতে ভাল—যদি বা উপরে উঠিবার অন্য কোন পথ পাওয়া যায়। পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা এখানে বেশ কম এবং ইতিপূর্ব্বেই ইহা পশ্চিম হইতে উত্তরে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; ইহাকে যদি বৃত্তের একটা অংশ বলিয়া ধরিয়া লই,

তবে, ইহার সমস্ত পরিধিটা বেশী হইবে না। যদি ভাগ্য মন্দ হয়, তথাপি আমরা অন্ততঃ যাত্রার আরম্ভ-স্থানেই দিন-কয়েকের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।

আমরা সেদিন মোটের উপর প্রায় বাইশ মাইল পথ চলিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে আশান্বিত হইবার মত কিছুই দেখা গেল না। এখানে বলিয়া রাখি, যে এনিরয়ড্ দেখিয়া জানিতে পারিলাম—ক্যানো ছাড়িবার পর হইতে আমরা ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে, শেষে, সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে আসিয়াছি। সেজন্য, উত্তাপ এবং পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভ্রমণের অন্তরায় স্বরূপ যে সকল মারাত্মক কীটপতঙ্গ আছে, তাহাদিগকে আমরা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। গোটাকতক পাম্ এবং অনেক ফার্ণগাছ এখনও চক্ষে পড়ে, কিন্তু আমাজনীয় বৃক্ষের আর চিহ্নমাত্র নাই। মহাশ্বেতা ফুল, ঝুম্‌কা ফুল এবং বিগোনিয়া এই সকল পাহাড়ে ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিতে বড়ই সুন্দর লাগিল। একটি লাল বিগোনিয়া ছিল, ষ্ট্রেথামে একটা বাড়ীর জানালায় টবে যে রকম দেখিয়াছিলাম—ঠিক সেই রকম। কিন্তু, থাক্—আমি নিজের কথা আনিয়া ফেলিতেছি।

সেই রাত্রে—সেদিন মালভূমির চারিদিকে ঘুরিয়াছিলাম—আমাদের জন্য একটি অসাধারণ ঘটনা অপেক্ষা করিতেছিল, যাহা আমাদের নিকটবর্ত্তী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্বন্ধে সকল সন্দেহ চিরদিনের জন্য দূরীভূত করিল।

এই চিঠি পড়িলেই, মিষ্টার ম্যাক্ আর্ড্‌ল্, হয়ত বা আপনি প্রথম

উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে, পত্রিকা আমাকে বাজে কাজে পাঠায় নাই, এবং জগতের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক সংবাদ অপেক্ষা করিতেছে ; এখন প্রফেসার উহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিলেই হয়। আমি প্রমাণ লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, এই সকল প্রবন্ধ ছাপাইতে ভরসা পাইব না, তাহা হইলে আমি দারুণ ভণ্ড বলিয়া গণ্য হইব। আপনার মতও ঠিক এই রকমই, তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ প্রবন্ধ সকলে সমালোচনা এবং অবিশ্বাস করিবে এবং তাহার উত্তর দিবার মত অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনিও, পত্রিকার যাহাতে সুনাম নষ্ট হয়—এরূপ কাজ কখনও করিবেন না। কাজেই, এই অদ্ভুত সংবাদটি এখন আপনার দেরাজেই পড়িয়া থাকুক—যদিও প্রবন্ধের শিরোনামরূপে ইহার উল্লেখ খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে।

ব্যাপারটি যেমন ঘটিল, তেমনই মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষও হইয়া গেল।

ঘটনাটি হইয়াছিল এইরূপ। লর্ড জন্ গুলি করিয়া একটা এগুটি (ছোট শূকরের মত জন্তু) মারিয়াছিলেন। ইহার অর্দ্ধেকটা ইণ্ডিয়ান্‌দের দিয়া, বাকি অর্দ্ধেকটা আমরা রাঁধিতেছিলাম। সন্ধ্যার পরে শীত শীত বোধ হয়, সেজন্য, সকলে আগুনের ধারে বসিয়াছিলাম। চাঁদের আলো ছিল না, কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল তারা কতকগুলি ছিল, তাহাতে প্রান্তরের কিছুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। এমন সময় রাত্রির অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ একটা কি আসিয়া, এয়ারোপ্লেনের মত সোঁ সোঁ শব্দে এক ছোঁ মারিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র দলটি চামড়ার মত ডানার চাঁদোয়ায় ঢাকা পড়িয়া

গেল। সাপের মত লম্বা গলা, ভয়ঙ্কর, লাল এবং লোলুপ চক্ষু, দংশনোৎসুক বিশাল ঠোঁট তাহাতে চক্‌চকে দাঁত—এইরূপ একটা ছায়ার মত জানোয়ার ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পাইলাম। পরমুহূর্ত্তেই সেটা চলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যও অদৃশ্য হইল। প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া বিশাল একটা কাল ছায়া, ধীরে ধীরে আকাশে উঠিল; তাহার বিরাট ডানাদুটি ক্ষণকালের জন্য আকাশের তারা ঢাকিয়া, আমাদের মাথার উপরে শৈলপ্রান্তের উপর দিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, আগুনের চারিদিকে বসিয়া রহিলাম—যেন ভার্জিলের সেই বীরদিগের মত, আমাদের উপরেও হার্পিস্ পড়িয়াছিল। সামার্‌লিই সকলের আগে কথা বলিলেন।

তিনি আবেগ-কম্পিত গভীর স্বরে বলিলেন—"প্রফেসার, চ্যালেঞ্জার, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি। আমারই অন্যায় হয়েছে, মশায়—আমি মিনতি কর্‌ছি, আপনি অতীত কথা ভুলে যান।"

সামার্‌লি বড় সুন্দর করিয়া কথাগুলি বলিলেন এবং ইহার পরেই দুই জনে পরস্পরের করমর্দ্দন করিলেন। প্রথম টেরোড্যাক্‌টিল্‌টি দেখিয়া, আমাদের এইটুকু লাভ হইয়াছে। গেলই বা খাদ্য চুরি, এরূপ দুইটি লোকের মিলন যে হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

কিন্তু সেকালের জন্তু মালভূমিতে থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কারণ, পরে তিনদিন পর্য্যন্ত আমরা আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। এই সময়ে আমরা পাহাড়ের উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে একটি শুষ্ক দুর্গম দেশ পার হইলাম। সেখানে মধ্যে মধ্যে পাথরপূর্ণ

মরুভূমির মত, আবার কখন বা নির্জ্জন জলাভূমি, তাহাতে নানা জাতীয় জলচর পক্ষী। সেই দিক্ হইতে পাহাড়ের উপরে উঠা অসম্ভব, এবং ঐ খাড়া জায়গাটার তলা দিয়া একটা শক্ত স্তরের মত যদি না থাকিত, তবে, আমাদিগকে ফিরিয়াই যাইতে হইত। অনেক সময় আমরা এই প্রাচীন জলাভূমির পাঁক এবং থক্থকে কাদার মধ্যে, কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। অবস্থাটি আরও সঙ্গীন হইল—কারণ, স্থানটা সাউথ্ আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র এবং বিষাক্ত জরাকাকা সাপের একটি আড্ডা। এই ভীষণ সাপগুলা পচা জলাভূমির পৃষ্ঠ দিয়া মোচড় খাইতে খাইতে, লাফাইয়া লাফাইয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল—ক্রমাগত ছিটাগুলি চালাইয়া তবে আমরা রক্ষা পাই। এই জলায় গাঢ় সবুজ রঙের এবং শেওলাতে-ভর্তি একটা ফানেলের মত গর্ত্ত ছিল—সেটার কথা, একটা বিকট দুঃস্বপ্নের মত চিরকাল মনে থাকিবে। গর্ত্তটা এই সাপে পূর্ণ ছিল, তাহারা ক্রমাগত আমাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কারণ, জরাকাকা সাপের দস্তুর এই, যে, ইহারা মানুষ দেখিবামাত্র তাড়া করিয়া আসে। গুলি আর কত মারিব, শেষে আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম এবং একেবারে ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থামিলাম না। আমরা যে নক্সাটি প্রস্তুত করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে এই জায়গাটার নাম দিলাম, "জারাকাকা জলা।"

দূরের পাহাড়গুলির রং এখন লালএর জায়গায় চকলেটের মত ব্রাউন; উপরের বন জঙ্গল তেমন নিবিড় নয় এবং উচ্চতা কমিয়া এখানে প্রায় তিন চারি শত ফুট হইয়াছে, কিন্তু, তবু, উপরে উঠিবার মত কোন স্থান দেখিতে পাইলাম না। বরঞ্চ, প্রথম যেরূপ

দেখিয়াছিলাম, তাহার চাইতে উপরে উঠা এখন আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। আমি এই পাথরপূর্ণ মরুতুল্য স্থানটির ফটোগ্রাফ তুলিয়া ছিলাম, তাহাতে এখানকার চড়াইএর একটু আভাস পাওয়া যাইবে।

আমাদের এই অবস্থা সম্বন্ধে যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন আমি বলিলাম—"কোন না কোন পথে বৃষ্টির জল নাম্‌বেই, সুতরাং, পাহাড়ের গায়ে কোথাও নালী আছেই।"

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আমার কাঁধ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"আমাদের তরুণ বন্ধুটির দেখ্‌ছি, মাঝে মাঝে বুদ্ধির চমক্ ফুটে ওঠে।"

আমি আবার বলিলাম—"বৃষ্টির জলটাকে কোথাও যেতেই হবে।"

"এ দেখ্‌ছি, বাস্তব বিষয়কে একেবারে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। তবে তার মধ্যে একটি গলদ আছে—চক্ষে দেখে আমরা চূড়ান্ত প্রমাণ করেছি, পাহাড়ের গায়ে জল সর্‌বার কোন পথ নাই।"

আমি আপত্তি করিলাম—"তবে সে জল যায় কোথায়?"

"সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, বেশ ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, যে, জলটা যখন বেরিয়ে আসে না, তখন নিশ্চয়ই ভিতর দিকে যায়।"

"তাহলে, মালভূমির মাঝখানে একটা হ্রদ আছে।"

"আমি ত তাই মনে করি।"

সামার্‌লি বলিলেন—"খুব সম্ভবতঃ এই হ্রদটি প্রাচীন আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ হবে। অবশ্য, এ জায়গার সমস্ত ধরণটাই খুব অগ্ন্যুৎ-পাতিক। তা যা হোক্, আমি আশা করি—পরে দেখতে পাওয়া যাবে, যে, মালভূমির পৃষ্ঠদেশটা ক্রমে ঢালু হয়ে নেমেছে এবং তার

মাঝখানে, অনেকটা জায়গা জুড়ে জল ; এই জল মাটির নীচে কোন পথ দিয়ে, জারাকাকা জলাভূমিতে বেরিয়ে যায়।"

চ্যালেঞ্জার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"কিংবা, বাষ্পে পরিণত হয়েও সাম্য রক্ষা কর্‌তে পারে।" ইহার পর, পণ্ডিত দুইটির মধ্যে, যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিক বাদানুবাদ চলিল—তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

ষষ্ঠ দিনে পর্ব্বতশ্রেণীর চারিদিকে পর্য্যটন শেষ হইল, আমরা সেই স্বতন্ত্র বুরুজাকৃতি পাহাড়টি নীচে, আমাদের প্রথম আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম। সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, কারণ, ইহার চাইতে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান সম্ভব নয়, এবং ইহা ধ্রুব সত্য, যে, এমন একটি স্থানও নাই, যেখান দিয়া খুব পটু লোকের পক্ষেও পর্ব্বতে চড়া সম্ভব হইতে পারে। ম্যাপল্ হোয়াইটের তীর-চিহ্নিত পথটি, যে পথে সে নিজে উঠিয়াছিল—সে পথ ত একেবারে বন্ধ।

আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? আমাদের খাদ্যসামগ্রী বন্দুকের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া বেশ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু, একদিন ইহাকেও পূরণ করিতে হইবে। মাস দুইএর মধ্যে বর্ষাও আরম্ভ হইতে পারে, তখন ত আমাদের তাঁবু টাবু সব ধুইয়া লইয়া যাইবে। পর্ব্বতপৃষ্ঠ মার্ব্বল পাথরের চাইতেও শক্ত, এত উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া পথ প্রস্তুত করার সময়ও ছিল না, সেরূপ সরঞ্জামও ছিল না। সে রাত্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে যে পরস্পরের দিকে তাকাইয়াছিলাম এবং নীরবে কম্বলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলাম—সেটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার মনে পড়ে, ঘুমাইতে যাওয়ার আগে দেখিয়াছিলাম, চ্যালেঞ্জার আগুনের পাশে একটা বিকট ব্যাঙের মত বসিয়া আছেন, তাঁহার

হাতের উপরে বিশাল মাথাটি নত করিয়া গভীর চিন্তামগ্ন—আমি শুইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিলাম, তিনি সেটা খেয়ালই করিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে, যেন অন্য একজন চ্যালেঞ্জার আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন—এখন তৃপ্তি এবং আনন্দ যেন তাঁহার সমস্ত শরীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যখন প্রাতর্ভোজনের জন্য মিলিত হইলাম, তখন তিনি আমাদের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষে ফাঁকা-বিনয়-পূর্ণ দৃষ্টি, যেন বলিতে চাহেন—"আপনারা যা যা বল্‌বেন, সমস্তই আমার প্রাপ্য, কিন্তু, আমি মিনতি কর্‌ছি—সে সব কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না।" উল্লাসে তাঁহার দাড়ির চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, হাতদুটি কোটের পকেটে রাখিয়া বুকটি বাড়াইয়া দিয়াছেন। তারপর চেঁচাইয়া উঠিলেন ঃ—

"পেয়েছি! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আনন্দ করুন, আমাকে বাহবা দিন্—সমস্যা পূরণ হয়েছে।"

"উপরে ওঠ্‌বার পথ আবিষ্কার করেছেন কি?"

"হাঁ, তাই মনে হচ্ছে।"

"কোথা সে পথ?"

ইহার উত্তরে তিনি আমার ডাইনে সেই বুরুজের মত চূড়াটি দেখাইলেন।

বুরুজটি দেখিয়া আমাদের—অন্ততঃ আমার—উৎসাহ দমিয়া গেল। এটার উপরে যে চড়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি কথা দিলেন। কিন্তু, এটার এবং মূল পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিস্থ মালভূমির মধ্যে যে ভীষণ অতলস্পর্শ খাদ!

আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম—"আমরা যে ঐ খাদ কিছুতেই পার হতে পার্‌ব না।"

তিনি বলিলেন—"অন্ততঃ আমরা সকলে ওটার উপরে যেতে পার্‌ব। উপরে উঠ্‌লে পরে আপনাদের দেখাতে পার্‌ব, যে, আমার মাথায় ফন্দি ফিকির এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।"

প্রাতর্ভোজনের পর, দলপতি যে পাহাড়-চড়ার সরঞ্জামের বাণ্ডিলটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেটি খুলিলাম। তাহার ভিতর হইতে তিনি একটা খুব মজবুত এবং হাল্‌কা দড়ির কুণ্ডলী লইলেন—প্রায় দেড় শত ফুট লম্বা, তাহাতে পাহাড়-চড়ার লোহা, আঁকৃড়া এবং অন্য সব কলকৌশল লাগান ছিল। লর্ড জন্ নিজে একজন অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী, সামার্‌লিও সময়ে সময়ে কঠিন পাহাড়-চড়ার কাজ করিয়াছেন: দলের মধ্যে কেবল আমিই ছিলাম এ কাজে আনাড়ী: কিন্তু আমার বল এবং ক্ষিপ্রকারিতাই হয়ত অনভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিতে পারিবে।

প্রকৃত পক্ষে কাজটা তেমন কঠিন মনে হইল না, কিন্তু তবু, সময় সময় আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম অর্দ্ধেকটা সহজ ছিল খুবই, কিন্তু তাহার পর হইতেই উপরের দিকে ক্রমেই খাড়াই বেশী হইতে লাগিল, এবং শেষ পঞ্চাশ ফুট, আমরা, পাহাড়ের গায়ে যে সামান্য ফাটল এবং স্তর ছিল, তাহার মধ্যে আঙ্গুল এবং পায়ের ডগা লাগাইয়া, যেন ঝুলিতেছিলাম। চ্যালেঞ্জার যদি আগে উপরে উঠিয়া (এরূপ স্থূলকায় লোকের পক্ষে এমন ক্ষিপ্রকারিতা—সে এক অসাধারণ ব্যাপার) দড়িটা চূড়ার সেই বড় গাছটার গোড়ায় না বাঁধিতেন, তাহা হইলে, আমি কিংবা সামার্‌লি

—কেহই উঠিতে পারিতাম না। এই দড়িটাকে আশ্রয় করিয়া আমরা পাহাড়ের উব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো গায়ে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে একটি ছোট বেদীর মত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে গিয়া পৌঁছিলাম। বেদীটি প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা-চওড়া, এবং এটাই বুরুজাকৃতি পর্ব্বতের উপরিভাগ।

উপরে উঠিয়া একটু দম লইবার পর, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। যে দেশটি আমরা পার হইয়া আসিয়াছি, তাহার অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যটি মনে ছাপ মারিয়া দিল। সমস্ত ব্রেজিলীয় প্রান্তরটি যেন আমাদের নীচে বিস্তৃত, ক্রমাগত চলিয়া অবশেষে বহুদূরস্থ আকাশ প্রান্তের ঝাপ্‌সা, নীল কুয়াসার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখে সেই লম্বা ঢালু জমি, তাহার উপরে এখানে সেখানে পাহাড় এবং ফার্ণ-গাছ ; আরও দূরে, মধ্যখানে, গদির মত পাহাড়টির উপর দিয়া, সেই যে হল্‌দে এবং সবুজ বাঁশবন পার হইয়া আসিয়াছিলাম, তাহারই আভাস দেখা যায় ; তারপর ক্রমে গাছ ঝোপ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া, অবশেষে সেই বিরাট এবং বিস্তৃত বন, দৃষ্টি যতদূর যায়—তাহার পর প্রায় দুইহাজার মাইল পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

আমি এই অত্যদ্ভুত বিরাট দৃশ্যটি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম,—এমন সময় প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের হাত দুইখানি আমার কাঁধের উপর পড়িল।

তিনি বলিলেন—"এদিকে দেখ, বাবাজি। পশ্চাতের দিকে চাইতে নাই, সর্ব্বদা মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে।"

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমরা যে পাহাড়টিতে চড়িয়াছি তাহার সঙ্গে মালভূমিটি সমান সমান ; সবুজ ঝোপের পাড়, তাহার মধ্যে মধ্যে

গাছ—সেটা এত কাছে, যে, কি করিয়া যে সেটা এরূপ অগম্য, তাহা বুঝা কঠিন। মোটামুটি মনে হইল, খাতটা প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া হইবে, কিন্তু আমার কাছে সেটা চল্লিশ মাইল হইলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। আমি গাছটার গোড়া একহাতে ধরিয়া, সেই খাতের উপরে উপুড় হইয়া দেখিলাম—ঐ বহু নিম্নে আমাদের কৃষ্ণকায় চাকরদের ক্ষুদ্র দলটি, উপরের দিকে চাহিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। আমাদের দেওয়াল এবং সম্মুখের দেওয়াল উভয়ই একেবারে খাড়া।

কট্‌কটে-স্বরে সামার্‌লি বলিলেন—"এটা ত ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়!"

'ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমি যে গাছটায় ধরিয়াছিলাম, সেটা খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন। ঐ মোলায়েম ছাল, এবং শিরা-ওয়ালা পাতাগুলি দেখিয়া পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—"বা রে, এটা যে দেখ্‌ছি বীচ্‌ গাছ!"

সামার্‌লি বলিলেন—"সত্যি তাই, এই দূরদেশে দেশী গাছ—যেন আমাদের আপন জন।"

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"শুধু আপন জন নয়, প্রফেসার সামার্‌লি! আমি যদি আপনার উপমাটাকে বাড়িয়ে বলি, তবে, এটি আমাদের পরম সহায়। এই বীচ্‌ গাছটাই আমাদের উদ্ধার করবে।"

লর্ড জন্‌ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তাইত, ঠিক কথা—এটা দিয়ে পোল হবে।"

চ্যালেঞ্জার বলিয়া উঠিলেন—"ঠিকই বলেছেন—পোলই হবে! কাল রাত্রে প্রায় ঘণ্টা খানেক, আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে যে চিন্তা

করেছিলাম, সেটা বৃথা যায়নি। আমার একটু একটু মনে পড়ে, আমাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে বলেছিলাম, যে, জি, ই, সি যখন দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে থাকেন, তখনই তাঁর বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী খেলে। কাল রাত্রে আমাদের সকলেরই পিঠ দেওয়ালের দিকে ছিল, সেটা আপনারা স্বীকার করবেন। কিন্তু, যখন ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন উদ্ধারের একটা উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ঐ গভীর খাতের উপরে একটা টানা পোল ফেলার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।—ঐ দেখুন সেই পোল!"

বাস্তবিক মৎলবটি অতি চমৎকার। গাছটা প্রায় ষাট ফুট উঁচু, যদি এটা ঠিক ভাবে পড়ে, তবে খাত অতি সহজেই পার হইয়া যাইবে। চড়িবার সময় চ্যালেঞ্জার কুড়ালটি সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। এখন সেটা আমাকে দিলেন।

তারপর বলিলেন—"আমাদের তরুণ বন্ধুটির মাংসপেশী আছে, শরীরে বল আছে—এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু, মিনতি ক'রে বল্‌ছি দয়া ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিওনা—ঠিক যেমনটি বলা হবে, তেমনটি করা চাই।"

তাঁহার নির্দ্দেশমত কোপ দিয়া এমন ভাবে খানিকটা কাটিলাম, যাহাতে গাছটা আমাদের ইচ্ছামত পড়ে। আগে থেকেই গাছটা মালভূমির দিকে বেশ কাৎ হইয়া ছিল, কাজেই বিষয়টা শক্ত ছিল না। শেষে আমি এবং লর্ড জন্ পালা করিয়া কাটিতে লাগিলাম। ঘন্টা খানেক পরেই মট্‌মট্ শব্দে গাছটা সাম্‌নের দিকে দোল খাইয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িল, এবং ডালপালাগুলি ওপারের ঝোপের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কাটা কাণ্ডটা গড়াইতে গড়াইতে আমাদের বেদীর

কিনারা পর্য্যন্ত গেল ; মুহূর্ত্তের জন্য মনে ভয় হইল - বুঝি বা সব পণ্ড হয়। যাহা হউক, অবশেষে কিনারা হইতে ইঞ্চি কয়েক ভিতরে স্থির হইয়া রহিল—অজ্ঞাত দেশে যাইবার, ঐ আমাদের পোলটি প্রস্তুত।

সকলে বসিয়া নীরবে প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সহিত করমর্দ্দন করিলাম, তিনিও ষ্ট্র হ্যাট্‌টি তুলিয়া প্রত্যেককে নমস্কার করিলেন।

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"অজ্ঞাত দেশে প্রথম প্রবেশ কর্‌বার সম্মানটি আমি দাবী কর্‌ছি--যা ভবিষ্যতে একটা ঐতিহাসিক চিত্রের উপাদান হয়ে থাক্‌বে।"

চ্যালেঞ্জার পোলের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় লর্ড জন্ তাঁহার কোট ধরিয়া টানিলেন।

তিনি বলিলেন—"না মশায়, সেটি হচ্ছে না—আমি কিছুতেই হতে দিচ্ছি না।"

"হতে দিচ্ছেন না মানে ?" তাঁহার মাথা উর্দ্ধে তুলিলেন এবং দাড়ি সম্মুখে প্রসারিত হইল।

"এটা বুঝ্‌তে পারছেন না, বিজ্ঞানের কাজে আপনাকেই অনুসরণ করি, কারণ, আপনি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। কিন্তু, আমার বিভাগে আপনাকেই আমায় অনুসরণ কর্‌তে হবে।"

"আপনার বিভাগে কি রকম ?"

"আমাদের সকলেরই নিজের নিজের বাঁধা কাজ আছে—আমার হলো সৈনিকের কর্ম্ম। আমার ধারণা মত, আমরা একটা নূতন আক্রমণ কর্‌তে যাচ্ছি ; সেখানে নানা রকমের শত্রু থাকতে পারে। একটু ধৈর্য্য এবং বুদ্ধি খরচ না ক'রে, সেখানে অন্ধের মত গিয়ে পড়া—আমার তত্ত্বাবধানে হতে পারে না।"

আপত্তিটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল, অবহেলা করিবার উপায় ছিল না। চ্যালেঞ্জার মাথাটি তুলিয়া উপেক্ষাভরে কাঁধ দুটি নাড়িলেন।

"তা হলে, মশায়, আপনি কি প্রস্তাব করেন?"

লর্ড জন্ পোলটির পরপারে তাকাইয়া বলিলেন—"কে জানে, হয়ত ঐ সকল ঝোপের মধ্যে নরখাদক কোন জাতি খাদ্যের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। একেবারে তাদের রান্নার হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে, একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে কাজ করা ভাল। অতএব, যদিও আশা কর্‌ব যে সেখানে কোন বিপদ নাই, তথাপি, বিপদ আছে ভেবেই প্রস্তুত হতে হবে। ম্যালোন্ আর আমি নেমে গিয়ে, আমাদের বন্দুক চারটা এবং সঙ্গে ক'রে দো-আঁসলা দুটিকে নিয়ে আস্‌ব। তখন একজন ওপারে যাবে, যতক্ষণ না সে বল্‌বে যে, কোন ভয়ের কারণ নাই, সকলেই যেতে পারি—ততক্ষণ আর সবাই বন্দুক নিয়ে তাকে পাহারা দেব।"

চ্যালেঞ্জার গাছের কাটা গোড়াটার উপরে বসিয়া, অধীর ভাবে গজ্‌গজ্ করিতে লাগিলেন; কিন্তু, আমি এবং সামার্‌লি, এরূপ ব্যাপারে লর্ড জন্‌ই যে আমাদের দলপতি—সেটা মানিয়া লইলাম। নামিয়া যাওয়া মুস্কিল হইল না, কারণ, দড়িটা চড়াইএর সব চেয়ে খারাপ জায়গাটা ছাড়াইয়া ঝুলিতে ছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা রাইফল্ এবং ছিটাগুলির বন্দুক, সমস্তই লইয়া আসিলাম। দো-আঁস্‌লা দুটিও লর্ড জনের হুকুমে, এক বস্তা খাদ্য-সামগ্রী কাঁধে করিয়া উপরে উঠিল—যদি বা আমাদের প্রথম অনুসন্ধানটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়। আমরা প্রত্যেকে কার্ত্তুজের পেটিও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে, লর্ড জন্ বলিলেন—"তাহলে, প্রফেসার চ্যালেঞ্জার, আপনি প্রথম যাবেন ব'লে যদি জেদ্ করেন, তবে আসুন।"

চ্যালেঞ্জার কখন কোন রকম কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি মেজাজ গরম করিয়া বলিলেন—"আপনার এই সদয় আদেশের জন্য, আমি আপনার কাছে ঋণী। যখন দয়া ক'রে অনুমতি দিলেন, তখন আমি নিশ্চয়ই এই কাজে অগ্রগামী হব।"

খাতের উপরিস্থিত গাছটির এক এক পাশে এক একটি পা ঝুলাইয়া বসিয়া, এবং পিঠে কুড়ালটি লইয়া চ্যালেঞ্জার, গাছের কাণ্ড দিয়া ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করিতে করিতে, নিমেষ মধ্যে অন্য পারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দাঁড়াইয়া শূন্যে হাত নাড়িতে লাগিলেন।

চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এসেছি! অবশেষে এসেছি!"

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইলাম; মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল—পিছনের সবুজ পর্দ্দার আড়াল হইতে, কখন বা দারুণ কোন বিপদ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ, কেবল একটি নানা বর্ণের অদ্ভুত পাখী তাঁহার পায়ের নীচ হইতে উঠিয়া, গাছের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ইহার পর পার হইলেন সামার্‌লি। এই রূপ ক্ষীণ কাঠামের মধ্যে এমন তেজ—এটা বড়ই আশ্চর্য্য। তিনি জেদ্ করিয়া পিঠে দুইটি রাইফল্ ঝুলাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন—ওপারে পৌঁছিলে পর, উভয় প্রফেসার সশস্ত্র হইতে পারিবেন। ইহার পর গেলাম আমি; এবং যাহাতে সেই ভীষণ খাতের দিকে না তাকাই সে জন্য প্রাণপণ

চেষ্টা করিয়াছিলাম। সামার্‌লি তাঁহার বন্দুকের কুঁদাটি বাড়াইয়া দিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই আমি তাঁহার হাতখানি ধরিতে পারিলাম। আর, লর্ড জন্—তিনি হাঁটিয়া পার হইলেন—সত্যই তিনি কোন কিছু আশ্রয় না করিয়া, সটান হাঁটিয়াই গেলেন! কি অসাধারণ সাহস!

এইরূপে আমরা চারিজন, স্বপ্নরাজ্যে, ম্যাপল্ হোয়াইটের অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সকলের পক্ষেই ইহা বিপুল জয়োল্লাসের একটা বিশেষ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু হায়, কে তখন কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, যে, এটাই আবার আমাদের ভীষণ বিপদের মুখবন্ধ স্বরূপ হইবে। কি করিয়া এই দারুণ আঘাত আসিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া দিল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমরা মালভূমির পাশ হইতে ফিরিয়া, ঝোপের মধ্য দিয়া অনুমান পঞ্চাশ গজ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময়, পিছনের দিক্ হইতে ভীষণ একটা হুড়মুড় শব্দ উঠিল। মহা উত্তেজিত হইয়া সকলে সেই পথে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম—পোলটি অদৃশ্য হইয়াছে!

উপুড় হইয়া দেখিতে পাইলাম, বহু নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে, ডাল পালা এবং কাণ্ড ফালিফালি হইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের বীচ্ গাছটিরই এই পরিণাম। বেদীর কিনারা বসিয়া গিয়া কি এই কাণ্ড হইয়াছে? মুহূর্ত্তের জন্য এই কৈফিয়ৎটি-ই সকলের মনে আসিল। পরমুহূর্ত্তে, আমাদের সম্মুখেই বুরুজাকৃতি পাহাড়ের অন্য দিক্ হইতে একটা কাল মুখ—দো-আঁস্‌লা গোমেজের মুখটা বাহির হইয়া আসিল। হাঁ, গোমেজই বটে কিন্তু এখন আর তাহার মুখ আগের মত কপট-হাসি-পূর্ণ নয়। এ মুখে যেন চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছে – ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আনন্দে বিকৃত।

আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওটাকেও মার্‌লে ভাল হতো—ও লোকটাও সাহায্য করেছিল।"

এখন যখন তাহার কার্য্যের সূত্র পাওয়া গিয়াছে, তখন এই দো-আঁস্‌লা গোমেজের পূর্ব্বের দুষ্কার্য্যগুলির কথা আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ হইল—আমাদের কার্য্যপ্রণালী জানিবার জন্য তাহার ক্রমাগত চেষ্টা, আমাদের পরামর্শ শুনিতে যাইয়া তাহার ধরা পড়া, এবং আমাদের প্রতি তাহার ঘৃণাপূর্ণ গোপন দৃষ্টি যে সময়ে সময়ে আমরা দেখিতে পাইয়াছি—এ সমস্তই আমাদের মনে পড়িয়া গেল। আমরা তখনও এই সমস্ত ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম, এখন সময় নীচে সমতল জমিতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সাদা কাপড় পরা একটি লোক—অবশিষ্ট দো-আঁস্‌লাটি হইবে—এমন ভাবে ছুটিতেছিল, যেন মৃত্যু তাহাকে তাড়া করিয়াছে। তাহার কয়েক গজ পিছনে, আমাদের অনুরক্ত নিগ্রো জাম্বোর বিশাল দেহটি লাফাইয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে দো-আঁসলার পিঠে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তারপর উভয়ে মাটিতে গড়াগড়ি! মুহূর্ত্ত পরে জাম্বো উঠিয়া, ভূপাতিত দেহটির দিকে তাকাইল, তারপর আহ্লাদে হাত নাড়িতে নাড়িতে, আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। দো-আঁস্‌লার নির্জীব দেহটা পড়িয়া রহিল, সেই বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যখানে।

দুইজন বিশ্বাসঘাতক শেষ হইয়াছে, কিন্তু যে অনিষ্টটি করিয়া গিয়াছে তাহা এখনও বর্ত্তমান। বুরুজে ফিরিয়া যাইবার আর কোনও উপায় নাই। পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম, এখন

মালভূমির অধিবাসী হইয়াছি—এই দুটি অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। ঐ সম্মুখে প্রান্তর, যাহা আমাদের ক্যানো পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ওদিকে, ঐ অস্পষ্ট লাল্‌চে-বেগুনী দিগন্তের পরে, সেই নদীটি আছে যাহা দ্বারা সভ্যজগতে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তী বন্ধনটি হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের এবং আমাদের পূর্ব্বাবস্থার মধ্যখানে যে গভীর খাত হাঁ করিয়া বহিয়াছে, সে ফাঁক যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা, সাধ্য নাই, যে, কোন মানুষ করিতে পারে। একটি মাত্র মুহূর্ত্ত আসিয়া আমাদের অস্তিত্বের সমস্ত অবস্থা বদ্‌লাইয়া দিয়াছে।

কি উপাদানে আমার তিনটি সঙ্গী গঠিত, এই সময়ে তাহা জানিতে পারিলাম। ইহারা সকলেই গম্ভীর এবং চিন্তাশীল, কিন্তু ইহাদের প্রশান্ত ভাব দূর হইবার নহে। তখন আর কি করা যায়, জাম্বোর আগমনের অপেক্ষায় আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া ঝোপের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরেই তাহার সরল মুখখানি পাহাড়ের উপর দিয়া উঁকি মারিল এবং তাহার অসুরের মত দেহটি বুরুজের চূড়ায় উপস্থিত হইল।

সে চেঁচাইয়া বলিল—“এখন আমাকে কি কর্‌তে হবে? বলুন, আমি তাই কর্‌ব।”

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সহজ কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল। বহির্জগতের সঙ্গে জাম্বোই আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধন। সে আমাদের ছাড়িয়া গেলে চলিবে না।

সে চেঁচাইয়া বলিল—“না, না! আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না। যাই হোক্ না কেন, এখানেই আমাকে সব সময় পাবেন।

কিন্তু ইণ্ডিয়ান্‌দের আর রাখ্‌তে পারছি না। এরই মধ্যে তারা অস্থির হয়ে পড়ছে, এখানে নাকি কুরুপুরি থাকে—তারা বাড়ী চ'লে যাবে।"

এটা সত্যই, ইণ্ডিয়ান্‌রা কিছুদিন হইতেই চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল—জাম্বো সত্য কথাই বলিয়াছে, তাহাদিগকে কোন মতেই আর রাখিতে পারিবে না।

আমি চেঁচাইয়া বলিলাম—"কাল পর্য্যন্ত তাদের কোন মতে রেখে দাও, জাম্বো, তাদের হাতে আমি চিঠি পাঠাব।"

জাম্বো বলিল—"বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, যেমন করেই হোক্‌ তাদের কালকের দিনটা রেখে দেব। কিন্তু, এখন আপনাদের জন্য কি করতে পারি?"

তাহার করণীয় অনেকই ছিল এবং ঐ বিশস্ত চাকর সেগুলি খুব ভাল করিয়াই করিল। সর্ব্বপ্রথম, আমাদের নির্দ্দেশ মত সে দড়িটি গাছের গোড়া হইতে খুলিয়া, একটা মাথা আমাদের কাছে ছুড়িয়া দিল। দড়িটা বেশী মোটা ছিল না কিন্তু মজবুত ছিল খুব এবং এটা দিয়া পোল বানাইতে না পারিলেও ভবিষ্যতে আমাদের পাহাড়ে চড়ার দরকার হইলে, এটা কাজে লাগিবে। সে খাদ্য-সামগ্রীর যে বস্তাটি তুলিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দড়ির মাথাটি বাঁধিল, আমরা সেই বস্তা পার করিয়া আনিলাম। অন্য কিছু না পাওয়া গেলেও, এই খাদ্যে আমাদের সপ্তাহ খানেক চলিবে। অবশেষে জাম্বো নামিয়া গিয়া, নানা রকম জিনিসপত্রের দুইটি বাণ্ডিল লইয়া আসিল—এক বাক্স গুলিবারুদ এবং অন্য সব জিনিস, সমস্তই দড়ির সাহায্যে পার করিয়া আনিলাম। বিকালে সে

নামিয়া গেল, এবং বলিয়া গেল যে, ইণ্ডিয়ান্‌দের পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিবে।

মালভূমিতে প্রথম রাত্রিটা আমি একটা মোমবাতির সাহায্যে, আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিয়াই প্রায় কাটাইয়া দিয়াছি।

রাত্রিতে আমরা পাহাড়ের ধারে বসিয়াই আহার করিলাম। বাক্‌সের মধ্যে দুই বোতল 'এপোলিনারিস্' (খনিজ জল বিশেষ) ছিল, তদ্দ্বারা তৃষ্ণা দূর করিলাম। জল খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, কিন্তু আমার মনে হয়, একদিনের পক্ষে লর্ড জনের মত লোকও ঢের সাহসের কাজ করিয়াছিলেন, এবং অজ্ঞাত স্থানে প্রথম প্রবেশ করিতে, আমাদের অন্য কাহারও ইচ্ছা হইতেছিল না। আমরা আগুন জ্বালাইলাম না, এবং মিছামিছি কথাবার্ত্তা বলাও বন্ধ করিলাম।

কাল (কিংবা আজও বলিতে পারি, কারণ, তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছিল) আমরা এই অজ্ঞাত দেশে প্রথম প্রবেশ করিব। আবার কখন লিখিতে পারিব—কিংবা কোন দিন লিখিতে পারিব কিনা—তাহা জানিনা। ইতিমধ্যে আমি দেখিতে পাইতেছি, ইণ্ডিয়ান্‌রা এখনও যথাস্থানে রহিয়াছে, জাম্বো যে চিঠি লইবার জন্য শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেটা নিশ্চিত। এখন, আশা করি এই চিঠি আপনার নিকট পৌঁছিবে।

পুনশ্চ—যতই ভাবি ততই আমাদের অবস্থা আরও ভরসাশূন্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও আশা দেখিতে পাইতেছিনা। মালভূমির কিনারায় কোন গাছ থাকিলে, ফিরিবার পোল ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন গাছ নাই।

কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত গাছ আমাদের সমবেত চেষ্টায়ও বহিয়া আনিতে পারিব না। দড়িটিও নামিবার পক্ষে অত্যন্ত ছোট। না, আমাদের আর কোন আশা নাই—অবস্থাটা একেবারেই ভরসাশূন্য!

———

নবম পরিচ্ছেদ

অত্যদ্ভুত কাণ্ড সকল ঘটিয়াছে এবং ক্রমাগত ঘটিয়াই চলিয়াছে। আমার নিকট কাগজের মধ্যে পাঁচখানা পুরাতন নোটবুক, অনেকগুলি ফালি ফালি কাগজ আছে, আর আছে একটিমাত্র ষ্টাইলোগ্রাফিক্ কলম; কিন্তু যতক্ষণ হাত নাড়িতে পারিব, ততক্ষণ আমাদের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলি লিখিতে থাকিব; কারণ, এই অদ্ভুত বিষয়গুলি যখন একমাত্র আমরাই দেখিলাম, তখন এগুলি গরম গরম এবং আমাদের কোন বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখা ভাল। শেষে জাম্বোই চিঠিগুলি নদী পর্য্যন্ত লইয়া যাউক, কিংবা, কোন অলৌকিক উপায়ে আমি নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, অথবা, অবশেষে যদি কোন অসমসাহসী অনুসন্ধানকারী, প্রকৃষ্ট মনোপ্লেনের সাহায্যে আসিয়া আমাদের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া, এই পাণ্ডুলিপির পোঁট্‌লাটি উদ্ধার করে—যে রূপেই হউক, আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, আমার এই লেখাগুলি চিরকাল সত্য এবং বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থরূপে নির্দিষ্ট হইবে।

হতভাগা গোমেজ্ যেদিন আমাদিগকে মালভূমিতে ফাঁদে ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিনই আমরা একটা নূতন অভিজ্ঞতার

ধারায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথম ঘটনাটিতেই ঐ স্থানটা বড় সুবিধার বোধ হইল না। সকালবেলা একটু ঘুমাইয়াছিলাম; জাগিলে পর আমার পায়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিসের প্রতি আমার নজর পড়িল। আমার প্যান্টালুন্‌টা মোজার উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাতে খানিকটা চামড়া বাহির হইয়া পড়ে। এই চামড়ার উপরে দেখিলাম, বেগুনী রংএর প্রকাণ্ড এক আঙ্গুরের মত কি একটা রহিয়াছে। আমি ত একেবারে অবাক্! উপুড় হইয়া তুলিতে গেলে পর, কি সর্ব্বনাশ! ওটা ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে রক্তের ছড়াছড়ি! ঘৃণায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম, প্রফেসার দুইটি আমার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া, সামার্‌লি বলিলেন—“ভারি চমৎকার! এটা একটা বিশাল এঁটুলি; আমার বিশ্বাস, এপর্য্যন্ত এটা শ্রেণীভুক্ত হয়নি।”

চ্যালেঞ্জার জ্ঞানগর্ব্বিত হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—“আমাদের পরিশ্রমের প্রথম ফল। এটার নাম দেব ‘ম্যালোন্ এঁটুলি’! এটার কামড়ে একটু অসুবিধা হলোই বা, বাপু, তোমার নামটি যে প্রাণি-বিদ্যার তালিকায় চিরকালের জন্য লিখিত থাকবে—এই উচ্চ সম্মানের তুলনায়, কামড়ের কষ্টটা কিছুই নয়।”

আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম—“কি জঘন্য পোকা!”

প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আমার কথার প্রতিবাদ স্বরূপ ভ্রূকুটি করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে, আমার কাঁধে তাঁহার লোমশ থাবাটি রাখিলেন।

তিনি বলিলেন—“বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এবং নির্লিপ্ত বৈজ্ঞানিকের

মনটিও গড়বার চেষ্টা কর। আমার মত দার্শনিক ভাবাপন্ন লোকের কাছে, বাঁকা ছুরির মত শুঁড় এবং ফুলো পেট-ওয়ালা রক্তশোষক এঁটুলি, প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে ময়ূর কিংবা অরোরা-বোরিয়েলিসের মতই সুন্দর। এই পোকাটির যথার্থ কদর বুঝ্‌তে পারলেনা দেখে, আমার বড় কষ্ট হয়েছে। উপযুক্ত পরিশ্রম করলে, আমরা আরো নমুনা সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌ব—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সামার্‌লি কঠোরভাবে বলিলেন—"সত্যি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, এইমাত্র একটা আপনার সার্টের কলারের মধ্যে ঢুকেছে।"

ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া চ্যালেঞ্জার শূন্যে লাফাইয়া উঠিলেন এবং কোট সার্ট খুলিবার জন্য, পাগলের মত টানাটানি করিতে লাগিলেন। সামার্‌লি এবং আমি তাঁহাকে সাহায্য করিব কি, আমরা হাসিয়াই খুন! অবশেষে সেই বিপুল ধড়টির (দর্জ্জির ফিতার মাপে, চুয়ান্ন ইঞ্চি) আবরণ খুলিলাম। তাঁহার সমস্ত শরীর কাল লোমে যেন জটাপাকান, সেই জঙ্গলের মধ্য হইতে পোকাটা বাহির করিলাম, সেটা তখনও তাঁহাকে কাম্‌ড়ায় নাই। কিন্তু চারিদিকে ঝোপগুলি এই বীভৎস উৎপাতে ভর্ত্তি, আমাদিগকে জায়গা বদ্‌লাইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাসী নিগ্রোটির সঙ্গে, কাজের বন্দোবস্ত করা চাই। দেখিতে দেখিতে সে কতগুলি কোকো এবং বিস্কুটের টিন লইয়া, বুরুজের চূড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেগুলি আমাদের নিকট পার করিয়া দিল। নীচে যে সকল খাদ্য ছিল, বলিয়া দিলাম, তাহা হইতে তাহার নিজের জন্য দুই মাসের মত খাদ্য রাখিয়া, বাকিগুলি

ইণ্ডিয়ান্‌দিগকে তাহাদের বেতন স্বরূপ এবং আমাদের চিঠিগুলি যে আমাজন পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে, তাহার জন্য পুরস্কার স্বরূপ দিবে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, ঐ দূরে প্রান্তরের মধ্য দিয়া তাহারা সারি বাঁধিয়া মাথায় এক একটা বাণ্ডিল লইয়া—যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম সেই পথে চলিয়াছে। বুরুজের নীচে আমাদের তাঁবুটিতে জাম্বো থাকিবে—জগতের সঙ্গে আমাদের ঐ একটিমাত্র বন্ধন।

তারপর আমাদেব গতিবিধি সম্বন্ধে তখনই একটা স্থির করিয়া ফেলিলাম। এই এঁটুলিপূর্ণ ঝোপ হইতে সরিয়া পড়িলাম। ছোট একটি খোলা জায়গা পাওয়া গেল, চারিদিকে গাছ দিয়া ঘেরা, মধ্যখানে কতগুলি চ্যাটাল পাথর এবং নিকটেই একটা চমৎকার উৎস—এই পরিষ্কার স্থানটিতে বেশ আরামে বসিয়া, এই নূতন দেশে অভিযানের সব মতলব স্থির করিতে লাগিলাম। পাতাব আড়ালে বসিয়া পাখী ডাকিতেছিল—বিশেষতঃ একটি একেবারে নূতন ধরণের পাখী, তাহার অদ্ভুত হুপ্‌ হুপ্‌ ডাক। এই পাখীর ডাক ভিন্ন অন্য কোন জীবন্ত প্রাণীর সাড়া শব্দ ছিল না।

আমাদের প্রথম কাজ হইল খাদ্যের একটা লিষ্টি প্রস্তুত করা, খাদ্যের পরিমাণ কতটা আছে দেখা দরকার। আমরা যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলাম এবং জাম্বো দড়ির সাহায্যে যাহা পার করিয়া দিয়াছিল—সমস্ত মিলাইয়া দেখা গেল, খাদ্য-সামগ্রী যথেষ্ট আছে। বিপদ আমাদের চারিদিকেই থাকিতে পারে, তাহার জন্য যাহা খুব দরকারী তাহাও আছে—চারিটা রাইফেল্‌, এক হাজার তিনশত কার্ত্তুজ, ইহা ভিন্ন একটা ছিটাগুলির বন্দুক এবং প্রায় দেড়শত মাঝারি গুলি

ভরা কার্ত্তুজ। এই খাদ্যে অনেক সপ্তাহ কাটিয়া যাইবে, তাহার উপর যথেষ্ট তামাক, কতগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, একটা বড় দূরবীণ এবং একটা ভাল ফিল্ড্-গ্লাস্ রহিয়াছে। সেই খোলা জায়গাটিতে আমরা এই সব জিনিস জড় করিলাম। তারপর কুড়াল এবং ছুরি দিয়া অনেকগুলি কাঁটা ঝোপ কাটিয়া, চারিদিকে প্রায় পনর গজ চওড়া গোল একটা বেড়া দিলাম—এইরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। এই স্থানটাই হইল আমাদের প্রধান আড্ডা, আমাদের বিপদে আশ্রয়—জিনিসপত্রের ভাণ্ডার। এটার নাম রাখিলাম 'চ্যালেঞ্জার দুর্গ'।

আমাদের অবস্থা নিরাপদ করিতে বেলা দুইপ্রহর হইল, কিন্তু গরমটা তেমন কষ্টকর বোধ হইল না। উত্তাপ এবং বৃক্ষাদি বিষয়ে মালভূমির আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বীচ্, ওক্, বার্চ্চ সমস্ত গাছই আমাদের চারিদিকে বেড়িয়া ছিল। একটা বিশাল 'গঙ্কো' গাছ, সকল গাছের উপরে উঠিয়া ডালপালা, পাতা দিয়া আমাদের দুর্গটি ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহার ছায়ায় বসিয়া আমাদের আলোচনা আবার চলিল, লর্ড জন্ তাঁহার মতগুলি বলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ বা জন্তু আমাদের দেখ্তে বা আমাদের কথা শুন্তে না পায়, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। যখন থেকে আমাদের অস্তিত্ব জান্তে পারবে, তখন থেকেই আমাদের বিপদও আরম্ভ হবে। আমাদের তারা দেখ্তে পেয়েছে এমন কোন লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। কাজেই, এখন আমরা চুপ্চাপ থেকে স্থানটার উপর নজর রাখ্ব। তারা আমাদের দেখ্বার আগেই, তাদেরকে আমাদের দেখা চাই।"

আমি ভরসা করিয়া বলিলাম—"কিন্তু, তবু, আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।"

"সেটাত নিশ্চয়ই, বাবাজি, আমরা অগ্রসর হব বৈকি। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে। কখনও এমন দূরে যাব না, যে, আড্ডায় ফিরে আস্‌তে আমাদের মুস্কিল হয়। সকলের উপরে, নিতান্ত প্রাণের দায়ে না হলে, আমরা কখনও বন্দুক ছুড়্‌ব না।"

সামার্‌লি বলিলেন—"কাল ত আপনি বন্দুক চালিয়েছিলেন।"

"তা কি হবে, বাধ্য হয়েই যে চালাতে হয়েছিল। যাহোক্, বেশ জোর বাতাস ছিল এবং সেটা বাইরের দিকে বইছিল। সে আওয়াজ যে মালভূমি পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, তা মনে হয় না। ভাল কথা, এই জায়গার কি নাম দেওয়া যাবে? এটার একটা নাম দেওয়া বোধ করি দরকার।"

অনেকগুলি প্রস্তাব হইল, ভাল মন্দ দুইই ছিল, কিন্তু চ্যালেঞ্জার যাহা প্রস্তাব করিলেন সেটা গ্রহণ করাই স্থির হইল।

তিনি বলিলেন—"এই দেশের শুধু একটা নামই হতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী যে লোক এটা আবিষ্কার করেছিল, তার নামেই এর নামকরণ করা হোক্—এটা 'ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশ'।"

'ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশই' নাম হইল, এবং আমি যে নক্‌সাটি প্রস্তুত করিতেছি, তাহার মধ্যেও এই নামই লেখা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতের ম্যাপেও এই নামই থাকিবে।

ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশে নীরবে চুপি চুপি প্রবেশ করিতে হইবে—এটাই হইল উপস্থিত জরুরি বিষয়। জায়গাটাতে অজ্ঞাত জীবজন্তুর বসতি আছে, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার চাইতে

আরও ভীষণ, হিংস্র এবং বিকটাকৃতি জন্তুও যে থাকিতে পারে, ম্যাপল্-হোয়াইটের স্কেচ্-বুক্ই তাহার নিদর্শন। আততায়ী মানুষ থাকারও যে সম্ভাবনা আছে, সেই বাঁশের শূলবিদ্ধ কঙ্কালই তাহার প্রমাণ—উপর হইতে কেহ ছুড়িয়া না ফেলিলে, উহা সেখানে যাইতে পারিত না। যেখান হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই এরূপ একটি স্থানে আট্কাইয়া গিয়া, আমাদের অবস্থাটি সমূহ বিপদপূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য লর্ড জনের অভিজ্ঞতা যাহা নির্দ্দেশ করিত, তাহাই আমরা মানিয়া লইতাম। এই রহস্যপূর্ণ স্থানটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য, আমাদের মন অস্থির—আমাদের পক্ষে ইহার কিনারায় বসিয়া থাকা অসম্ভব।

আমাদের দুর্গের মুখটি কাঁটা ঝোপ দিয়া বন্ধ করিলাম, এবং এই বেড়ার আশ্রয়ে আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া, বাহির হইলাম। ধীরে ধীরে হুঁশিয়ার হইয়া এই অপরিচিত স্থানে চলিলাম। আমাদের ঐ উৎসটি হইতে একটি ছোট নদী বাহিয়া গিয়াছিল, তাহারই তীর ধরিয়া চলিলাম, কারণ, ফিরিবার পথে এটাই আমাদের পথপ্রদর্শক হইবে।

সবে মাত্র রওয়ানা হইয়াছি, তখনই এমন সব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল, যে, বুঝিতে পারিলাম, কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কয়েক শত গজ পর্য্যন্ত ঘন বন, তাহার মধ্যে অনেক অজানা গাছ ছিল, কিন্তু আমাদের উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ সামারলি সেগুলিকে কণিফার এবং সাইকেডেসিয়াস্ গাছের মত বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং এই সকল গাছ নিম্নতর জগৎ হইতে বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়াছে। এই বন পার হইয়া আমরা একটা স্থানে প্রবেশ

করিলাম, সেখানে নদীটি বিস্তৃত হইয়া একটা জলাভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। বেশ উঁচু এবং অদ্ভুত রকমের ঘন নলখাগ্‌ড়ার বন আমাদের সম্মুখে—সেগুলি নাকি ইকুইসেটাসিয়া বা মেয়ার্‌স্‌-টেল্‌স্‌; মধ্যে মধ্যে আবার ফার্ণ-গাছও এগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সমস্ত গাছ বাতাসে দুলিতেছিল। লর্ড জন্‌ সকলের আগে ছিলেন, তিনি হঠাৎ হাত তুলিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন—"এটা কি, দেখুন! সর্ব্বনাশ! এটা নিশ্চয় পাখীর পূর্ব্বপুরুষের পায়ের দাগ।"

আমাদের সম্মুখে নরম-মাটিতে, তিন-আঙ্গুল-বিশিষ্ট একটা বিশাল পায়ের দাগ পড়িয়াছিল। যে জন্তুই হউক, এটা জলাভূমি পার হইয়া বনের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। এই বিশাল দাগগুলি দেখিবার জন্য সকলে থামিলাম। এটা যদি বাস্তবিকই পাখী হয়—এরূপ দাগ অন্য কোন্‌ জন্তু ফেলিবে?—ইহার পা উট পাখীর পায়ের চাইতে এতটা বড়, যে, সেই পরিমাণে ইহার উচ্চতা হইবে প্রকাণ্ড। লর্ড জন্‌ তাঁহার হাতীমারা বন্দুকটিতে দুইটি কার্ত্তুজ পুরিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"শিকারী হিসাবে আমার সুনামটি পণ রাখ্‌তে পারি—এই দাগ তাজা। দশ মিনিটের বেশী হয়নি পাখীটা এখান দিয়ে গিয়েছে। ঐ দেখ, গভীর দাগগুলিতে এখনও গিয়ে জল ঢুক্‌ছে। এ কি! দেখ, এখানে একটা বাচ্চার পায়ের দাগও রয়েছে যে!"

বাস্তবিকই তাই, ঠিক সেই রকমেরই ছোট ছোট দাগ, বড় দাগের সমানে সমানে চলিয়াছে।

এই সকল তিনআঙ্গুল-ওয়ালা দাগের মধ্যে, একটা পাঁচআঙ্গুল-ওয়ালা মানুষের থাবার মত দাগও ছিল—সেটাকে উল্লাসে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া, প্রফেসার সামার্লি বলিলেন—"কিন্তু, তাহলে এ কিসের ?"

চ্যালেঞ্জারও মহা উল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"উইল্‌ডেন্‌! আমি উইল্‌ডেনের পাঁকে এ রকম দাগ দেখেছি। এটা এমন একটা জন্তু, যে, তিনআঙ্গুল-ওয়ালা পায়ের উপর ভর দিয়ে, সোজা হয়ে চলে, এবং মাঝে মাঝে তার পাঁচআঙ্গুল-ওয়ালা সামনের পা দুখানাও মাটিতে রাখে। পাখী নয়, বুঝ্‌লে রক্‌স্‌টন্‌। এটা পাখী নয়।"

"তবে কি এটা চতুষ্পদ জন্তু ?"

"তা নয় ; সরীসৃপ জাতীয় জন্তু—এটা একটা ডাইনোসর্‌। অন্য কোন জন্তুর পায়ের ছাপ এরকম নয়। নব্বই বছর আগে, সাসেক্‌সের একজন বিজ্ঞানাচার্য্য এই দাগ দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলেন ; কিন্তু, এ রকম একটা দৃশ্য দেখতে পাবে ব'লে, পৃথিবীতে কেউ কি আশা কর্‌তে—আশা কর্‌তে—পার্‌ত ?"

তাঁহার উচ্চ স্বর ক্রমে ফিস্‌ফিসানিতে পরিণত হইয়া গেল, আমরা সকলে বিস্ময়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাগ ধরিয়া ধরিয়া আমরা জলাভূমি ছাড়িয়া, গাছ এবং ঝোপপূর্ণ একটা স্থান পার হইয়া গেলাম। তাহার পরেই একটা খোলা জায়গা, তাহাতে পাৎলা জঙ্গল আছে। এইখানে পাঁচটা অতি অসাধারণ জন্তু ছিল—এমন জন্তু পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ঝোপের মধ্যে গুড়ি মারিয়া আমরা অবসর মত এগুলিকে দেখিতে লাগিলাম।

ওখানে পাঁচটা জন্তু ছিল বলিয়াছি—স্বামী স্ত্রী এবং তাহাদের

তিনটি বাচ্চা। জন্তুগুলি আকারে ছিল অতি বিশাল। এমন কি, বাচ্চাগুলিই ছিল হাতির মত বড়, আর বড় দুটির মত বৃহৎ জন্তু আমি কখনও দেখি নাই। জন্তুগুলির গায়ের চাম্‌ড়া স্লেটপাথরের রং তাহাতে গিরগিটির মত আঁইস আছে—সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া এই আঁইস চক্ চক্ করিতেছিল। পাঁচটা জন্তুই তাহাদের চওড়া এবং মজবুত ল্যাজের উপর এবং তিন আঙ্গুল-ওয়ালা পিছনের বিশাল পায়ের উপর ভর দিয়া বসিয়াছিল এবং পাঁচআঙ্গুল-ওয়ালা সম্মুখের পা-দুটি দিয়া ডাল নোয়াইয়া পাতা খাইতেছিল। মনে করুন, যেন, কাল কুমীরের মত চাম্‌ড়া-ওয়ালা, কুড়ি ফুট লম্বা বিপুলকায় ক্যাঙ্গারু—ইহার চাইতে ভাল করিয়া, অন্য কোন মতেই আপনাকে বুঝাইতে পারিব না।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অসাধারণ দৃশ্যটি স্থির হইয়া আমরা দেখিতেছিলাম, তাহা জানিনা। আমাদের দিকে প্রবল বাতাস বহিতেছিল, আমরাও বেশ লুক্কাইত ছিলাম—সুতরাং ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাচ্চাগুলি মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার চারিদিকে বেখাপ্পা রকমে নাচিয়া কুঁদিয়া খেলা করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে শূন্যে লাফাইয়া উঠে আর ধুপ্ করিয়া মাটিতে পড়ে। বড় দুইটির বল অপরিসীম। দেখিলাম, একটা বেশ উঁচু গাছের এক গোছা পাতা নাগাল না পাইয়া, সমুখের দুটি পায়ে গাছের কাণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া, গোটা গাছটাই ভাঙ্গিয়া ফেলিল—যেন সেটা চারাগাছ। ব্যাপারটি দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, ইহাদের শরীরের মাংসপেশী যেমন সবল, বুদ্ধিটি তেমনি উল্টা, কারণ, গাছের সমস্ত ওজনটা সেটার উপরেই পড়িল, আর সেটার যা দারুণ চীৎকার!

বুঝিতে পারিলাম, শরীরটা বিশাল হইলেও এটার সহনশক্তির সীমা আছে। এই ঘটনায় যেন সে বুঝিতে পারিল, যে, আশে পাশে বিপদ আছে, কারণ, জন্তুটা ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে বনের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল, ইহার সঙ্গিনী এবং অতিকায় বাচ্চাতুটিও পিছনে পিছনে গেল। আমরা দেখিতে পাইলাম—ঐ তাহাদের ধোঁয়াটে রং গাছের মধ্য দিয়া চক্‌চক্ করিতেছে, ঝোপ ঝাপের উপর দিয়া মাথাগুলি নড়িতেছে। তারপর সেগুলি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

আমি সঙ্গীদিগের পানে তাকাইলাম। লর্ড জন্ তাঁহার হাতীমারা বন্দুকটি বাগাইয়া, ঘোড়াটি টিপিবার জন্য একেবারে প্রস্তুত, তাঁহার উৎসুক শিকারীর মন যেন তাঁহার চক্ষু ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। "আল্‌বানিতে" তাঁহার বিশ্রাম ঘরের ম্যান্‌টলপিসে ক্রুসের আকারে যে বৈঠাতুটি সাজান আছে, তাহার উপরে এই একটা জন্তুর মাথা লইয়া রাখিতে পারিলে—এমন কি আছে যাহা তিনি দিতে পারিতেন না? তবু, তাঁহার বিচারবুদ্ধি তাঁহাকে বাধা দিল, কারণ, এই অজ্ঞাত দেশের বিস্ময়কর তথ্যগুলির সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান নির্ভর করিত—ইহার অধিবাসীদিগের নিকট আমাদের উপস্থিতি গোপন থাকার উপর। প্রফেসর তুইটি নীরব উল্লাসে মগ্ন ছিলেন। উত্তেজনা বশতঃ তাঁহারা অজ্ঞাতসারে উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান, যেন তুইটি শিশু একটি অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছে। স্বর্গীয় হাসিতে চ্যালেঞ্জারের মুখ উদ্ভাসিত, সামার্‌লির কর্কশ মুখটিও সেই সময়ে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় মোলায়েম হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এটার সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ওরা কি বলবে

চ্যালেঞ্জার বলিলেন—"বুঝ্‌লে হে সামার্‌লি, ইংলণ্ডে ওরা কি বলবে, আমি তোমাকে ঠিক বলে দিচ্ছি। তারা বলবে, যে, তুমি একটি দারুণ মিথ্যাবাদী এবং একটি ভণ্ড বৈজ্ঞানিক—ঠিক তারা এবং তুমিও আমাকে যেমন বলেছিলে।"

"ফটোগ্রাফ্‌গুলি দেখ্‌লেও, বলবে?"

"বলবে, জাল! সামার্‌লি, আনাড়ির জাল!"

"নমুনা দেখেও?"

"হ্যাঁ, ঐখানটায় তাদের জব্দ করতে পারি। ম্যালোন্‌ এবং তাঁর ফ্লিট্‌ স্ট্রীটের কদর্য্য দলটি, হয়ত এখনও আমাদের গুণগান করতে পারে। আটাশে আগষ্ট—এই দিনে আমরা ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশের বনে পাঁচটা জীবন্ত ইগুয়ানোডন্‌ দেখেছিলাম। বাপু ম্যালোন্‌, তোমার ডায়েরিতে এই কথাগুলি লিখে রাখ এবং তোমার কাগজে পাঠিয়ে দিও।"

লর্ড জন্‌ বলিলেন—"আর সম্পাদকেব জুতোর ঠোক্কর খাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকো। লণ্ডনের আবহাওয়া থেকে সব জিনিষ অন্য রকম দেখায় হে, বাবাজি! অনেকে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিষয় কিছুই বলে না, কারণ, সে সব কেউ বিশ্বাস করবে ব'লে তারা আশা করতে পারে না। এর জন্য তাদের দোষ কে দেবে? এসব ঘটনা মাস খানেক পরে, আমাদেরই কাছে স্বপ্নের মত বোধ হবে। জন্তুগুলো কি ছিল, বল্‌লে?"

সামার্‌লি বলিলেন—"ইগুয়ানোডন্‌! হেষ্টিং-বালুচর, কেণ্ট, সাসেক্‌স্‌—সর্ব্বত্রই এদের পায়ের দাগ দেখ্‌তে পাবে। দক্ষিণ ইংলণ্ডে যে সময় সরস ঘাস প্রভৃতি খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ছিল, তখন

এসব জন্তু সেখানে কিল্‌বিল্‌ কর্‌ত। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, জন্তুগুলিও ম'রে গিয়েছে। এখানে মনে হচ্ছে, অবস্থার পরিবর্তন হয়নি—তাই এসব জন্তু বেঁচে আছে।"

লর্ড জন্‌ বলিলেন—"এখান থেকে যদি কখনও আমরা প্রাণ নিয়ে ফির্‌তে পারি, তখন একটা মাথা আমাকে সঙ্গে ক'রে নিতেই হবে। বাবা! সোমালিল্যাণ্ড আর ইউগাণ্ডার লোকেরা যদি এটা দেখ্‌ত, তবে তাদের মুখ সব্‌জে মেরে যেত। তোমরা কি ভাব্‌ছ জানিনা, কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা যেন দারুণ ক্ষণভঙ্গুর জমিতে আছি।"

আমারও ঐ রকমই মনের ভাব ছিল, চারিদিকেই যেন রহস্য এবং বিপদ। গাছের ছায়ার অন্ধকারের মধ্যে যেন বিভীষিকা, এবং ছায়াপূর্ণ লতাপাতার দিকে চাহিলে, যেন একটা দারুণ ভয় মনে জাগিয়া উঠে। যে জন্তুগুলি দেখিলাম, সেগুলি নিরীহ, মন্থর জানোয়ার, কাহারও অনিষ্ট করে না, কিন্তু, এই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ স্থানটিতে, অন্য কোন জীবন্ত হিংস্র জানোয়ার কি থাকিতে পারে না, যাহারা পাহাড় এবং ঝোপের গর্ত্ত হইতে আমাদের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারে? আমি সেকালের জন্তু সম্বন্ধে খুব কমই জানিতাম, কিন্তু, আমার পরিষ্কার মনে আছে, একটা পুস্তক পড়িয়াছিলাম, তাহাতে এমন সব জানোয়ারের কথা আছে যাহারা, বিড়াল যেমন ইঁদুর খায় তেমনি আমাদের সিংহ ও বাঘ খাইতে পারে। সেই সকল জানোয়ার যদি ম্যাপল্‌-হোয়াইট্‌ দেশে পাওয়া যায়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে!

পূর্ব্ব হইতেই যেন নির্দিষ্ট ছিল, যে, নূতন দেশে এই প্রথম

প্রাতঃকালটাতেই আমরা দেখিতে পাইব—চারিদিকে কত রকমের সব নূতন নূতন বিপদ রহিয়াছে। বড়ই বীভৎস ঘটনা, মনে করিতেও ঘৃণা বোধ করি। লর্ড জনের কথা মত, ইগুয়ানোডনের জায়গাটা যদি আমাদের কাছে স্বপ্নের মত থাকিয়া যায়, তবে, টেরোড্যাক্‌টিলের জলাটি থাকিবে চিরকাল বিভীষিকার মত। ঘটনাটি আমি তুবহু বর্ণনা করিতেছি।

আমরা খুব ধীরে ধীরে বনের মধ্য দিয়া চলিলাম। তাহার প্রথম কারণ—লর্ড জন্ অগ্রদূতের কাজ করিতেছিলেন, পূর্ব্বে সন্ধান না করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিতেন না। দ্বিতীয় কারণ—প্রফেসার দুইটির কেহ না কেহ নূতন কোন ফুল কিংবা পোকা দেখিলে, বিস্ময়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতেন। আমরা নদীর দক্ষিণ পার ধরিয়া, মোটের উপর বোধ করি দুই তিন মাইল পথ চলিয়া, বনের মধ্যে বেশ বিস্তৃত একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে ঝোপের শ্রেণী, কতগুলি এলোমেলো ছোট পাহাড়ের দিকে গিয়াছে। আমরা কোমর সমান উঁচু ঝোপের মধ্য দিয়া, এই পাহাড়গুলির দিকে যাইতে ছিলাম, এমন সময়, শিষ্ দেওয়ার মত এবং বক্‌বকানির মত একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম—যেন একটা দারুণ কলরবে চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং সেটা যেন আমাদের ঠিক সম্মুখেই একটা স্থান হইতে আসিতেছে। লর্ড জন্ হাত তুলিয়া আমাদিগকে থামিবার জন্য সঙ্কেত করিলেন, এবং নীচু হইয়া সেই পাহাড়গুলির দিকে ছুটিলেন। আমরা দেখিলাম, পাহাড়ের উপর দিয়া উঁকি মারিয়াই, তিনি মহা বিস্ময়ে অঙ্গভঙ্গী করিয়া উঠিলেন। যাহা দেখিলেন

তাহাতে তিনি এমনই স্বপ্নাবিষ্টের মত তাকাইয়া রহিলেন—যেন আমাদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। অবশেষে তিনি হাত নাড়িয়া আমাদিগকে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হইবার জন্য হাত তুলিয়া সঙ্কেতও করিলেন। তাঁহার রকম সকম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—মহা অদ্ভুত কিন্তু ভীষণ কিছু আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।

হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া আমরা দেখিলাম। যে স্থানের দিকে তাকাইলাম, সেটা একটা গর্ত্ত, বোধ করি পূর্ব্বে এটা মালভূমির আগ্নেয় পর্ব্বতের একটা ছোট মুখ ছিল। গর্ত্তটার আকৃতি বাটির মত, ইহার তলায়—আমাদের নিকট হইতে শত শত গজ দূরে—সবুজ ফেনা-ওয়ালা বদ্ধ জলের ডোবা, তাহার চারিদিকে নল বন। জায়গাটাই ভয়াবহ, তাহার উপরে ইহার অধিকারীরা যেন এটাকে দান্তে-র seven circleএর একটা দৃশ্যের মত করিয়া ফেলিয়াছে। জায়গাটা টেরোড্যাক্টিল্-এর একটা আড্ডা। শত শত টেরাড্যাক্টিল্ একত্র জড় হইয়াছে। জলের চারিদিকের কিনারাটা ইহাদিগের বাচ্চায় যেন সজীব। এবং তাহাদের বিকটাকৃতি মা-গুলি, চামড়ার মত শক্ত হলদে রংএর ডিমগুলিতে তা দিতেছে। এই সরীসৃপ জাতীয় কদর্য্য জানোয়ারগুলির কোনটা হামাগুড়ি দিতেছে, কোনটা ডানা নাড়িতেছে, আর সে যা একটা দারুণ পচা, ভাপ্সা দুর্গন্ধ উঠিয়াছে —আমাদের ত গা-বমিবমি করিতে লাগিল। উপরে আবার আলাদা বড় বড় পাথরে, ছাই রংএর লম্বা, শুক্না এবং ভীষণ মর্দ্দা-পাখীগুলি বসিয়া রহিয়াছে—জীবন্ত বলিয়া মনে হয় না, যেন মৃত এবং শুষ্ক

নমুনার মত একেবারে নিশ্চল, শুধু ক্ষণে ক্ষণে লাল চক্ষুদুটি পাকাইতেছে এবং ঝিল্লী-ফড়িং উড়িয়া গেলে, ইঁদুর ধরা জাঁতি-কলের মত ঠোঁট দিয়া খপ্ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ঝিল্লীর মত ডানাদুটি গুটাইয়া বসিয়াছিল; মনে হইতেছিল, যেন, কতগুলি অতিকায় ডাইনী-বুড়ী সর্ব্বাঙ্গ শালে জড়াইয়া শুধু উপরে হিংস্র মাথাটি বাহির করিয়া বসিয়া আছে। আমাদের সম্মুখে এই গর্ত্তটাতে, ছোট বড় প্রায় হাজারটি এইরূপ বীভৎস জানোয়ার ছিল।

আমাদের প্রফেসার দুটি সেকালের জন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিবার এই সুযোগটি পাইয়া, এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তাঁহারা খুসী হইয়াই ওখানে সারদিন কাটাইতেন। পাহাড়ের মধ্যে পাখী এবং মাছের হাড় পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রমাণ হইল এই জন্তুগুলি কি রকম খাদ্য খায়, এবং সেই হাড়গুলিকে দেখাইয়া, একটা বিষয় পরিষ্কাব হইল বলিয়া, তাঁহারা পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। বিষয়টি হইল—ক্যাম্ব্রিজের গ্রীণসেণ্ডের মত অন্য কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে যে, এই সকল উড্ডীয়মান কুমীরের হাড় পাওয়া যায়, তাহার কারণ, এখন দেখা গেল, ইহারাও পেঙ্গুইনের মত দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

অবশেষে চ্যালেঞ্জার, কোন এক বিষয়ে সামার্‌লির আপত্তির বিরুদ্ধে নিজ মত সপ্রমাণ করিবার জন্য, পাহাড়র উপর দিয়া মাথাটি বাড়াইয়া দিয়া—আমাদিগকে প্রায় মৃত্যুর কবলে ফেলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের চাইতে নিকটের মর্দ্দা জন্তুটা, কর্কশ শিষের মত ডাক দিয়া, চাম্‌ড়ার মত এবং প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া ডানাদুটি মেলিয়া আকাশে উড়িল। মাদিগুলি এবং বাচ্চাগুলি জলের কিনারায়, একত্রে ঠাসাঠাসি করিয়া রহিল; আবার জলের চতুর্দ্দিকস্থ প্রহরী

জানোয়ারগুলিও, একে একে সমস্ত শূন্যে উড়িল। কি চমৎকার দৃশ্য! অন্ততঃ একশত এইরূপ বিপুল-কায় বীভৎস জন্তু, তালচঞ্চু পক্ষীর মত ঝাপ্‌টা মারিয়া দ্রুত পাখা নাড়িতে নাড়িতে, আমাদের মাথার উপরে উড়িতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, এদৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা নিরাপদ নহে। প্রথমে বিরাট জন্তুগুলি নিজেদের বিপদের মাত্রা দেখিবার জন্য, বিশাল বৃত্তাকারে উড়িতে লাগিল। তারপর ক্রমে নীচে নামিতে আরম্ভ করিল এবং বৃত্তও ছোট হইতে লাগিল। অবশেষে আমাদের একেবারে মাথার উপরে আসিয়া উপস্থিত। স্লেট রংএর বিশাল দুইটি পাখার ঝাপ্‌টায় সে যা সোঁ সোঁ, শন্ শন্ শব্দ! --উড়ো-জাহাজের প্রতিযোগিতার সময় হেন্‌ডন্‌-আস্তানার কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

লর্ড জন্ রাইফল্ বাগাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"শীগ্‌গির বনের দিকে পালাও, আর সবাই এক সঙ্গে থাক—হতভাগাদের মতলব ভাল নয়।"

আমরা পলায়নের চেষ্টা করা মাত্র, সমস্ত জানোয়ার আমাদিগকে ঘেরাও করিল। ক্রমে নিকটের গুলির পাখার ডগা আমাদের মুখ যেন প্রায় স্পর্শ করে। আমরা বন্দুকের কুঁদা দিয়া মারিতে লাগিলাম, কিন্তু মারিবার মত নিরেট কিছু ছিল না। হঠাৎ লম্বা একটা গলা বাহির হইয়া আসিয়া, হিংস্র একটা ঠোঁটে আমাদিগকে আঘাত করিল। আবার একটা, তারপর আরও একটা। সামারলি চীৎকার করিয়া মুখে হাত দিলেন, মুখ হইতে রক্ত পড়িতেছিল। আমার গলার পিছনে একটা ঠোকর পড়িল বুঝিতে পারিলাম এবং সেই আঘাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। চ্যালেঞ্জার মাটিতে

পড়িয়া গেলেন, আমি তাঁহাকে তুলিবার জন্য যেই উপুড় হইয়াছি, অমনি পিছন হইতে আব এক ঘা খাইয়া তাঁহার উপরেই পড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গে লর্ড জনের হাতীমারা বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং দেখিলাম--একটা জানোয়ারের ডানা ভাঙ্গিয়া গিয়া, সেটা মাটিতে ছট্‌ফট্ করিতেছে ; আমাদের দিকে রক্তবর্ণ চক্ষু পাকাইতে পাকাইতে, হঠাৎ হাঁ করিয়া যেন মুখ দিয়া বিষ ছিটাইতে লাগিল —দেখাইতেছিল ঠিক মধ্যযুগের ছবির শয়তানের মত। হঠাৎ এই শব্দটা শুনিয়া, ইহার সঙ্গীগুলি আরও উচুতে উঠিয়া, আমাদের মাথার উপরে চক্রাকারে উড়িতে লাগিল।

লর্ড জন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“এবার। এবার প্রাণ নিয়ে পালাই।”

আমরা টলিতে টলিতে ঝোপেব মধ্য দিয়া চলিলাম, প্রায় বড় গাছগুলির নীচে গিয়াছি, এমন সময় সেই রাক্ষুসে জানোয়ার গুলি, আবার আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। সামার্‌লিকে ধরাশায়ী করিল, তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া গাছের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। তখন আমরা নিরাপদ—গাছের ডালের নীচে ঐ বিরাট পাখা নাড়িবার স্থান নাই। ক্ষতবিক্ষত এবং নাকাল হইয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আড্ডায় ফিরিবার পথে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম— ঐ মাথার উপরে বহু উচ্চে নীলাকাশে জন্তুগুলি চক্রাকারে উড়িতেছে, বন-কবুতরের চাইতে বড় দেখাইতেছিল না—তখনও আমাদের গতির উপরে দৃষ্টি। অবশেষে আমরা যখন গভীর বনে ঢুকিলাম, তখন তাহারা ক্ষান্ত হইয়া অদৃশ্য হইল।

ঐ নদীটির ধারে আমরা যখন আসিলাম, তখন, চ্যালেঞ্জার তাঁহার

ফোলা হাঁটুতে জল দিতে দিতে বলিলেন—"বড় চমৎকার অভিজ্ঞতা, একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সামার‍্লি, ক্রুদ্ধ টেরোড্যাক্‌টিলের কি রকম আচরণ, সেটা আমরা চূড়ান্ত বুঝ্‌তে পেরেছি।"

সামার‍্লি তাঁহার মাথার ক্ষতটার রক্ত পুঁছিতেছিলেন, আর আমি আমার গলার পেশীর সেই অপরিষ্কার আঘাতটা বাঁধিতে ছিলাম। লর্ড জনের কোটের কাঁধের দিক্‌টা উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গায়ে জন্তুটার একটু আঁচড় লাগিয়াছিল মাত্র।

চ্যালেঞ্জার বলিতে লাগিলেন—"তরুণ বন্ধুটি বাস্তবিকই ঠোকর খেয়েছে, আর লর্ড জনের কোটটা ছিঁড়েছে কামড়ে। আমার মাথায় ডানার ঝাপ্‌টা লেগেছে—সুতরাং, জন্তুগুলির আক্রমণের নানা রকম প্রণালী সম্বন্ধেও আমরা বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।"

লর্ড জন্ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমরা মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গিয়েছি। এ রকম বীভৎস জন্তুর হাতে মরার চাইতে খারাপ মৃত্যু আমি আর ভেবে পাইনা। বন্দুকটা ছুঁড়েছি ব'লে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু, সত্যি, তা ছাড়া আর উপায় ছিল না।"

আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—"আপনি বন্দুক না ছুঁড়্‌লে এখানে আর আমাদের আস্‌তে হতো না।"

তিনি বলিলেন—"তাতে বোধ করি কোন অনিষ্ট হবে না। এই বনের মধ্যে গাছ-ভাঙ্গার কিংবা গাছ-পড়ার কত জোর আওয়াজ হয়ে থাকে—সেগুলিও বন্দুকের শব্দের মতই শোনায়। কিন্তু এখন আমার কথা যদি শোন, তাহলে, একদিনের পক্ষে আমাদের যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ঘটনা হয়েছে, এখন আড্ডায় ফিরে যাওয়া উচিত—এখন

কিছু চিকিৎসা এবং কার্ব্বোলিক লোসনের দরকার। এসব জন্তুর ঐ ভয়ানক চোয়ালে কি-না কি বিষ আছে কে জানে?”

বাস্তবিক পৃথিবীর আদি হইতে, কোন লোকের ভাগ্যে এমন একটি দিন আসে নাই। আমাদের জন্য নূতন নূতন আশ্চর্য্য সঞ্চিত ছিল। নদীটি ধরিয়া চলিতে চলিতে, যখন আমাদের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া সেই কাঁটার বেড়াটি দেখিলাম, তখন ভাবিলাম—আমাদের বিপদ-পূর্ণ কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে আর একটি ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। চ্যালেঞ্জার-দুর্গের দরজা ঠিক তেমনই আছে, কাঁটার দেওয়ালও ভাঙ্গে নাই—কিন্তু তবু, আমাদের অনুপস্থিতিতে কোন অদ্ভুত, বল্‌বান জীব এখানে আসিয়াছিল। পায়ের কোন চিহ্ন ছিল না, যে, দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে কি রকম জন্তু। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ‘গিঙ্কো’ গাছের প্রলম্বিত ডালটি দেখিয়া অনুমান করিলাম—জন্তুটা কি করিয়া আসিল এবং গেল। আমাদের জিনিসপত্রের অবস্থা দেখিয়া, সেই জন্তুর হিংস্র স্বভাব ও বলের পরিচয় পাইলাম। জিনিসপত্র মাটিতে যেখানে সেখানে ছড়ান রহিয়াছে, একটা মাংসেব টিন চূর্ণ করিয়া ভিতরের জিনিস বাহির করিয়াছে। কার্ত্তুজের একটা বাক্স চূরমার করিয়া, দেশলাইএর কাঠির মত ফালি ফালি করিয়াছে, তাহার পাশেই পিতলের কার্ত্তুজগুলি পড়িয়া রহিয়াছে—একেবারে খণ্ড খণ্ড করা। আবার একটা আবছায়া বিভীষিকা আমাদের মনের মধ্যে দেখা দিল, চক্ষু বড় করিয়া চারিদিকে অন্ধকার ছায়াগুলির পানে তাকাইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল, যেন, প্রত্যেকটার মধ্যেই ভয়ঙ্কর চেহারার একটা কিছু লুকাইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে জাম্বোর

গলার স্বর শুনিয়া, যেন সোয়াস্তি বোধ হইল। মালভূমির কিনারায় গিয়া দেখিলাম—ঐ সম্মুখে বুরুজের চূড়ায় বসিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া সে হাসিতেছে।

সে চেঁচাইয়া বলিল—"খবর ভালই, মাসা চ্যালেঞ্জার, সব ঠিক আছে! ভয় নাই, আমি এখানেই থাক্‌ব। দরকার হলেই আমাকে পাবেন।"

তাহার কাল, সরল মুখখানি এবং আমাদের সম্মুখস্থ বিরাট দৃশ্যটি—যাহা আমাজনের শাখানদীর অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত দেখা যায়—আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে, বিংশ শতাব্দীতে এই পৃথিবীর মধ্যেই আমরা রহিয়াছি, যাদু বলে কোন আদিম কালের গ্রহের মধ্যে চলিয়া যাই নাই। ঐ দূরে আকাশ-প্রান্তের বেগুনী রংএর সীমাটি দেখিয়া অনুভব করা কঠিন, যে, ইহা সেই বৃহৎ নদীটির কাছাকাছি—যে নদীতে বড় বড় জাহাজ চলে এবং লোকজনেরা জীবনের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন ঘটনাগুলি লইয়া আলোচনা করে; আর, আমরা, অতীত যুগের জীবজন্তুর মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া, সেই সুদূরের দিকে শুধু সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়াই থাকিতে পারি।

এই অদ্ভুত দিনের আর একটি স্মৃতি মনে জাগিয়া রহিয়াছে, সেটির কথা বলিয়াই আমার চিঠি শেষ করিব। আঘাত পাইয়া প্রফেসার দুইটির মেজাজ আরও খারাপ হইয়াছিল, তাঁহারা তর্কে লাগিয়া গেলেন—আমাদের আক্রমণকারীরা জিনাস্ টেরোড্যাক্‌টিলাসের অন্তর্গত না ডিমফরডনের অন্তর্গত। তাঁহাদের এই বচসা এড়াইবার জন্য, আমি একটু দূরে সরিয়া গিয়া, মাটিতে

একটা গাছ পড়িয়াছিল সেটার উপরে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম—এমন সময় লর্ড জন্ আমার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি বললেন—"দেখ, ম্যালোন্, ঐ সব জন্তু যে জায়গাটাতে ছিল, সেটা তোমার মনে আছে ত ?"

"খুব পরিষ্কার মনে আছে।"

"কতকটা আগ্নেয় গর্ত্তের মত, না ?"

"আমি বলিলাম—"হাঁ, ঠিক বলেছেন।"

"জমিটার দিকে নজর করেছিলে ?"

"হাঁ, পাথুরে।"

"কিন্তু জলের চারধারে—যেখানে নল খাগ্ড়া ছিল ?"

"সেখানে ছিল নীল্‌চে জমি। কাদার মত দেখাচ্ছিল।

"ঠিক! প্রাচীন যুগের একটা আগ্নেয় নিঃস্রাবের চোঙ্গা, নীল্‌চে কাদায় ভর্ত্তি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাতে কি হলো ?"

তিনি বললেন—"না, কিছু না।" এই বলিয়া যেখানে কলহরত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দুইটি কোলাহল করিতেছিলেন—একবার সামার্‌লির উচ্চ তীব্র স্বরে চড়িতেছে, আবার চ্যালেঞ্জারের খাদ স্বরে নামিতেছে—সেইখানে চলিলেন। লর্ড জনের মন্তব্য সম্বন্ধে আমি আর ভাবিতাম না, কিন্তু, সেই রাত্রে আবার তিনি বিড় বিড় করিয়া নিজে নিজেই বলিতেছিলেন, শুনিলাম—"নীল কাদা—আগ্নেয় চোঙ্গায় কাদা!" ক্লান্ত শরীরে ঘুমাইবার পূর্ব্বে, এটাই আমি শেষ কথা শুনিয়াছিলাম।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত